



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
November 2020

02-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- প্রশ্ন :- সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কোন্ কথা সর্বদা স্মরণে থাকে ?

*উত্তর:- উত্তর :- তাদের স্মরণে থাকে যে, ধনদান করলে তা সমাপ্ত হয়ে যায় না..... সেইজন্য তারা রাত-দিনের নিদ্রাও পরিত্যাগ করে জ্ঞান-ধন দান করতে থাকে, পরিশ্রান্ত হয় না। কিন্তু নিজের মধ্যেই যদি কোনো অবগুণ থাকে তখন সেবা করতেও উৎসাহ আসতে পারে না।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের প্রতি আধ্যাত্মিক বাবা বসে বোঝান। বাচ্চারা জানে যে, পরমপিতা রোজ-রোজ আমাদের বোঝান। যেমনভাবে রোজ-রোজ টিচার আমাদের পড়ায়। বাবা শুধু শিক্ষা দেবেন, প্রতিপালন করতে থাকবেন, কারণ বাচ্চারা তো বাবার ঘরেই থাকে। মা-বাবার সঙ্গেই থাকে। এখানকার এসব হলো বিস্ময়কর কথা। আধ্যাত্মিক পিতার কাছে তোমরা থাকো। এক তো আধ্যাত্মিক পিতার কাছে মূললোকে (শান্তিধাম) থাকো, বাবা আবার সম্পূর্ণ কল্পে একবারই আসেন ---- বাচ্চাদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে বা পবিত্র করতে, সুখ-শান্তি দিতে। তাহলে অবশ্যই নীচে এসে থাকবেন । এতেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গায়নও রয়েছে -- সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে। বাচ্চারা, তোমরাও এখন বোঝ যে -- বাবা এখন আমাদের স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছেন । অবশ্যই আমরা যোগ্য নই, পতিত হয়ে গেছি। সকলে বলেও যে -- হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করো। বাবা বলেন -- আমি প্রতি কল্পে পতিতদের পবিত্র করার ডিউটি(কর্তব্য) পেয়েছি। হে বাচ্চারা, এখন এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে। পুরানো দুনিয়াকে পতিত, নতুন দুনিয়াকে পবিত্র বলা হবে। অবশ্যই পুরানো দুনিয়াকে নতুন করার জন্য বাবা এসেছেন। কলিযুগকে তো কেউই নতুন দুনিয়া বলবে না। এ হলো বৃক্ষবার মতন বিষয়, তাই না! কলিযুগ হলো পুরানো দুনিয়া। বাবাও অবশ্যই আসবেন --- পুরানো আর নতুনের সঙ্গমে। যখন কোথাও গিয়ে তোমরা বোঝাও তখন বলো -- এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, বাবা এসেছেন। সমগ্র দুনিয়ায় এমন কোনো মানুষ নেই যারা জানে যে এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। অবশ্যই তোমরা সঙ্গমযুগে রয়েছে, তবেই তো বোঝাও। মুখ্য কথাই হলো সঙ্গমযুগের। তাই পয়েন্টসও অত্যন্ত জরুরী। যেকথা কেউই জানে না সেটাই বোঝাতে হবে। তাই বাবা বলেছেন একথা অবশ্যই লিখতে হবে যে এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। নবযুগ অর্থাৎ সত্যযুগের চিত্রও রয়েছে। মানুষ কি করে বুঝবে যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণই হলো নতুন দুনিয়ার মালিক। তার উপর এই শব্দটি অবশ্যই চাই -- পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এটা অবশ্যই লিখতে হবে, কারণ এটাই হলো মুখ্য কথা। মানুষ মনে করে যে কলিযুগের (সমাপ্ত হতে) এখনও অনেক বছর বাকি পড়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। তাই তাদের বোঝাতে হবে যে, নতুন দুনিয়ার মালিক হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। এঁরা হলো সম্পূর্ণতার প্রতীক। তোমরা বলো যে, এখন এই রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে। গানও রয়েছে --- নবযুগ আসছে.... অজ্ঞানতার নিদ্রা হতে जाগো। তোমরা এটা জানো যে, এখন হলো সঙ্গমযুগ, একে নবযুগ বলা যাবে না। সঙ্গমকে সঙ্গমযুগই বলা হয়। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। যখন পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয় আর নতুন দুনিয়া স্থাপিত হয়। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হতে চলেছে, রাজযোগ শিখছে। দেবতাদের মধ্যেও উত্তম পদ হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের। এঁনারাও তো মানুষ, এঁনাদের মধ্যে দিব্যগুণ রয়েছে, তাই দেবী-দেবতা বলা হয়। সর্বাপেক্ষা উত্তম গুণ হলো পবিত্রতার, তবেই তো মানুষ দেবতাদের সম্মুখে গিয়ে মাথা নত করে। এই সমস্ত পয়েন্টস বুদ্ধিতে ধারণ তাদেরই হবে যারা সার্ভিসে তৎপর থাকে। কথিতও আছে, ধন দান করলে ধন শেষ হয়ে যায় না। অনেককিছু বোঝানো হতেই থাকে। জ্ঞান অতি সহজ। তথাপি কারোর ধারণা ভাল থাকে, কারোর মধ্যে থাকে না। যাদের মধ্যে অবগুণ রয়েছে তারা সেন্টার পরিচালনা (সংরক্ষণ) করতে পারে না। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান যে, প্রদর্শনীতেও সরল-সরল শব্দ ব্যবহার করা উচিত। বোঝানো উচিত যে, পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগই মুখ্য। এই সঙ্গমেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। যখন এই ধর্ম ছিল, তখন আর কোনো ধর্ম ছিল না। এই যে মহাভারত লড়াই, সেটাও ড্রামায় নির্ধারিত। এটাও এখনই বেরিয়ে এসেছে। পূর্বে ছিল নাকি । ১০০ বছরের মধ্যেই সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে। সঙ্গমযুগের কমপক্ষে ১০০ বছর চাই, তাই না ! সমগ্র নতুন দুনিয়া তৈরী হবে। নিউ দিল্লী নির্মাণ করতে কত সময় লেগেছিল। তোমরা বোঝ যে, ভারতেই নতুন দুনিয়া হবে, তখন পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিছু তো রয়ে যায়, তাই না ! প্রলয় তো হয় না। এ'সমস্ত কথা তো বুদ্ধিতে থাকে। এখন হলো সঙ্গমযুগ। নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই দেবী-দেবতারাই ছিল, পুনরায় এঁনারাই থাকবে। এ হলো রাজযোগের অধ্যয়ন। যদি কেউ ডিটেলে বোঝাতে না পারে তবে শুধু একটা কথা বলো -- পরমপিতা পরমাত্মা যিনি সকলের পিতা, ওঁনাকে তো সকলেই স্মরণ

করে। তিনি আমাদের অর্থাৎ সমস্ত বাচ্চাদের বলেন -- তোমরা অপবিত্র হয়ে গেছো। আহ্নানও করো -- হে পতিত-পাবন এসো। বরাবরই কলিযুগ হলো পতিত, আর সত্যযুগ হলো পবিত্র হয়। এখন পরমপিতা পরমাত্মা বলেন -- দেহ-সহ এইসকল পতিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এ হলো গীতারই কথা (অক্ষর)। যুগও তো গীতারই। গীতা সঙ্গমযুগেই গাওয়া হয়েছিল, যখন বিনাশ হয়েছিল। বাবা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। রাজ্য স্থাপন হয়েছিল, পুনরায় অবশ্যই হবে। এসবকিছু আধ্যাত্মিক পিতা বোঝান, তাই না ! চলো, এই শরীরে না আসুক, অন্য কারোর মধ্যে আসে। যুক্তি তো বাবার-ই, তাই না ! আমরা ঐনার নাম তো কেউ নিই না। আমরা শুধু বলি -- বাবা বলেন, আমায় স্মরণ করো তবেই তোমরা পবিত্র হয়ে আমার কাছে চলে আসবে। কত সহজ। শুধু আমাকে স্মরণ করো আর ৮৪ চক্রের জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখো। যে ধারণা করবে সে চক্রবর্তী রাজা হবে। এই বার্তা তো সব ধর্মাবলম্বীদের জন্যই। ঘরে তো সকলকেই যেতে হবে। আমরাও ঘরেরই পথ বলে দিই। পাদ্রী ইত্যাদি যেকোন কাউকে তোমরা বাবার সমাচার দিতে পারো। তোমাদের খুশীর পারদ অনেক চড়ে থাকা উচিত -- পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো, তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। সকলকে এটাই স্মরণ করাও। বাবার সমাচার শোনানোই নম্বর ওয়ান সার্ভিস। এখন এ হলো গীতারও যুগ। বাবা এসেছেন, তাই সেই চিত্রই শুরুতে রাখতে হবে। যারা মনে করে -- আমরা বাবার সমাচার দিতে পারবো, তবে তাদের তৈরী থাকা উচিত। হৃদয়ে আসা উচিত যে, আমরাও অন্ধের লাঠি হবো। এই সমাচার যেকোন কাউকে দিতে পারো। বি.কে-র নাম শুনেই মানুষ ভয় পায়। তাদের বোলো -- আমরা শুধু বাবার সমাচার দিই। পরমপিতা পরমাত্মা বলেন -- আমাকে স্মরণ করো, ব্যস্। আমরা কারোর গ্লানি করি না। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। আমি হলাম সর্বোচ্চ পতিত-পাবন। আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এটা নোট করো। এ হলো অত্যন্ত কাজের জিনিস। হাতে বা বাহুতে অক্ষর লেখায় (উক্কি), তাই না! এও লিখে দাও। এতটুকুও যদি বোলো তাহলেই দয়াশীল, কল্যাণকারী হয়ে যাবে। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করা উচিত। সার্ভিস অবশ্যই করতে হবে, তাহলেই অভ্যাস হয়ে যাবে। এখানেও তোমরা বোঝাতে পারো। চিত্র দিতে পারো। এ হলো সমাচার দাওয়ার মতন জিনিস। লক্ষ-লক্ষ তৈরী হয়ে যাবে। ঘরে-ঘরে গিয়ে সমাচার দিতে হবে। পয়সা কেউ দিক বা না দিক, তাদের বোলো -- বাবা তো হলোই দীনদয়াল। আমাদের কর্তব্য হলো -- ঘরে-ঘরে সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। ঐনারা হলেন বাপদাদা, ঐনাদের থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ৮৪ জন্ম ইনি নেবেন। এ হলো ঐনার অন্তিম জন্ম। আমরা ব্রাহ্মণ পুনরায় দেবতা হবো। ব্রহ্মাও তো ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মা একলা তো হবে না, তাই না! অবশ্যই ব্রাহ্মণ বংশাবলীও (ব্রাহ্মণকুল) হবে, তাই না ! ব্রহ্মা তথা বিষ্ণু দেবতা, ব্রাহ্মণ হলো কেশ-শিখা(টিকি)। সে-ই আবার দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়। কেউ-কেউ অবশ্যই বেরোবে যারা তোমাদের কথা বুঝবে। পুরুষরাও সার্ভিস করতে পারে। সকালে উঠে মানুষ যখন দোকান খোলে তখন বলে -- 'সকালে ভগবানের.....' তোমরাও সকাল-সকাল গিয়ে বাবার সমাচার শোনাও। তাদের বোলো, তোমাদের ব্যবসা অত্যন্ত ভাল অর্থাৎ লাভজনক হবে। তোমরা সাঁই অর্থাৎ ঈশ্বরকে স্মরণ করো, তাহলে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাবে। অমৃতবেলার সময়কাল অত্যন্ত শুভ। আজকাল কারখানায় বসে মাতারাও কাজ করে। এই ব্যাজ তৈরী করাও অতি সহজ। বাচ্চারা, তোমাদের রাত-দিন সার্ভিসে ব্যস্ত থাকা উচিত, নিদ্রা ত্যাগ করে দেওয়া উচিত। বাবার পরিচয় পেয়ে মানুষ ধনী হয়ে যায়। তোমরা যেকোনো জনকে সমাচার দিতে পারো। তোমাদের জ্ঞান অতি উচ্চ। বোলো যে, আমরা তো এক পিতাকেই স্মরণ করি। খ্রাইস্টের আত্মাও ঐনারই সন্তান ছিল। আত্মারা তো সকলেই ঐনারই সন্তান। সেই গডফাদারই বলেন, আর কোনও দেহধারীকে স্মরণ করো না। তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে "মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো", তবেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আমার কাছে চলে আসবে। মানুষ পুরুষার্থ করেই ঘরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু যায় না কেউই। দেখা যায় যে, বাচ্চারা এখনও অত্যন্ত শীতল, এতটা পরিশ্রমে পৌঁছতে পারে না, নানান বাহানা দিতে থাকে, এতে অনেক সহ্যও করতে হয়। ধর্মস্থাপককে কত কিছু সহ্য করতে হয়। খ্রাইস্টের উদ্দেশ্যেও বলা হয় যে, তাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল। তোমাদের কাজ হলো সকলকে সংবাদ দেওয়া। তারজন্য বাবা যুক্তি বলতে থাকেন। কেউ সার্ভিস না করলে বাবা বুঝে যান যে, ধারণা নেই। কীভাবে সমাচার দেবে বাবা তার পরামর্শ দেন। ট্রেনেও তোমরা এই সমাচার দিতে থাকো। তোমরা জানো আমরা স্বর্গে যাই। কেউ-কেউ শান্তিধামেও তো যাবে, তাই না! পথ তো তোমরাই বলে দিতে পারো। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই যাওয়া উচিত। আছে তো অনেকেই। ব্রাহ্মণদের কোথাও তো রাখবে, তাই না ! ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তো অবশ্যই হবে, তাই না ! আদিতো ব্রাহ্মণই রয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সর্বোচ্চ। ওই ব্রাহ্মণেরা হলো গর্ভজাত। ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই, তাই না ! তা নাহলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রাহ্মণেরা কোথায় গেল। ব্রাহ্মণদের (লৌকিক) তোমরা বসে বোঝাও, তবে তারা তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। তাদের বোলো, তোমরাও ব্রাহ্মণ আর আমরাও নিজেদের ব্রাহ্মণ বলি। এখন বোলো তোমাদের ধর্ম কে স্থাপন করেছেন ? তারা ব্রহ্মা ব্যতীত আর কারোর নাম নেবেই না। তোমরা ট্রায়াল(পরীক্ষা) করে দেখো। ব্রাহ্মণদেরও বড়-বড় কুল(বংশ) হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ তো অগণিত। আজমীরে বহু বাচ্চা যায়, কিন্তু কখনও কেউ এমন সমাচার দেয়নি যে আমরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ করেছি, তাদের জিজ্ঞাসা করেছি -- তোমাদের ধর্মের স্থাপক কে ? ব্রাহ্মণধর্ম কে স্থাপন করেন ? তোমরা তো জানো যে, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ কারা। তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো। (তীর্থ) যাত্রায় ভক্তরাই যায়। এই চিত্র অতি মনোরম --- লক্ষ্মী-নারায়ণের। তোমরা জানো যে, জগদম্বা কে ? লক্ষ্মী কে ? এইরকমভাবে তোমরা তোমাদের পরিচারক, আদিবাসী, নিম্নবর্গের মানুষদেরও বোঝাতে পারো। তোমরা ছাড়া আর তো কেউ নেই যে তাদের শোনাবে। অতি দয়াশীল হতে হবে। বলো -- তোমরাও পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারো। নিজেকে আত্মা মনে করো, শিববাবাকে স্মরণ করো। কাউকে পথ বলে দেওয়ার অত্যন্ত শখ থাকা উচিত। যে নিজে স্মরণ করবে সে-ই অন্যান্যদেরও স্মরণ করানোর পুরুষার্থ করবে। বাবা তো গিয়ে কথা বলবে না। বাচ্চারা, এ তো তোমাদের কাজ। দরিদ্রদের কল্যাণসাধন করতে হবে। বেচারার-রা অত্যন্ত সুখী হয়ে যাবে। একটু স্মরণ করলে প্রজাতেও আসতে পারে, সেটাও ভালো। এই ধর্ম তো অত্যন্ত সুখ প্রদান করবে। দিনে-দিনে তোমাদের আওয়াজ জোরে নির্গত হবে(চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে)। সকলকে এই সমাচারই দিতে থাকো যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা হলে পদ্মাপদম ভাগ্যশালী। যখন মহিমা শোনো তখন বুঝে যাও, তবে কোনও বিষয়ে কি আবার চিন্তা করা উচিত ? এ হলো গুপ্ত স্তান, গুপ্ত খুশী। তোমরা হলে গুপ্ত যোদ্ধা। তোমাদের আননোন ওয়ারিয়ার্স (অজানা যোদ্ধা) বলা হবে, আর কেউই আননোন ওয়ারিয়ার্স হতে পারে না। দিলওয়াড়া মন্দিরে সম্পূর্ণ তোমাদেরই স্মৃতি-স্মারক রয়েছে। হৃদয় আকর্ষণকারীর পরিবার রয়েছে, তাই না! সমগ্র এই তীর্থ মহাবীর, মহাবীরাজনা আর তাদের সন্তানদের। এই স্থান কাশীর থেকেও উচ্চ। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ঘরে-ঘরে গিয়ে বাবার সমাচার দিতে হবে। সার্ভিস করার প্রতিজ্ঞা করো, সার্ভিসের জন্যে কোনো বাহানা কোরো না।

২) কোনও বিষয়ে চিন্তা করবে না, গুপ্ত খুশীতে থাকতে হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- বরদান :- পরিস্থিতিগুলিকে সৌভাগ্য মনে করে নিজের নিশ্চয়তার ফাউন্ডেশনকে সুদৃঢ় করা অচল-অটল ভব

যেকোনও পরিস্থিতি এলে তোমরা হাইজাম্প দিয়ে দাও। কারণ পরিস্থিতি আসাও সৌভাগ্য। এ হলো নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশনকে সুদৃঢ় করার সাধন। তোমরা যখন একেবারে অঙ্গদের সমান সুদৃঢ় বা শক্তিশালী হয়ে যাবে তখন এই পেপার অর্থাৎ পরীক্ষাও নমস্কার করবে। প্রথমে বিরাটরূপে আসবে আর পরে দাসী হয়ে যাবে। চ্যালেঞ্জ জানাও যে, আমরা মহাবীর। যেমন জলে দাগ কাটলে তা থাকে না, তেমনই মাস্টার সাগর-রূপী আমার উপর কোনও পরিস্থিতি আঘাত করতে পারে না। স্ব-স্থিতিতে থাকলে অচল-অটল হয়ে যাবে।

স্লোগান:- স্লোগান :- স্তানী সে-ই যার প্রতিটি কর্ম শ্রেষ্ঠ এবং সফল।

03-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- প্রশ্ন :- ভালো পুরুষার্থী ছাত্রদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তর:- উত্তর :- তারা পাস উইথ অনার হওয়ার অর্থাৎ বিজয় মালাতে আসার লক্ষ্য রাখবে । তাদের বুদ্ধিতে একমাত্র বাবার স্মরণই থাকবে । দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে একের সঙ্গে প্রীতি রাখবে । এমন পুরুষার্থীই মালার দানা হয় ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী সন্তানদের বসে বোঝান । তোমরা আত্মারূপী সন্তানরা এখন জাদুকর - জাদুকরী হয়ে গেছো, তাই বাবাকেও জাদুকর বলা হয় । এমন কোনো জাদুকর হবে না - যে মানুষকে দেবতা বানাতে পারবে । এ তো জাদুগরী, তাই না ! তোমরা কতো বড় উপার্জনের রাস্তা বলে দাও । স্কুলেও টিচাররা উপার্জন করা শেখায় । পড়া তো উপার্জন, তাই না । ভক্তি মার্গের কথা, শাস্ত্র ইত্যাদি শোনা, একে পড়া বলা যাবে না । এতে কোনো আমদানী নেই, কেবল পয়সা খরচ হয় । বাবাও বোঝান - ভক্তিমার্গে কত কত চিত্র বানিয়ে, মন্দির তৈরী করে, ভক্তি করতে করতে তোমরা কতো পয়সা খরচ করে ফেলেছো । টিচার তো তবুও রোজগার করাতে শেখান । তার দ্বারা আজীবিকা (জীবন ধারণ) হয় । বাচ্চারা, তোমাদের পড়া কতো উঁচু । সবাইকেই পড়তে হবে । বাচ্চারা, তোমরা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হবে । ওই পড়া থেকে তো ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরী হবে, তাও এক জন্মের জন্য । এ কতো রাত - দিনের তফাৎ, তোমাদের মতো আত্মাদের শুদ্ধ নেশা থাকা উচিত । এ হলো গুপ্ত নেশা । এ তো অসীম জগতের পিতার জাদু । এ কতো আধ্যাত্মিক জাদু । পরম আত্মাকে স্মরণ করতে করতে সতোপ্রধান হয়ে যেতে হবে । সন্ন্যাসীরা যেমন বলে --- তুমি মনে করো, আমি এক ষাঁড় -- এই মনে করে কুটিরে বসে যাও । সেও বলে, আমি ষাঁড়, কুটির থেকে কিভাবে বাইরে আসবো ? বাবা এখন বলছেন - তোমরা পবিত্র আত্মা ছিলে, এখন অপবিত্র হয়ে গেছো, আবার বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । এই জ্ঞান শুনে তোমরা নর থেকে নারায়ণ আর মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও । দেবতাদের তো সার্বভৌমত্ব ছিলো, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা এখন শ্রীমতে চলে ভারতে দৈবী সার্বভৌম রাজ্য স্থাপন করছো । বাবা বলেন - আমি এখন তোমাদের শ্রীমৎ দিচ্ছি, একথা সঠিক, নাকি শাস্ত্রের মত সঠিক ? তোমরা বিচার করো । গীতা হলো সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমৎ ভাগবত গীতা । এই গীতা বিশেষ করে লেখা হয়েছে । এখন ভগবান কাকে বলা হবে ? সবাই অবশ্যই বলবে - নিরাকার শিব । আমরা আত্মারা তাঁর সন্তান, সব ভাই - ভাই । ওই একজনই হলেন বাবা । বাবা বলেন যে - তোমরা সবাই হলে প্রিয়তমা - আমি তোমাদের প্রিয়তম, আমাকে তোমরা স্মরণ করো, কেননা আমিই তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলাম, যাতে তোমরা প্রত্যক্ষভাবে নর থেকে নারায়ণ তৈরী হও । ওরা তো বলে দেয় যে, আমরা সত্যনারায়ণের কথা শুনি । এ তো বুঝতেই পারে না যে, এর থেকে আমরা নর থেকে নারায়ণ তৈরী হবো । বাবা তোমাদের মতো আত্মাদের জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন দান করেন, যাতে আত্মারা সমস্ত কিছু জেনে যায় । শরীর ছাড়া তো আত্মা কথা বলতে পারে না । আত্মাদের থাকার জায়গাকে নির্বাণধাম বলা হয় । বাচ্চারা, তোমাদের এখন শান্তিধাম আর সুখধামকেই স্মরণ করতে হবে । এই দুঃখধামকে বুদ্ধি থেকে ভুলতে হবে । আত্মা এখন এই জ্ঞান পেয়েছে যে - ঠিক কি আর ভুল কি ? কর্ম, অকর্ম আর বিকর্মের রহস্যও বোঝানো হয়েছে । বাবা বাচ্চাদেরই বুঝিয়ে বলেন আর বাচ্চারাই এ কথা জানে । আর মানুষ তো বাবাকে জানে না । বাবা বলেন, এই নাটকও বানানো আছে রাবণ রাজ্যে সকলের কর্মই বিকর্ম হয়ে যায় । সত্যযুগে কর্ম অকর্ম হয় । কেউ যদি জিজ্ঞেস করে - ওখানে বাচ্চা ইত্যাদি হয় না ? বলবে, ওকে বলা হয় নির্বিকারী দুনিয়া । ওখানে পাঁচ বিকার কোথা থেকে আসবে ? এ তো খুবই সহজ কথা । একথা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন - যে সঠিক মনে করে, সে চট করে মেনে নেয় । কেউ যদি নাও বুঝতে পারে তাহলে পরের দিকে বুঝতে পারবে । বহিঃশিখা দেখে পতঙ্গ আসে, চলে যায়, আবার আসে । এই অগ্নিশিখা, এতে সব জ্বলে শেষ হয়ে যাবে । এও বোঝানো হয় যে - বাকি বহিঃশিখা আর কেউ নেই । ও তো সাধারণ । বহিঃশিখাতে পতঙ্গ অনেক জ্বলে মরে যায় । দীপাবলীতে কতো ছোটো ছোটো মশা - পোকা বের হয়, তারাও মরে যায় । বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া । বাবাও বোঝাতে থাকেন - পরের দিকে অনেকে জন্ম নেবে আর মরে যাবে । সে তো যেন মশার মতো হয়ে গেলো । বাবা যখন উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন, তখন পুরুষার্থ করে পাস উইথ অনার হতে হবে । ভালো ছাত্ররা খুব পুরুষার্থ করে । এই মালাও পাস উইথ অনার্সেরই । তোমরা যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে থাকো । বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বলা হয় । এর উপরও তোমরা বোঝাতে পারো । বাবার সঙ্গে আমাদের প্রীতি বুদ্ধির সম্পর্ক । এক বাবাকে ছাড়া আমরা আর কাউকেই স্মরণ করি না । বাবা বলেন যে,

দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ভুলে গিয়ে আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো । ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক স্মরণ করে এসেছো -- হে দুঃখহর্তা, সুখকর্তা.....তাহলে বাবা অবশ্যই সুখদান করেন, তাই না । স্বর্গকে বলা হয় সুখধাম । বাবা বোঝান যে - আমি তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছি । বাচ্চারা যে কাম চিতাতে বসে ভস্ম হয়ে গেছে, আমি তাদের উপর এসে স্ত্রাণের বর্ষণ করি । বাচ্চারা, আমি তোমাদের যোগ শেখাই - বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা পরীক্ষানের মালিক হয়ে যাবে । তোমরাই তো জাদুকর, তাই না । বাচ্চাদের এই প্রকৃত নেশা থাকা চাই যে - এই আমাদের প্রকৃত জাদুগরী । কোনো কোনো জাদুকর খুব হুঁশিয়ার হয় । কি - কি জিনিস বের করে দেখায় । এই জাদুগরী আবার অলৌকিক, অর্থাৎ এক বাবা ছাড়া আর কেউই শেখাতে পারে না । তোমরা জানো যে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছি । এই শিক্ষাই হলো নতুন দুনিয়ার জন্য । ওই যুগকে সত্যযুগের নতুন পৃথিবী বলা হয় । তোমরা এখন সপ্তম যুগে আছো । এই পুরুষোত্তম সপ্তম যুগের কথা কেউই জানে না । তোমরা কতো উত্তম পুরুষ তৈরী হও । বাবা আমাদেরই বুঝিয়ে বলেন । তোমরা ব্রহ্মাণীরা যখন ক্লাসে বসো, তোমাদের কাজ হলো প্রথমেই সাবধান করে দেওয়া । ভাই - বোনেরা, নিজেদের আত্মা মনে করে বসো । আমরা আত্মারা এই অর্গ্যাঙ্ক দ্বারা শুনি । বাবা এই ৮৪ জন্মের রহস্যও বুঝিয়ে বলেছেন । কোন্ সেই মানব যিনি ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন ? সবাই তো এতো জন্মগ্রহণ করবে না । এই বিষয়ে কেউই চিন্তা করে না। যা শুনবে তাই সত্য বলে দেবে হনুমান পবনের পুত্র --- সত্য । তারপর অন্যদেরও এমন - এমন কথা শোনাতে থাকে আর সত্য - সত্য বলতে থাকে । বাচ্চারা, তোমরা এখন ঠিক আর ভুলকে বোঝার স্ত্রাণ চক্ষু পেয়েছো। তাই তোমাদের সঠিক কর্মই করতে হবে । তোমরা এও বোঝাও যে, আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে এই উত্তরাধিকার নিচ্ছি । তোমরা সকলেই পুরুষার্থ করো । ওই বাবা হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা । তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের বাবা এখন বলেন, এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মার মধ্যেই সংস্কার ভরা থাকে । এই সংস্কারই নিয়ে যায়, তাই অনেকের ছোটবেলায়ই অনেক নাম হয়ে যায়, তখন মনে করা হয়, এ আগের জন্মে অনেক কর্ম করেছে, কেউ যদি কলেজ ইত্যাদি তৈরী করে, তাহলে পরের জন্মে ভালো শিক্ষা পায় । এ তো কর্মের হিসেব - নিকেশ, তাই না । সত্যযুগে বিকর্মের কথাই থাকবে না । কর্ম তো সেখানে অবশ্যই করবে । রাজত্ব করবে, খাওয়াদাওয়া করবে কিন্তু উল্টো কর্ম করবে না । তাকে বলা হয় রামরাজ্য । এখানে হলো রাবণ রাজ্য । এখন তোমরা শ্রীমতে চলে রামরাজ্য স্থাপন করছো । সে হলো নতুন দুনিয়া । পুরানো দুনিয়াতে দেবতাদের ছায়া পড়ে না । লক্ষ্মীর জড় চিত্র নিয়ে রাখো, ছায়া পড়বে । চৈতন্যের পড়তে পারে না । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, সকলকেই পুনর্জন্ম নিতে হবে । কুয়ো থেকে জল তোলার এক বিধি হয় না (কপিকল), ঘুরতেই থাকে । তোমাদের এই চক্রও ঘুরতে থাকে । এর উপরই দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো হয় । পবিত্রতা তো সবথেকে ভালো । কুমারী পবিত্র হয়, তাই সকলেই তার চরণ স্পর্শ করে । তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । বেশীরভাগ কুমারী, তাই এই মহিমা আছে যে, কুমারীর দ্বারা বাণ মারবে । এ হলো স্ত্রাণ বাণ । তোমরা বসে ভালোবেসে বোঝাও । বাবা হলেন একমাত্র সদগুরু । তিনিই হলেন সকলের সদগতিদাতা । ভগবান উবাচঃ - "মন্মনাভব" । এ তো মন্ত্র, তাই না, এতেই পরিশ্রম । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । এ হলো গুপ্ত পরিশ্রম । আত্মাই তোমাপ্রধান হয়ে গেছে, আবার সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে - আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল আলাদা আছে । যে প্রথমে আলাদা হয়েছে, সেই প্রথমে মিলিত হবে । বাবা তাই বলেন, আমার অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা । বাবা জানেন যে, কবে থেকে ভক্তি শুরু হয়েছে । সবই অর্ধেক - অর্ধেক । অর্ধেকল্প স্ত্রাণ আর অর্ধেকল্প হলো ভক্তি । দিনরাতও ২৪ ঘন্টায় ১২ ঘন্টা এ.ম. আর ১২ ঘন্টা পি.ম. হয় । কল্পও অর্ধেক - অর্ধেক । ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত, তাহলে কলিযুগের আয়ু এতো কেন বলে দেওয়া হয় ? তোমরা এখন কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, তা বলতে পারো । শাস্ত্র হলো সব ভক্তিমার্গের । এরপর ভগবান এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন । তাঁকে ভক্তের রক্ষক তো বলা হয়, তাই না । এর পরের দিকে তোমরা সন্ন্যাসীদেরও খুব ভালোবেসে বসে বোঝাবে । তোমাদের ফর্ম তো তারা পূরণ করবেন না । মা - বাবার নামও লিখবে না । কেউ - কেউ আবার বলে । বাবা জিজ্ঞেস করেন - কেন সন্ন্যাস করেছো, কারণ বলা ? বিকারের সন্ন্যাস করা হয়, তাহলে ঘরেরও কি সন্ন্যাস করতে হয় ? তোমরা এখন সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার প্রতি সন্ন্যাস করো । তোমাদের নতুন দুনিয়ার সাক্ষাৎকার করিয়ে দেওয়া হয়েছে । সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । হেভেনলী গড ফাদার হলেন স্বর্গ স্থাপনকারী । তিনি ফুলের বাগান তৈরী করেন । তিনি কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন । এক নম্বর কাঁটা হলো - কাম কাটারি । কামকে কাটারি বলা হয়, ক্রোধকে ভূত বলা হবে । দেবী - দেবতার ডবল অহিংসক ছিলেন । নির্বিকারী দেবতাদের সামনে বিকারী মানুষ সবাই মাথা নত করে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে - আমরা এখানে পড়ার জন্য এসেছি । বাকি ওই সংসঙ্গ ইত্যাদিতে যাওয়া, সে হলো সাধারণ কথা । ওখানে ওরা ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । বাবা কখনো সর্বব্যাপী হন কি ? বাবার থেকে তোমরা বাচ্চারা উত্তরাধিকার পাও । বাবা এসে পুরানো দুনিয়াকে নতুন দুনিয়া স্বর্গ বানান । কেউ কেউ তো নরককে নরক বলেই মানে না । বিত্তবান মানুষরা মনে করে, স্বর্গে আবার নতুন কি রাখা আছে । আমাদের কাছে ধন, মহল, বিমান ইত্যাদি সবকিছুই আছে, আমাদের জন্য এই

হলো স্বর্গ । তাদের জন্য নরক, যারা নোংরা - আবর্জনার মধ্যে থাকে, তাই ভারত কতো গরীব - কাঙ্গাল। আবার এই হিন্দি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয় । তোমাদের নেশা থাকা উচিত যে - বাবা আমাদের আবার ডবল মুকুটধারী বানান । তোমরা অতীত - বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে জেনে গেছো । সত্যযুগ - ত্রেতাযুগের কাহিনী বাবা বলে দিয়েছেন, তারপর মাঝে আমরা নীচে নেমে যাই । বাম মার্গ হলো বিকারী মার্গ । বাবা এখন আবার এসেছেন । তোমরা নিজেদের স্বদর্শন চক্রধারী মনে করো । এমন নয় যে, তোমরা এমন চক্র ঘোরাও যাতে গলা কেটে যায় । কৃষ্ণের হাতে চক্র দেখানো হয় যে, তিনি দৈত্যদের মারতেন, এমন কথা তো হতেই পারে না । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা ব্রাহ্মণরাই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী । আমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আছে । ওখানে দেবতাদের তো এই জ্ঞান থাকবে না । ওখানে হলো সদগতি, তাই তাকে বলা হয় দিন । রাতেই যতো সমস্যা হয় । ভক্তিতে দর্শন করার জন্য কতো হটযোগ ইত্যাদি করে । নওধা ভক্তি যারা করে, তারা তাদের প্রাণ দান করার জন্যও তৈরী হয়ে যায়, তখন সাক্ষাৎকার হয় । ড্রামা অনুসারে তাদের চাহিদা অল্পকালের জন্য পূরণ হয় । বাকি ঈশ্বর কিছুই করেন না । অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তির পার্ট চলতে থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই আধ্যাত্মিক নেশায় থাকতে হবে যে, বাবা আমাদের ডবল মুকুটধারী বানাচ্ছেন । আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ । অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জ্ঞান বুদ্ধিতে ধারণ করে চলতে হবে ।

২) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য বাবার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা রাখতে হবে । বাবাকে স্মরণের গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে ।

বরদান:- বরদান :-- সর্ব গুণের অনুভবের দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করে অনুভাবী মূর্তি ভব বাবার যে গুণগান করো, সেই সর্ব গুণের অনুভাবী হও, বাবা যেমন আনন্দের সাগর, তাই সেই আনন্দের সাগরের ঢেউয়ে সাঁতার কাটতে থাকো । যেই সম্পর্কে আসবে তাকে আনন্দ, প্রেম, সুখ সব গুণের অনুভব করাও । এমন সর্ব গুণের অনুভাবী মূর্ত হও, তখন তোমাদের দ্বারা বাবার চেহারা প্রত্যক্ষ হবে। কেননা তোমরা মহান আত্মারাই পরম আত্মাকে নিজের অনুভাবী মূর্তি দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারে ।

স্লোগান:- স্লোগান :-- কারণকে নিবারণের দ্বারা পরিবর্তন করে অশুভ বিষয়কেও শুভ করে তোলো ।

04-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন :- প্রশ্ন :- কোন্ বল ক্রিমিনাল চোথকে সাথে সাথেই বদলে দেয় ?

*উত্তর :- উত্তর :- জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের বল আত্মাতে এসে গেলে ক্রিমিনাল ভাব সমাপ্ত হয়ে যায়। বাবার শ্রীমং হল - তোমরা নিজেরা হলে ভাই - ভাই, ভাই - বোন, তোমাদের চোখ কখনো ক্রিমিনাল হতে পারে না। তোমরা সর্বদা স্মরণের আনন্দে থাকো। বাঃ আমার ভাগ্য বাঃ ! আমাদেরকে ভগবান পড়ান। এইরকম চিন্তন করো, তবে আনন্দে মজে থাকবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে, আত্মিক পিতা, তিনিও হলেন আত্মা, তিনি হলেন পারফেক্ট, তাঁর মধ্যে কোনও জং লাগে না। শিববাবা বলবেন আমার মধ্যে জং আছে ? একেবারেই নেই। এই দাদার মধ্যে (ব্রহ্মা বাবা) তো পুরো জং ছিল। এনার মধ্যে (শিববাবা) বাবা প্রবেশ করায় সহায়তাও মেলে (জং ওঠানোর)। মূল বিষয় হল ৫ বিকারের কারণে আত্মার উপরে জং লেগে যাওয়ায় ইম্পিওর (অপবিত্র) হয়ে গেছে। তাই যত বেশি বাবাকে স্মরণ করবে, জং সরে যেতে থাকবে। ভক্তি মার্গের (শাস্ত্র/ব্রত কথা) কথা তো জন্মজন্মান্তর ধরে শুনে আসছে আসছে। এ সব তো অদ্ভুত সব বিষয়। জ্ঞান সাগরের কাছ থেকে এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। তোমাদের বুদ্ধিতে এইম অবজেক্ট রয়েছে, আর কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদিতে এইম অবজেক্ট নেই। ঈশ্বর সর্বব্যাপী বলে আমার গ্লানি করতে থাকে, ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী। মানুষ এও জানে না যে এ হল ড্রামা। এতে ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টরও ড্রামার অধীন। যদিও বলা হয় সর্বশক্তিমান - কিন্তু তোমরা জানো যে, তিনিও ড্রামার ট্র্যাকে চলছেন। বাবা নিজে এসে বাচ্চাদেরকে বোঝান, বলেন - আমার মধ্যে অবিনাশী পার্ট নথিভুক্ত করা আছে, সেই অনুসারেই আমি পড়াই। যা কিছু আমি বোঝাই, সবই ড্রামাতে নথিভুক্ত রয়েছে। এখন তোমাদেরকে এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হতে হবে। এ যে হল ভগবানুবাচ। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে পুরুষার্থ করে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে হবে। এই রকম ভাবে কোনো মানুষের পক্ষেই বলা সম্ভব নয় যে, তোমাকে বিশ্বের মালিক হতে হবে। তোমরা জানো যে, আমরা এসেছি বিশ্বের মালিক, লক্ষ্মী - নারায়ণ হতে। ভক্তি মার্গে তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে কত কথকতা শুনতে, কোনো বোধই ছিল না তোমাদের। এখন তোমরা বোঝো যে - যথার্থই এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব স্বর্গে ছিল, এখন নেই। ত্রিমূর্তির বিষয়েও বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন। ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। বাবা বলেন, কল্প কল্পের সঙ্গমযুগে এসে বাচ্চারা, তোমাদেরকে আমি পড়াই। এটা তো পার্শ্বশালা। এখানে বাচ্চাদের ক্যারেক্টার সংশোধন করতে হয়। ৫ বিকারকেও দূর করতে হয়। তোমরাও দেবতাদের সামনে গিয়ে কীর্তন করতে - তুমি তো সর্ব গুণ সম্পন্ন.... আমি তো পাপী তাপি। ভারতবাসীই দেবতা ছিল। সত্যযুগে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ পূজ্য ছিলেন তারপর কলিযুগে পূজারী হয়ে গেছে। এখন আবার পূজ্য হয়ে উঠছে। পূজ্য সতোপ্রধান আত্মারা ছিল। তাদের শরীরও সতোপ্রধান ছিল। যেমন আত্ম তেমন গহনা। শোনায় খাদ মেশানো হলে তার দাম কত কম হয়ে যায়। তোমাদের মূল্যও অনেক উচ্চ ছিল। এখন মূল্য কত কম হয়ে গেছে। তোমরা পূজ্য ছিলে এখন পূজারী হয়ে গেছ। এখন যত যোগে থাকবে ততোই মরিচা উঠে যেতে থাকবে এবং বাবার সঙ্গে ভালোবাসা বাড়বে, খুশীর অনুভব হবে। বাবা স্পষ্ট করে বলেন - বাচ্চারা, চার্ট রাখো যে সারা দিন আমরা বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করি ? স্মরণের যাত্রা, এই শব্দটি সঠিক। স্মরণ করতে করতে মরিচা উঠতে থাকবে আর অন্ত সময়ে যেমন মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। দৈহিক জগতের পান্ডারা তীর্থ যাত্রায় নিয়ে যায়। এখানে তো আত্মা নিজেই যাত্রা করে। নিজ নিবাস পরমধাম যেতে হবে কারণ ড্রামার চক্র এখন পূর্ণ হয়েছে। এই কথাও তোমরা জানো যে এই দুনিয়া হলো খুবই খারাপ, নোংরা। পরমাত্মাকে তো কেউ জানে না, আর জানবেও না, তাই বলা হয় বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। তাদের জন্য তো এই নরক ই স্বর্গের সমান। তাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা ঢুকবে না। বাচ্চারা এইরকম বিচার সাগর মন্বন করার জন্য তোমাদের খুব একাকী থাকা প্রয়োজন। এখানে তো একাকী থাকার স্থান সহজলভ্য তাই মধুবনের অনেক মহিমা আছে। বাচ্চাদের অনেক খুশী হওয়া উচিত। আমরা জীব আত্মা, আমাদেরকে পরমাত্মা পড়াচ্ছেন। কল্প পূর্বেও এমন ভাবে পড়িয়ে ছিলেন। কৃষ্ণের কথা নয়। কৃষ্ণ তো শিশু। কৃষ্ণ আত্মা, ইনি হলেন পরম আত্মা। প্রথম নম্বরের আত্মা শ্রীকৃষ্ণ তিনি এখন লাস্ট নম্বরে এসেছেন। তাই নামটিও বদলে গেছে। অনেক জন্মের শেষে নাম তো ভিন্ন হবেই। নাম তো দাদা লেখরাজ। এই হল অনেক জন্মের শেষ জন্ম। বাবা বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করছি। বাবা কারো মধ্যে তো আসবেন তাইনা। শাস্ত্রে এইসব কথা লেখা নেই। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের পড়ান, তোমরাই পড়াশোনা করো।

তারপরে সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। সেখানে হয় প্রালঙ্। বাবা সঙ্গমে এসে এই নলেজ প্রদান করেন ফলে তোমরা পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করো। এই টাইম হলো অসীম জগতের পিতার কাছে অসীমের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার তাই বাচ্চাদের অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়। মায়া মনোযোগ সরিয়ে দেয় তখন ধরে নেওয়া হয় তাদের ভাগ্যে নেই। বাবা তো সবরকমের উপায় বলে দেন। ভাগ্যে তবুও তফাৎ রয়ে যায়। কেউ পাস, কেউ ফেল হয়ে যায়। ডবল মুকুটধারী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়।

বাবা বলেন গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো। লৌকিক পিতার ঋণও তো বাচ্চাদের মেটাতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে। এখানে তো সবই হল অনিয়মিত। তোমরা জানো আমরাই কতখানি উঁচু পবিত্র ছিলাম, তারপরে নীচে নেমেছি। এখন পুনরায় পবিত্র হতে হবে। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তোমরা সবাই বি.কে. তাই তোমাদের কুদৃষ্টি হতে পারে না কারণ তোমরা হলে ভাই-বোন তাইনা। বাবা এই যুক্তি বলে দেন। তোমরা সবাই বাবা-বাবা বলাে তাই ভাই-বোন হলে। ভগবানকে সবাই বাবা বলে তাইনা। আত্মারা বলে আমরা শিববাবার সন্তান। পরে শরীরধারী রূপে ভাই-বোন হই। তাহলে আমাদের কুদৃষ্টি কেন হবে। তোমরা বড় বড় সভায় গিয়ে এই কথা বোঝাতে পারো। তোমরা সবাই হলে ভাই-ভাই পরে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা রচিত রচনা হও তোমরা, তখন ভাই-বোন হয়ে যাও, অন্য কোনও সম্ভব নয়। আমরা সবাই এক পিতার সন্তান। এক পিতার সন্তান হয়ে বিকারগ্রস্ত হবে কীভাবে। ভাই-ভাইও হও, ভাই-বোনও হও তোমরা। বাবা বুঝিয়েছেন এই দৃষ্টি খুব ধোঁকা দেয়। চোখ ভালো কিছু দেখে তখন মনে ইচ্ছে হয়। যদি চোখ দেখবে না তো তৃষ্ণাও জাগবে না। এই কুদৃষ্টি-কে পরিবর্তন করতে হয়। ভাই-বোন বিকার গ্রস্ত হতে পারে না। কুদৃষ্টি দূর করা উচিত। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের শক্তি চাই। অর্ধকল্প এই চোখ দিয়েই কাজ করেছ, এখন বাবা বলেন এই সমস্ত কাট বা মরিচা উঠবে কীভাবে ? আমরা আত্মারা তো পবিত্র ছিলাম, তাতে মরিচা লেগেছে। বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই বাবার সঙ্গে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। পড়াশোনা দ্বারা নয়, স্মরণের দ্বারা ভালোবাসা বাড়বে। ভারতের হল প্রাচীন যোগ, যার দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়ে নিজ ধাম চলে যাবে। সব ভাইদের নিজ পিতার পরিচয় দিতে হবে। ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী এই জ্ঞানের পরিণাম হল এইরূপ অধঃপতন। এখন বাবা বলেন - ড্রামা অনুসারে তোমাদের পার্ট আছে। রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে। কল্প পূর্বে যে যত পুরুষার্থ করেছে, ততখানি করবে নিশ্চয়ই। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো। এই প্রদর্শনী ইত্যাদি তো অনেক দেখবে। এই হল তোমাদের ঈশ্বরীয় মিশন। এই হল ইনকরপরিয়াল গড ফাদারলী মিশন। তাদের হয় খ্রিস্টান মিশন, বৌদ্ধ মিশন। এই হল ইনকরপরিয়াল গড ফাদারলী মিশন। নিরাকার তো নিশ্চয়ই কোনো দেহে আসবেন, তাইনা। তোমরাও নিরাকার আত্মারা আমার সঙ্গেই বাস করতে তাইনা। এই ড্রামা কেমন, এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই। রাবণের রাজ্যে সবাই বিপরীত বুদ্ধি হয়ে গেছে। এখন বাবার সঙ্গে প্রীতিযুক্ত হতে হবে। তোমরা কথা দিয়েছিলে আমার তো একমাত্র বাবা আর কেউ নয়। নষ্টমোহ হতে হবে। খুব পরিশ্রমের কাজ। এমন যেন ফাঁসিতে ঝুলে থাকার মতন। বাবাকে স্মরণ করা অর্থাৎ ফাঁসিতে ঝুলে থাকা। শরীরের ভান ভুলে আত্মাকে যেতে হবে বাবার স্মরণে। বাবার স্মরণ খুব জরুরী। তা নাহলে মরিচা উঠবে কীভাবে ? বাচ্চাদের মনে খুশী থাকা উচিত - শিববাবা আমাদের পড়ান। কেউ শুনলে বলবে এরা কি বলে ! কারণ তারা তো কৃষ্ণকে ভগবান ভাবে।

বাচ্চারা তোমাদের তো এখন খুব খুশী অনুভব হয় যে, আমরা এখন কৃষ্ণের রাজধানীতে যাই। আমরাও প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে পারি। কৃষ্ণ হলেন ফার্স্ট প্রিন্স। নতুন বাড়িতে থাকে। পরে যে বাচ্চারা জন্ম নেবে তারা তো দেহিতে আসে, তাইনা। জন্ম স্বর্গেই হবে। তোমরাও স্বর্গে প্রিন্স হতে পারো। সবাই তো প্রথম নম্বরে আসবে না। নম্বর অনুযায়ী মালা তৈরি হবে, তাইনা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, খুব পুরুষার্থ করো। এখানে তোমরা এসেছো নর থেকে নারায়ণ হতে। এই কাহিনীও হল সত্যনারায়ণের। সত্যলক্ষ্মীর কাহিনী কখনও শোনোনি হয়তো। ভালোবাসা সবার কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি আছে। কৃষ্ণকেই দোলনায় দোলায়। রাধেকে কেন নয় ? ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী কৃষ্ণের নামই চলে আসছে। তোমাদের সমজিন্স হল রাধে তবুও ভালোবাসা কৃষ্ণের প্রতি থাকে। ড্রামায় এমনই পার্ট রয়েছে। বাচ্চারা সবসময় সবার খুব প্রিয় হয়। পিতা, পুত্রসন্তান দেখে খুব খুশী হবে। পুত্র হলে খুশীর অনুভব তো হবেই, শিশু কন্যা হলে অত খুশীর অনুভূতি হবে না। অনেকে তো কন্যা সন্তানকে মেরে ফেলে। রাবণের রাজ্যে চরিত্রের অনেক তফাৎ হয়ে যায়। গানও গায় - তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন। আমরা হলাম নিগুণ বা গুণহীন। এখন বাবা বলেন পুনরায় গুণযুক্ত হও। এখন তোমরা বুঝেছো আমরা অনেকবার এই বিশ্বের মালিক হয়েছি। এখন আবার হতে হবে। বাচ্চাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। অহো ! শিববাবা আমাদের পড়ান। বসে এই চিন্তন করো। ভগবান আমাদের পড়ান, বাঃ ভাগ্য বাঃ! এমন এমন চিন্তন করে আনন্দে বিভোর হয়ে যাওয়া উচিত। বাঃ ভাগ্য বাঃ! অসীম জগতের বাবাকে আমরা পেয়েছি, আমরা বাবাকেই স্মরণ করি। পবিত্রতা ধারণ করতে হবে। আমরা এই স্বরূপে পরিণত হই, দিব্য গুণ ধারণ করি। এও হল "মন্মান্তব" । বাবা আমাদের এমন রূপ প্রদান করেন। এ

সব হল প্রাক্টিক্যাল অনুভব করার কথা।

বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের পরামর্শ দেন - চার্ট লেখো এবং একাকী স্থানে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলো। এই ব্যাজ নিজে ধারণ করে রাখো। ভগবানের শ্রীমং অনুসারে আমরা এমন স্বরূপে পরিণত হচ্ছি। এনাকে (ব্রহ্মা বাবা) দেখে ওঁনাকে ভালোবাসো। বাবার স্মরণে আমরা এমন স্বরূপ ধারণ করি। বাবা এইসব আপনারই চমৎকার, বাবা আমরা আগে তো জানতাম না যে আপনি আমাদের বিশ্বের মালিক বানাবেন। নবধা ভক্তি অর্থাৎ কঠোর ভক্তিতে দর্শন করার জন্য গলা কাটতে, প্রাণ ত্যাগ করতেও ভয় থাকে না, তখন দর্শন প্রাপ্ত হয়। এমন ভক্তদের মালা আছে। ভক্তদের অনেক মানও আছে। কলিযুগের ভক্ত মানেই তো বাদশাহ। এখন বাচ্চারা তোমাদের অসীম জগতের বাবার সঙ্গে প্রীতি আছে। এক বাবা ব্যতীত অন্য কেউ যেন স্মরণে না থাকে। লাইন একদম ক্লিয়ার থাকা উচিত। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হচ্ছে। এখন আমরা বাবার আদেশ অনুযায়ী পুরোপুরি চলবো। কাম হল মহাশত্রু, এই বিকারের কাছে হারলে চলবে না। হার স্বীকার করে পরে অনুশোচনা করে কি লাভ? একদম হাড়গোর ভেঙে যায়। খুব কঠিন দন্ড ভোগ করতে হয়। মরিচা পরিষ্কার না হয়ে আরও জমা হয়ে যায়। যোগ লাগবেই না। স্মরণে থাকা খুব পরিশ্রমের কাজ। অনেকে গল্প হেঁকে দেয় - আমরা তো বাবার স্মরণে থাকি। বাবা জানেন, থাকতে পারে না। এতে মায়ার বড় বড় ঝড় আসে। স্বপ্ন ইত্যাদি এমন আসবে যে, অস্থির করে দেবে। জ্ঞান তো খুব সহজ। ছোট বাচ্চারাও বুঝিয়ে দেবে। যদিও স্মরণের যাত্রাতেই অনেক সমস্যা। এতো খুশী হয়ো না যে - আমরা তো অনেক সার্ভিস করি। গুপ্তরূপে (স্মরণ করার) নিজের সার্ভিস করতে থাকো। এনার তো খুব নেশা থাকে - আমি শিববাবার একমাত্র সন্তান। বাবা হলেন বিশ্বের রচয়িতা সুতরাং অবশ্যই আমরাও স্বর্গের মালিক হবো। প্রিন্স হবো, এই অনুভবের আন্তরিক খুশী থাকা উচিত। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা যত স্মরণে থাকতে পারো, ততখানি আমি থাকি না। বাবার তো অনেক চিন্তা আছে। বাচ্চাদের কখনও ঈর্ষান্বিতও হওয়া উচিত নয় যে, বাবা ধনী মানুষের খাতির যত্ন কেন করেন। বাবা প্রতিটি বাচ্চার নাড়ি দেখে তার কল্যাণ অর্থে প্রত্যেককে সেই অনুযায়ী চালনা করেন। টিচার জানেন একটি স্টুডেন্টকে কীভাবে পরিচালনা করতে হবে। বাচ্চাদের এই বিষয়ে কোনোরকম সংশয় আসা উচিত নয়। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) একান্তে বসে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আত্মার উপরে যে মরিচা পড়েছে তা পরিষ্কার করার জন্য স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে।

২) কোনও কথায় সংশয় করবে না, ঈর্ষা করবে না। আন্তরিক খুশীর অনুভূতিতে থাকতে হবে। নিজের গুপ্ত সেবা করতে হবে।

বরদান:- বরদান : - সেবা করাকালীন উপরাম স্থিতিতে থেকে যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত সেবাধারী ভব যে সেবাধারী যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হয়, সে সেবা করাকালীন সদা উপরাম থাকে। এমন নয় অনেক বেশি সেবা থাকার জন্য অশরীরী হওয়া যায় না। কিন্তু মনে রাখবে যে আমার সেবা নয়, বাবা দিয়েছেন। তাহলে নির্বন্ধন থাকবে। আমি ট্রাস্টি, আমি বন্ধনমুক্ত, মাঝে মাঝে এমন প্র্যাক্টিস করো। এই সময়ে সব কিছুই হল অতি, এইরূপ অতি-র সময়ে অস্তিম স্টেজ, কর্মাতীত অবস্থার প্র্যাক্টিস করো। যেমন মাঝে-মাঝে সংকল্পের ট্রাফিক কন্ট্রোল করো তেমন ভাবেই অতির সময় অস্তিম স্টেজের অনুভব করো, তবে অস্তিম সময়ে পাস উইথ অনার হতে পারবে।

স্লোগান:- স্লোগান : - শুভ ভাবনা কারণকে নিবারণে পরিবর্তন করে দেয়।

05-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** প্রশ্ন :- এখন বাচ্চারা তোমরা ২১ জন্মের জন্যে অসীম খাজানায় ওজন করার উপযুক্ত হও - কেন ?
- *উত্তর:-** উত্তর :- কারণ বাবা যখন নতুন সৃষ্টি রচনা করেন, তখন তোমরা বাচ্চারা সহযোগী হও। নিজের সবকিছু তাঁর কার্যে সফল করো, তাই বাবা তারই রিটার্নে তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে অসীম খাজানা দিয়ে এমন ওজন করেন যে সেই ধন কখনও শেষ হয় না, দুঃখও আসেনা, অকালে মৃত্যুও হয় না।
- *গীত:-** গীত :- আমায় আশ্রয় দিয়েছেন যিনি

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদের ওম্ শব্দের অর্থ তো বলা হয়েছে। কেউ-কেউ শুধু ওম্ বলে, কিন্তু বলা উচিত "ওম্ শান্তি" । শুধু ওম্ শব্দের অর্থ হল ওম্ ভগবান। ওম্ শান্তির অর্থ হল আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ। আমরা আত্মা, এই আমাদের শরীর। প্রথমে আত্মা, পরে শরীর। আত্মা হলো শান্ত স্বরূপ, আত্মার নিবাস হল শান্তিধাম। যদিও কোনও জঙ্গলে গিয়ে প্রকৃত শান্তি প্রাপ্ত হয় না। প্রকৃত শান্তি একমাত্র তখনই প্রাপ্ত হয় যখন শান্তিধামে যাওয়া হয়। দ্বিতীয় শান্তি কামনা সেখানে করা হয় যেখানে অশান্তি আছে। এই অশান্তির দুঃখধাম বিনাশ হয়ে গেলে শান্তি স্থাপন হয়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারাও শান্তির উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। সেখানে ঘরে, বাইরে রাজধানীতে কোথাও অশান্তি থাকে না। তাকেই বলা হয় শান্তির রাজ্য, এখানে হলো অশান্তির রাজ্য। কারণ এ হলো রাবণ রাজ্য। ওটা হল ঈশ্বরের দ্বারা স্থাপিত রাজ্য। তারপরে দ্বাপর যুগের পরে আসুরিক রাজ্য এসে যায়, অসুরদের রাজ্যে কখনও শান্তি থাকে না। ঘরে, দোকানে, যেখানে সেখানে অশান্তি আর অশান্তি হবে। ৫ বিকার রূপী রাবণ অশান্তি বিস্তার করে। রাবণ কি জিনিস, সে কথা কোনও বিদ্বান পণ্ডিত ইত্যাদি কেউ জানে না। তারা বুঝতে পারেনা যে আমরা প্রতি বছর রাবণ দহন কেন করি। সত্যযুগ-ত্রৈতায় রাবণ থাকে না। ওটা হল দৈবী রাজ্য। ঈশ্বর পিতা দৈবী রাজ্য স্থাপন করেন তোমাদের সাহায্যে। একা তো করেন না। তোমরা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা হলে ঈশ্বরের সহযোগী। এর আগে ছিলে রাবণের সহযোগী। এখন ঈশ্বর এসে সর্বজনের সদগতি করছেন। পবিত্রতা, সুখ, শান্তির স্থাপনা করেন। বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় দুঃখের কথা নেই। কেউ কটু কথা বলেনা, কুখাদ্য খায় না। এখানে তো দেখো অখাদ্য কুখাদ্য খায়। দেখানো হয় গোমাতা কৃষ্ণের খুব প্রিয় ছিল। এমন নয় কৃষ্ণ কোনও গোয়াল ছিলেন, গরুদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। না, সেখানকার এবং এখানকার গরুদের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। স্বর্গের গরু গুলি হয় সত্যপ্রধান অতি সুন্দর। যেমন সুন্দর হয় দেবতা, তেমন সুন্দর হয় স্বর্গের গরু গুলি। দেখে মনে খুশীর অনুভূতি হয়। ওটা হল স্বর্গ। এটা হল নরক। সবাই স্বর্গকে স্মরণ করে। স্বর্গ এবং নরকে রাত-দিনের পার্থক্য আছে। রাত হল অন্ধকার, দিনে হয় আলো। ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ ব্রহ্মাবংশীদেরও দিন হলো। প্রথমে তোমরাও ঘোর অন্ধকারে ছিলে। এই সময় ভক্তির জোর অনেক, মহাত্মা ইত্যাদিদের সোনায়ে ওজন করা হয়। কারণ তারা হল শাস্ত্রের বিদ্বান। তাদের এতখানি প্রভাব কেন হয়েছে ? সে কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। বৃষ্ণে যখন নতুন পাতা বের হয় তখন সত্যপ্রধান থাকে। উপর থেকে নতুন আত্মা এলে অবশ্যই প্রভাব তো থাকবে, তাইনা অল্পকালের জন্যে। সোনা বা হীরা দিয়ে ওজন করা হয়, কিন্তু এই সব তো শেষ হয়ে যাবে। মানুষের কাছে লক্ষ টাকার বাড়ি আছে। তারা ভাবে আমরা খুব ধনী। তোমরা বাচ্চারা জানো এই ধন খুব কম সময়ের জন্যে থাকে। এই সব মাটিতে মিশে যাবে। কারো ধন ধুলায় মিশে যাবে, কারোর ধন রাজা থাকে....। বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাতে যে যা কিছু অর্পণ করে তারা ২১ জন্মের জন্যে হীরে-জহরতের মহল পাবে। এখানে তো কেবল এক জন্মের জন্যে প্রাপ্ত হয়। সেখানে তোমাদের ২১ জন্ম চলবে। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছে শরীর সহ সবই ভস্মীভূত হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সাক্ষাৎকারও হয়। বিনাশ হবে তারপরে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব হবে। তোমরা জানো আমরা নিজের রাজ্য-ভাগ্য পুনরায় স্থাপন করছি। ২১ প্রজন্ম রাজ্য করি তারপরে রাবণের রাজ্য চলে। এখন বাবা আবার এসেছেন। ভক্তি মার্গে সবাই বাবাকেই স্মরণ করে। গানও আছে দুঃখে স্মরণ সবাই করে....। বাবা সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করেন, তখন স্মরণ করার দরকার থাকে না। তুমি মাতা-পিতা এবারে মাতা-পিতা হবে নিজের সন্তানের। এ হল পারলৌকিক মাতা-পিতার কথা। এখন তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছো। স্কুলে বাচ্চারা ভালোভাবে পাস করলে টিচার পুরস্কার দেয়। এখন তোমরা তাকে (ব্রহ্মাকে) কি পুরস্কার দেবে! তোমরা তো নিজের সন্তান বানিয়ে নাও , জাদুকরী করে। দেখানো হয় - কৃষ্ণের মুখে মা দেখেছে মাখনের গোলা। এবারে কৃষ্ণ তো জন্ম নেন সত্যযুগে। কৃষ্ণ তো মাখন ইত্যাদি থাকেন না। উনি হলেন বিশ্বের মালিক। তাহলে এই কথাটি কোন্ কালের কথা ? এই কথাটি হল

বর্তমানের সঙ্গমের কথা। তোমরা জানো আমরা এই দেহ ত্যাগ করে গিয়ে শিশু দেহ ধারণ করবো। বিশ্বের মালিক হবো। দুই খ্রিস্টান নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে আর মাখন প্রাপ্ত হয় বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের। রাজস্ব প্রাপ্ত হয়, তাইনা। যেমন তারা ভারতে যুদ্ধ লাগিয়ে নিজের মাখন খেয়েছিল। খ্রিস্টানদের রাজধানী ছিল তিনের চারভাগে। পরে সেসব ধীরে ধীরে মুক্তি পেয়েছে। সম্পূর্ণ বিশ্বে তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ রাজস্ব করতে পারেনা। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছো। এখন তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক এবং বিশ্বের মালিক হও। বিশ্বে ব্রহ্মান্ড নেই। সূক্ষ্মবতনেও রাজস্ব নেই। সত্যযুগ-ত্রৈতা..... এই চক্র এখানে স্থূলবতনে হয়। ধ্যানে বসে আত্মা কোথাও যায় না। আত্মা বেরিয়ে গেলে তো শরীর শেষ হয়ে যাবে। এই সব হল সাফাংকার, ঋদ্ধি-সিদ্ধি দ্বারা এমন সাফাংকার হয়, যে এখানে বসে বিদেশের পার্লামেন্ট ইত্যাদিও দেখতে পাবে। বাবার হাতে রয়েছে দিব্য দৃষ্টির চাবি। তোমরা এখানে বসে লন্ডন দেখতে পারো। যন্ত্র ইত্যাদি কিছু লাগে না যে কিনতে হবে। ড্রামা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সেই সাফাংকার হয়, যা ড্রামাতে প্রথম থেকেই ফিক্স থাকে। যেমন দেখানো হয়েছে অর্জুনকে ভগবান সাফাংকার করিয়েছেন। ড্রামা অনুযায়ী তার সাফাংকার হওয়া নির্দিষ্ট ছিল। এও ফিক্স ড্রামাতে। কোনও বড় কথা নয়। এই সব ড্রামা অনুযায়ী হয়। কৃষ্ণ হন বিশ্বের প্রিন্স, অর্থাৎ মাখন প্রাপ্ত করেন। এই কথাও কেউ জানেনা যে বিশ্ব কাকে বলে, ব্রহ্মান্ড কাকে বলে। ব্রহ্মাণ্ডে তোমরা আত্মারা বাস করো। সূক্ষ্ম বতনে যাতায়াত সাফাংকার ইত্যাদি এই সময়ে হয় তারপর ৫ হাজার বছর সূক্ষ্ম বতনের নাম থাকে না। বলা হয় ব্রহ্মা দেবতা নমঃ, তারপরে বলা হয় শিব পরমাত্মায় নমঃ, সূতরাং সবচেয়ে উঁচু তাঁরই নাম, তাইনা। তাঁকেই বলা হয় ভগবান। দেবতার হলে মানুষ, দিব্য গুণধারী। যদিও ৪-৮ ভূজাধারী মানুষ হয় না। সেখানেও ২ ভূজধারী মানুষ-ই থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ পবিত্র, অপবিত্রতার কথা নেই। অকালে মৃত্যু কখনও হয় না। সূতরাং বাচ্চারা তোমাদের অনেক খুশীতে থাকা উচিত। আমরা আত্মারা এই শরীর দ্বারা বাবাকে দেখি। দেখতে পায়ই যদিও শরীর, পরমাত্মা অথবা আত্মাকে দেখা যায় না। আত্মা ও পরমাত্মাকে জানতে হয়। দেখবার জন্য দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। অন্য সব বস্তু দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বড় মাপের দেখতে পাবে। রাজধানী বিশাল রূপে দেখতে পাবে। আত্মা হল বিন্দু। বিন্দু দেখে তোমরা কিছুই বুঝবে না। আত্মা তো হল মিহি। অনেক ডাক্তার ইত্যাদি চেষ্টা করেছে আত্মাকে ধরার, কিন্তু কেউ পারেনি। তারা তো সোনা-হীরা দিয়ে ওজন করে। তোমরা জন্ম-জন্মান্তর পদ্মপতি হও। তোমাদের বাইরের প্রদর্শন একটুও থাকে না। সাধারণ ভাবে এই রথে বসে পড়ান। ওনার নাম হল ভাগীরথী। এটা হল পতিত পুরানো রথ, যাতে বাবা এসে উঁচু থেকে উঁচু সার্ভিস করেন। বাবা বলেন আমার তো নিজস্ব শরীর নেই। আমি যে জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর তবে তোমাদের উত্তরাধিকার দেব কীভাবে ! উপর থেকে তো দেব না । তাহলে কি প্রেরণা দ্বারা পড়াবো ? এর জন্য অবশ্যই আসতে হবে, তাইনা। ভক্তিমার্গে পূজা করে, সবাইকে প্রিয় অনুভব হই। গাঙ্গী, নেহেরুদের চিত্র প্রিয় অনুভব হয়, তাই তাদের শরীরকে স্মরণ করে। আত্মা হল অবিনাশী, তারা তো অন্যত্র জন্ম নিয়েছে। যদিও বিনাশী চিত্রকে স্মরণ করে। এ হল ভূতের পূজা, তাইনা। সমাধি নির্মাণ করে তাতে ফুল ইত্যাদি অর্পণ করে। এ হল স্মারক চিহ্ন। শিবের কত মন্দির আছে, সবচেয়ে বড় স্মারক স্থল তো শিবের, তাইনা। সোমনাথ মন্দিরের গায়ন আছে। মহাম্মদ গজনী এসে লুট করেছিল। তোমাদের কাছে অসীম ধনসম্পদ ছিল। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের রক্ত দ্বারা ওজন করেন। নিজেকে ওজন করেন না। আমি এত বিত্তবান হই না, তোমাদেরকে বিত্তশালী করি। তাদেরকে আজ ওজন করে, কাল মারা যায়। ধন কোনও কাজে লাগে না। তোমাদের তো বাবা অসীম খাজানায় এমন ওজন করেন যে ২১ জন্ম পর্যন্ত সাথে থাকবে। যদি শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তবে তো সেখানে দুঃখের নাম নেই, অকালে মৃত্যু নেই। মৃত্যুকেও ভয় পাবে না। এখানে কত ভয় পায়, কান্নাকাটি করে। সেখানে খুব খুশী থাকে - গিয়ে প্রিন্স হবো। জাদুকর, সওদাগর, রত্নাকর এই সব শিব পরমাত্মাকে বলা হয়। তোমাদেরও সাফাংকার করান। এমন প্রিন্স হবে। আজকাল বাবা সাফাংকারের পার্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। ক্ষতি হয়। এখন বাবা জ্ঞানের দ্বারা তোমাদের সদগতি করেন। তোমরা প্রথমে যাবে সুখধাম। এখন তো হলো দুঃখধাম। তোমরা জানো আত্মাই জ্ঞান ধারণ করে, তাই বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মাতেই ভালো বা খারাপ সংস্কার থাকে। শরীরে যদি সংস্কার থাকতো তাহলে শরীরের সাথে সংস্কারও ভস্ম হয়ে যেতো। তোমরা বলো শিববাবা, আমরা আত্মারা এই শরীর দ্বারা পড়াশোনা করি। নতুন কথা, তাইনা। আমরা আত্মা, আমাদের শিববাবা পড়ান। এই কথাটি দূততার সঙ্গে স্মরণ করো। আমরা সবাই আত্মা, তিনি হলেন আমাদের পিতাও, টিচারও । বাবা নিজেই বলেন আমার নিজের শরীর নেই। আমিও আত্মা, কিন্তু আমাকে পরমাত্মা বলা হয়। আত্মাই সবকিছু করে। যদিও শরীরের নাম পরিবর্তন হতে থাকে। আত্মা তো সর্বদাই হয় আত্মা। আমি পরম আত্মা তোমাদের মতন পুনর্জন্মে আসি না। আমার ড্রামাতে পার্ট এমনই। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞান প্রদান করি তাই এনাকে (ব্রহ্মবাবাকে) ভাগ্যশালী রথ বলা হয়। এনাকে পুরানো জুতোও বলা হয়। শিববাবা পুরানো লং বুট পরেছেন। বাবা বলেন, আমি এনার অনেক জন্মের শেষ জন্মে এসে প্রবেশ করেছি। প্রথমে ইনি তৈরী হন তারপর তৎস্বম (তোমরাও সেই রকম হও) । বাবা বলেন তোমরা তো হলে তরুণ । আমার থেকে বেশী পড়াশোনা করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করা উচিত, কিন্তু আমার সঙ্গে তো বাবা আছেন, তাই ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে স্মরণ করি। আমি বাবার সাথে

ঘুমাই, কিন্তু বাবা আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করতে পারেন না। তোমাদেরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে পারেন। তোমরা হলে ভাগ্যশালী, তাইনা। শিববাবা যে শরীরটি লোনে নিয়েছেন তোমরা তাকে আলিঙ্গন করতে পারো। আমি কীভাবে করবো! আমার ভাগ্যে তো তা নেই, তাই তোমরা হলে লাকি স্টার্স এমন গায়ন আছে। সন্তান সর্বদা হয় লাকি অর্থাৎ ভাগ্যশালী। বাবা টাকাপয়সা বাচ্চাদের দেন, সুতরাং তোমরা হলে লাকি। শিববাবাও বলেন তোমরা আমার চেয়েও লাকি, তোমাদেরকে পড়াশোনা করিয়ে বিশ্বের মালিক করি, আমি নিজে হই না। তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হও। আমার কাছে শুধুমাত্র দিব্য দৃষ্টির চাবিকাঠি আছে। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। তোমাদেরকেও মাস্টার জ্ঞানের সাগরে পরিণত করি। তোমরা এই সম্পূর্ণ চক্রের কথা জেনে চক্রবর্তী মহারাজা-মহারানী হও। আমি তো হই না। বৃদ্ধ বয়সে সন্তানদের নামে উইল লিখে নিজে বাণপ্রস্থে গিয়ে অবস্থান করে। আগেকার দিনে এমনটাই হতো। আজকাল তো বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ মোহ থাকে। পারলৌকিক পিতা বলেন বাচ্চারা, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে কাঁটা থেকে ফুল রূপে বিশ্বের মালিক বানিয়ে, অর্ধকল্পের জন্যে সদা সুখী করে আমি বাণপ্রস্থে গিয়ে বসি। এইসব কথা শান্ত্রে লেখা নেই। সাধু সন্ন্যাসীরা শাস্ত্র পাঠ করে। বাবা তো হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি নিজে বলেন এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি সব হল ভক্তি মার্গের সামগ্রী। জ্ঞানের সাগর তো কেবল আমি। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

- ১) এই চোখ দুটি দিয়ে শরীর সহ যা কিছু দেখতে পাও, এই সব ভস্ম হয়ে যাবে। তাই নিজের সব কিছু সফল করতে হবে।
- ২) বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। সদা নিজের ভাগ্যকে স্মরণে রেখে ব্রহ্মান্ড বা বিশ্বের মালিক হতে হবে।

বরদান:- বরদান : - মায়ার রয়্যাল রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত, বিশ্ব জিত, জগৎজিত ভব আমার পুরুষার্থ, আমার আবিষ্কার, আমার সার্ভিস, আমার টাচিং, আমার গুণ ভালো, আমার নির্ণয় শক্তি খুব ভালো, এই আমার আমার ভাবই হল রয়্যাল মায়ার রূপ। মায়া এমন জাদু মন্ত্র দেয় যে সবই তোমার না হয়ে সবই আমার করে দেয়। তাই এখন এমন অনেক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক পিতার সম্বন্ধে এসো, তাহলে মায়াজিত হয়ে যাবে। মায়াজিত-ই প্রকৃতি জিত, বিশ্ব জিত এবং জগৎজিত হয়। তারাই এক সেকেন্ডে অশরীরী ভব - এই নির্দেশটি সহজ ও স্বতঃত কাজে ব্যবহার করতে পারে।

স্লোগান:- স্লোগান : - বিশ্ব পরিবর্তক সে-ই, যে কারো নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করতে পারে।

06-11-20 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে যখন ভালোভাবে জ্ঞান ধারণ হয়ে যায়, তখন কোন্ ভয় কেটে যায় ?
- *উত্তর :- ভক্তিমার্গে যেমন ভয় পায় যে গুরু অভিশাপ না দিয়ে দেয়, এই জ্ঞানমার্গে এসে জ্ঞান ধারণ করার পরে সেই ভয় চলে যায়। কারণ জ্ঞানমার্গে কেউ অভিশাপ দিতে পারে না। রাবণ অভিশাপ দেয়। বাবা তো উত্তরাধিকার দেন। যারা ঋদ্ধি-সিদ্ধি করে, তারাই দুঃখ দেওয়ার জন্য এবং নাজেহাল করার জন্য এইরকম কাজ করে। জ্ঞানমার্গে তোমরা বাচ্চারা সবাইকে সুখ দাও।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা স্বয়ং বসে থেকে মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। সবার আগে তোমরা হলে আত্মা। এই বিষয়ে পুরো নিশ্চিত থাকতে হবে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা পরমধাম থেকে আসি এবং তারপর এখানে শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। আত্মাই বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মানুষ ভাবে যে শরীরটাই ভূমিকা পালন করে। এটাই হলো সবথেকে বড়ো ভুল, যার জন্য কেউই আত্মার ব্যাপারে জানে না। আমরা আত্মারাই এই আগমন-গমনের চক্রে আসা-যাওয়া করি - এই বিষয়টা ভুলে যাওয়ার জন্যই বাবাকে এসে আত্মা-অভিমানী বানাতে হয়। এই কথাটাও কেউ জানে না। বাবা-ই বোঝান যে কিভাবে আত্মা অভিনয় করে। মানুষের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৮৪ জন্ম এবং সর্বনিম্ন একটা কিংবা দুটো জন্ম হতে পারে। আত্মা অবশ্যই পুনর্জন্ম নেয়। তাই এর দ্বারাই বোঝা যায় - যারা অনেকগুলো জন্ম নেয়, তাদেরকে অনেকবার পুনর্জন্ম নিতে হয়। যারা কম জন্ম নেয়, তারা কম পুনর্জন্ম নেয়। যেমন নাটকে কারোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকা থাকে, আবার কারোর অল্প একটু ভূমিকা থাকে। এইসব কথা কোনো মানুষ জানে না। আত্মা তো নিজেকেই জানে না। তাহলে নিজের বাবাকে কিভাবে জানবে। এগুলো সব আত্মার বিষয়। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। কৃষ্ণ তো আত্মাদের পিতা নয়। কৃষ্ণকে নিরাকার বলা যাবে না। তাকে সবাই শরীরধারী বলেই জানে। প্রত্যেক শরীরেই আত্মা রয়েছে। প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই পার্ট ভরা আছে। পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে তোমরা এইসব বিষয় বোঝাতে পারো। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছো যে আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিই। এমন নয় যে আত্মাই পরমাত্মা। না, বাবা বুঝিয়েছেন - আমরা আত্মারাই প্রথমে দেবতা হই। এখন পতিত এবং তমোপ্রধান হয়ে গেছি। এরপর আবার পবিত্র, সতোপ্রধান হতে হবে। যখন এই দুনিয়া পুরাতন হয়ে যায়, তখনই বাবা আসেন। বাবা এসে পুরাতন থেকে নতুন করেন। নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। নতুন দুনিয়ায় তো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মই থাকে। তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয় যে ওরাই আগে কলিযুগে শূদ্র ছিল। এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছে। ব্রাহ্মণ বংশে এসেছে। ব্রাহ্মণ বংশের রাজত্ব থাকে না। তারা কখনো রাজত্ব করে না। এখন ভারতে ব্রাহ্মণদেরও রাজত্ব নেই, শূদ্রদেরও রাজত্ব নেই। এরা কেউই রাজত্ব করে না। ওদের ক্ষেত্রে তাও প্রজাদের ওপরে প্রজাদের রাজত্ব থাকে। কিন্তু তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের কোনো রাজত্ব নেই। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, পড়াশুনা করছ। তোমাদেরকেই বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির পরে সঙ্গমযুগ আসে। অন্য কোনো যুগের মহিমা এই সঙ্গমযুগের মতো নয়। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। সত্যযুগ থেকে ত্রেতায়ুগে আসলে তো দুই কলা কম হয়ে যায়। তাই ওই যুগের আর কি মহিমা করবে। অধঃপতনের জন্য কি মহিমা করা হয় ? কলিযুগকে বলা হয় পুরাতন দুনিয়া। এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হবে। যেখানে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব থাকে। ওরা পুরুষোত্তম ছিল। তারপর কলা কম হতে হতে শূদ্র এবং কনিষ্ঠ বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছে। ওদেরকে প্রস্তুত বুদ্ধি সম্পন্নও বলা হয়। বুদ্ধি এতটাই পাথর হয়ে যায় যে যাদের পূজা করে তাদের জীবনকাহিনীও জানে না। বাচ্চারা যদি বাবার জীবনকাহিনী না জানে, তাহলে উত্তরাধিকার পাবে কিভাবে ? এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার জীবন কাহিনী জেনেছ। তাঁর কাছ থেকে তোমরা উত্তরাধিকার পাচ্ছ। তোমরা অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করছ। বলা হয় - 'তুমি হলে মাতা পিতা, আমরা তোমার বালক...'। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এখানে আসেন। তাই তো তাঁর কাছ থেকে অসীম সুখ পাওয়া যায়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, আমি স্বয়ং এসেছি এবং তোমাদেরকে অসীম সুখ দিচ্ছি। এইসব জ্ঞান বাচ্চাদের বুদ্ধিতে ভালোভাবে থাকতে হবে। তাহলেই তোমরা স্ব-দর্শন চক্রধারী হয়ে যাও। তোমরা এখন জ্ঞানরূপী ত্রিনয়ন পেয়েছ। তোমরা জানো যে আমরাই দেবতা হই। এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছি। কলিযুগের ব্রাহ্মণরাও অবশ্যই রয়েছে। ওই ব্রাহ্মণরা জানে না যে আমাদের এই ধর্ম বা বংশ কবে স্থাপন করা হয়েছিল। কারণ ওরা তো কলিযুগের ব্রাহ্মণ। তোমরা এখন ডাইরেক্ট প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হয়েছ এবং সর্বোত্তম কুলে রয়েছ। স্বয়ং বাবা বসে থেকে তোমাদেরকে শিক্ষাদান, লালন পালন এবং সুসজ্জিত করার সেবা করছেন। তোমরাও ঈশ্বরীয়

সেবায় নিযুক্ত আছি। গড ফাদার বলছেন - আমি সকল বাচ্চার সেবা করার জন্যই এসেছি। বাচ্চাদেরকে সুখের রাস্তা বলে দিচ্ছি। বাবা বলছেন, এখন ঘরে চলো। মানুষ তো মুক্তি পাওয়ার জন্যই ভক্তি করে। তাহলে নিশ্চয়ই জীবনে বন্ধন রয়েছে। বাবা এসে এইসব দুঃখ থেকে মুক্তি দিচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন সবাই গ্রাহি-গ্রাহি করবে। হাহাকারের পরে জয়জয়কার হবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে কতোই না হাহাকার করবে। ইউরোপবাসী যাদব সম্প্রদায়ও রয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে ইউরোপবাসীদের যাদব বলা হয়। দেখানো হয়েছে যে পেট থেকে মুখল বেরিয়েছে, অভিশাপ দিয়েছে। কিন্তু এখানে অভিশাপ দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এটা তো ড্রামা। বাবা উত্তরাধিকার দেন আর রাবণ অভিশাপ দেয়। এটা একটা খেলা যেটা বানানোই আছে। অভিশাপ তো মানুষ দেয়। অনেকে থাকে যারা আবার সেই অভিশাপকে খন্ডন করতে পারে। দুনিয়ার গুরুদেরকে মানুষ তাই ভয় পায় যে কোনো অভিশাপ না দিয়ে দেয়। বাস্তবে এই জ্ঞানমার্গে তো কেউ কোনো অভিশাপ দিতে পারে না। জ্ঞানমার্গে এবং ভক্তিমার্গে অভিশাপ দেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। তবে যারা ঋদ্ধি-সিদ্ধির বিদ্যা শেখে, তারা অভিশাপ দেয়। ওরা মানুষকে খুব দুঃখ দেয়, অনেক রোজগারও করে। কিন্তু যারা প্রকৃত ভক্ত, তারা এইরকম করে না। বাবা বুঝিয়েছেন - সপ্তম শব্দের সঙ্গে পুরুষোত্তম শব্দটা অবশ্যই লেখো। তার সঙ্গে ত্রিমূর্তি এবং প্রজাপিতা শব্দ দুটোও লিখতে হবে। কারণ অনেকের নামই ব্রহ্মা রেখে দেয়। প্রজাপিতা শব্দটা লিখলে বুঝতে পারবে যে ইনি হলেন শরীরধারী প্রজাপিতা। কেবল ব্রহ্মা লিখলে মানুষ সূক্ষ্মবতন নিবাসী ব্রহ্মার কথা ভাবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেই ভগবান বলে দেয়। প্রজাপিতা বললে বোঝাতে পারবে যে প্রজাপিতা তো এখানেই রয়েছেন। তিনি কিভাবে সূক্ষ্মবতনে থাকবেন। দেখানো হয়েছে যে ব্রহ্মার নাভি থেকে বিষ্ণু বেরিয়ে এসেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন সঠিক জ্ঞান পেয়েছ। নাভি ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। কিভাবে ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন এবং বিষ্ণুই ব্রহ্মা হন, সেই পুরো চক্রের জ্ঞান তোমরা এই ছবি দেখিয়ে বোঝাতে পারো। ছবি ছাড়া বোঝাতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়। ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন আবার বিষ্ণুই ব্রহ্মা হন। লক্ষ্মী - নারায়ণ ৮৪ বার জন্ম নেওয়ার পরে ব্রহ্মা - সরস্বতী হন। যখন ভাটি শুরু হয়েছিল, তখন প্রথম থেকেই বাবা নাম দিয়েছিলেন। তারপর অনেকেই চলে গেছে। তাই বাবা বুঝিয়েছেন, ব্রাহ্মণদের কোনো মালা হয় না, কারণ ব্রাহ্মণরা তো পুরুষার্থ করছে। অবস্থা কখনো ভালো হয়, কখনো খারাপ হয়। কখনো আবার গ্রহের দশা লেগে যায়। বাবা তো জহরী ছিলেন। কিভাবে মোতি দিয়ে মালা বানানো হয়, সেই বিষয়ে তাঁর অনুভব রয়েছে। ব্রাহ্মণদের মালা অগ্নিমে তৈরি হয়। আমরা ব্রাহ্মণরাই দিব্যগুণ ধারণ করে দেবতা হই। তারপর আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। নয়তো ৮৪ জন্ম কিভাবে নেব। ৮৪ জন্মের হিসাব থেকেই এটা বোঝা যায়। তোমাদের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে অন্য ধর্মাবলম্বীরা আসে। মালা বানানোর জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। খুব যত্ন করে মোতিগুলোকে টেবিলের ওপরে রাখা হয় যাতে একটুও নড়াচড়া না করে। তারপর সূঁচ দিয়ে গাঁথা হয়। যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে আবার সেটা খুলতে হয়। এটা তো অনেক বড় মালা। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশুনা করছি। বাবা বুঝিয়েছেন, স্লোগানে লেখো - এখানে এসে বুঝে যান যে আমরা কিভাবে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হই। এই চক্রকে জানতে পারলেই আপনি চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবেন। স্বর্গের মালিক হয়ে যাবেন। এইরকম স্লোগান বানিয়ে বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে। বাবা অনেক রকমের উপায় বলে দিচ্ছেন। বাস্তবে তোমরাই হলে মূল্যবান। তোমরাই হিরো - হিরোইনের ভূমিকায় অভিনয় করো। তোমরাই হীরেতুল্য হয়ে যাও, আবার তোমরাই ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমা করে কড়িতুল্য হয়ে যাও। এখন তোমরা হীরের মতো জন্ম পেয়েছ। তাহলে কড়ির পেছনে ছুটছো কেন ? এমন তো নয় যে ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে হবে। বাবা বলছেন - ঘর গৃহস্থ থেকেও কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকো এবং সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান জেনে দিব্যগুণ ধারণ করো। তাহলেই তোমরা হীরের মতো হয়ে যাবে। ৫ হাজার বছর আগে সত্যিসত্যিই ভারত হীরেতুল্য ছিল। এটাই হলো তোমাদের এম অবজেক্ট। লক্ষ্মী - নারায়ণের এই ছবিকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে প্রদর্শনী এবং মিউজিয়ামে অনেক সেবা করতে হবে। উদ্ভূত পন্থায় সেবা না করলে প্রজা বানাবে কিভাবে ? এই জ্ঞান তো অনেকেই শোনে। কিন্তু খুব কমজনেই ভালো পদ পায়। তাদের জন্যই বলা হয় কোটির মধ্যে কয়েকজন। অল্প কয়েকজনই স্কলারশিপ পায়। একটা স্কুলে ৪০ - ৫০ জন বাচ্চার মধ্যে হয়তো একজন স্কলারশিপ পায়। যারা যারা বেশি নম্বর পায়, তাদেরকেই দেওয়া হয়। এখানেও ঐরকম হয়। অনেকেই বেশি নম্বরের মধ্যে আছে। ৮ মুখ্যরত্নের মধ্যেও ক্রম রয়েছে। সবার আগে ওরাই রাজ সিংহাসনে বসবে। তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হবে। লক্ষ্মী নারায়ণের ছবি হলো মুখ্য। ওদের রাজধানী থাকবে। কিন্তু ছবিতে কেবল ওঁদেরকেই দেখানো হয়েছে। এখানে তোমরা জেনেছো যে চিত্র (শরীর) ক্রমাগত বদলে যায়। তাই ছবি রেখে কি লাভ ! নাম, রূপ, দেশ, কাল সবকিছুই বদলে যায়। আমাদের পিতা স্বয়ং বসে থেকে মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী সন্তানদেরকে বোঝাচ্ছেন। আগের কল্পেও বাবা বুঝিয়েছিলেন। এমন নয় যে কৃষ্ণ গোপ-গোপীদেরকে শুনিয়েছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে গোপ, গোপী থাকে না এবং তাদেরকে কোনো জ্ঞানও শোনানো হয় না। সে তো সত্যযুগের রাজকুমার। ওখানে কিভাবে রাজযোগ শেখাবে অথবা পতিতদেরকে পবিত্র করবে ? তোমরা এখন নিজের বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তোমাদের শিক্ষকও হন। স্টুডেন্টরা

কখনোই টিচারকে ভুলে যায় না। সন্তানও বাবাকে ভুলতে পারে না। গুরুকেও কেউ ভোলে না। বাবা তো জন্ম থেকেই থাকে। ৫ বছর পর থেকে শিক্ষককে পাওয়া যায়। তারপর বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরু পাওয়া যায়। জন্ম থেকে গুরু করে তো কোনো লাভ নেই। গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরের দিনই মারা যায়। সেক্ষেত্রে গুরু কি করবে ? গান গাইতে থাকে - সঙ্গুরু ছাড়া গতি নেই। কিন্তু মানুষ সঙ্গুরু না বলে কেবল গুরু বলে দেয়। দুনিয়ায় অনেক গুরু রয়েছে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদের কোনো গুরু করার প্রয়োজন নেই, তোমরা কারোর কাছে কিছু চাইবে না। বলা হয়, চাওয়ার থেকে মরে যাওয়া ভালো। সবাই ভাবে, আমি কিভাবে পরের জন্মেও আমার সম্পত্তি ট্রান্সফার করব। ওরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দান - পূণ্য করলে তার প্রতিদানে এই পুরাতন দুনিয়াতেই ঋণিকের জন্য কিছু পেয়ে যায়। এখানে তোমরা নতুন দুনিয়ায় ২১ জন্মের জন্য ট্রান্সফার করে নাও। তন, মন, ধনকে প্রভুর নিকটে সমর্পণ করতে হয়। কিন্তু তিনি যখন এই দুনিয়ায় আসেন, তখনই সমর্পণ করা যায়। তবে প্রভুকে জানে না বলে সবাই গুরুকেই সেই স্থানে বসিয়ে দেয়। সম্পত্তিও গুরুর নিকটে অর্পণ করে দেয়। কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে সবকিছুই গুরুকে দিয়ে দেয়। কিন্তু আজকাল তো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেও কেউ দান করে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, আমি হলাম দীনবন্ধু। তাই আমি ভারতেই আসি। এসে তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিই। ডাইরেক্ট আর ইন্ডাইরেক্ট-এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। ওরা তো কিছুই জানে না। কেবল বলে দেয় যে আমি ঈশ্বরকে অর্পণ করেছি। সবাই অবোধ। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন বোঝানো হয়েছে, তাই তোমরা অবোধ থেকে বুদ্ধিমান হয়েছ। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে বাবা কামাল করে দেন। অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে নিশ্চয়ই সীমাহীন উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। কেবল এই দাদার মাধ্যমেই তোমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও। দাদাও ওনার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিচ্ছেন। উত্তরাধিকার কেবল একজনই দেন। তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি এনার অনেক জন্মের অস্তিত্বে এসে প্রবেশ করি এবং পবিত্র বানাই। তারপর ইনি এইরকম ফরিস্তা হয়ে যান। ব্যাচ দেখিয়েও তোমরা খুব ভালোভাবে সেবা করতে পারো। তোমাদের এই ব্যাচগুলোর অর্থ রয়েছে। এই ছবিগুলো তো জীবনদায়ী। কেউই এগুলোর মূল্য বোঝে না। বাবা সবসময় বড় জিনিস পছন্দ করেন যাতে দূর থেকেই কেউ পড়তে পারে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) বাবার কাছ থেকে সীমাহীন উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য নিজের তন, মন, ধন ডাইরেক্ট ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে বুদ্ধিমান হতে হবে। নিজের সবকিছু ২১ জন্মের জন্য ট্রান্সফার করে নিতে হবে।

২) বাবা যেমন শিক্ষাদান, লালন পালন এবং সুসজ্জিত করার সেবা করেন, সেইরকম বাবার সমান সেবা করতে হবে। জীবনের বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে সবাইকে মুক্ত জীবনে নিয়ে যেতে হবে।

বরদানঃ বরদান :- সকল সম্পত্তির সাশ্রয়ের বাজেট বানিয়ে সূক্ষ্ম পুরুষার্থী ভব যেমন লৌকিক পরিবারে সাশ্রয় না করলে ঠিকমতো চলা যায় না, সেইরকম নিমিত্ত বাচ্চা যদি সাশ্রয় না করে তাহলে সেন্টারও সঠিকভাবে চলতে পারে না। ওটা হলো সীমিত পরিবার, আর এটা হচ্ছে সীমাহীন পরিবার। সুতরাং নিরীক্ষণ করে দেখতে হবে যে সংকল্প, বাণী এবং শক্তিগুলোর মধ্যে কি-কি এক্সট্রা খরচ করছি ? যে, সকল সম্পত্তির সাশ্রয়ের বাজেট বানিয়ে, সেই অনুসারে এগিয়ে যায়, তাকেই সূক্ষ্ম পুরুষার্থী বলা হয়। তার সংকল্প, বাণী, কর্ম এবং জ্ঞানের কোনো শক্তিরই অপচয় হয় না।

স্লোগানঃ স্লোগান :- স্নেহের সম্পত্তিতে বিতণালী হয়ে সবাইকে স্নেহ দাও আর স্নেহ নাও।

07-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- প্রশ্ন :- রাবণের অভিশাপ কখন লাগে, শাপগ্রস্ত হওয়ার চিহ্ন কি ?

*উত্তর:- উত্তর :- যখন তোমরা দেহ- অভিমानी হও তখন রাবণের অভিশাপ লাগে । অভিশাপ গ্রস্ত আত্মারা কাণ্ডাল বিকারী হতে থাকে, নীচে নেমে যেতে থাকে। এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য দেহী-অভিমानी হতে হবে। নিজের দৃষ্টি বৃত্তিকে পবিত্র করে তুলতে হবে।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছেন। এটা তো বোঝো যে সকলে তো ৮৪ জন্ম গ্রহণ করবে না। তোমরাই সর্বপ্রথমে সত্যযুগ ইত্যাদিতে পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলে। ভারতে প্রথমে পূজ্য দেবী-দেবতা ধর্মেরই রাজ্য ছিলো। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো তো অবশ্যই ডিনায়েস্টি হবে। রাজ-পরিবারের বন্ধু-পরিজনও থাকবে। প্রজাও হবে। এটা হলো যেন এক কাহিনী। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এদের রাজ্য ছিলো - এটা স্মৃতিতে চলে আসে। ভারতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিলো। এটা অসীম জগতের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, যাকে একমাত্র নলেজফুল বলা যায়। নলেজ কোন্ জিনিসের ? মানুষ মনে করে তিনি হলেন সকলের ভিতরকে, কর্ম বিকর্মকে জানেন। কিন্তু বাবা এখন বোঝান - প্রতিটি আত্মার নিজ-নিজ পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। সকল আত্মা পরমধামে থাকে। আত্মার মধ্যে সমস্ত পার্ট ভরা থাকে। রেডি হয়ে বসে থাকে যেন গিয়ে কর্মক্ষেত্রে নিজের পার্ট পালন করবে। এটাও তোমরা বোঝো যে আমরা আত্মারা সব কিছু করি। আত্মাই বলে এটা হলো টক, এটা হলো নোনতা। আত্মাই বুঝতে পারে - আমরা এখন বিকারী, পাপ আত্মা। স্বভাব হলো আসুরিক। আত্মাই এখানে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে শরীর ধারণ করে সমগ্র ভূমিকা পালন করে। তাই এটা সুনিশ্চিত করা উচিত, তাই না ! আমরা আত্মারাই সব কিছু করি। এখন বাবার সাথে মিলিত হয়েছি, আবার ৫ হাজার বছর পরে মিলিত হবো। এটাও বুঝতে পারো পূজ্য আর পূজারী, পবিত্র আর পতিত হতে থেকেছি। যখন পূজ্য হয় তো কেউ পতিত হতে পারে না। যখন পূজারী হয় তখন কেউ পবিত্র থাকতে পারে না। সত্যযুগে হলোই পবিত্র পূজ্য। যখন দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন সকলেই পতিত পূজারী হয়। শিববাবা বলেন- দেখো শঙ্করাচার্যও হলো আমার পূজারী। আমাকে পূজা করে। শিবের চিত্র কারোর কাছে হীরের, কারোর কাছে সোনার, কারোর কাছে রূপার হয়। এখন যে পূজা করে, সেই পূজারীকে তো পূজ্য বলা যায় না। সমগ্র দুনিয়াতে এই সময় একজনও পূজ্য হতে পারে না। পূজ্য পবিত্র হয় তারপর অপবিত্র হয়। পবিত্র হয় নূতন দুনিয়াতে। পবিত্রই পূজিত হয়। যেমন কুমারী যখন পবিত্র থাকে তো পূজার যোগ্য থাকে, অপবিত্র হলে সকলের সামনে মাথা নত করতে হয়। পূজার কতো সামগ্রী হয়। যেখানেই প্রদর্শনী, মিউজিয়াম ইত্যাদি খুললে, উপরে ত্রিমূর্তি শিব অবশ্যই চাই। নীচে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এইম্ অবজেক্ট। আমরা এই পূজ্য দেবী- দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছি। সেখানে আবার আর কোনো ধর্ম থাকে না। তোমরা বোঝাতে পারো, প্রদর্শনীতে তো ভাষণ ইত্যাদি করতে পারবে না। বোঝানোর জন্য আবার আলাদা ব্যবস্থা থাকা উচিত। মুখ্য ব্যাপারই হলো এই যে, আমরা ভারতবাসীদের খুশীর খবর শোনাই। আমরা এই রাজ্য স্থাপনা করছি। এটা ডিটি ডিনায়েস্টি ছিলো, এখন নেই, আবার এর স্থাপনা হচ্ছে আর সব বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগে যখন এই এক ধর্ম ছিলো তো অনেক ধর্ম ছিলো না। এখন এই অনেক ধর্ম মিলেমিশে এক হয়ে যাবে, সেটা তো হতে পারে না। তারা আসেই একে অপরের পিছনে আর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম তা প্রায় বিলুপ্ত। এমন কেউ নেই যে, নিজেকে দেবী-দেবতা ধর্মের বলতে পারে। একে বলাই হয়ে থাকে ভিসস ওয়ার্ল্ড(পাপের দুনিয়া)। তোমরা বলতে পারো - আমরা আপনাদের খুশীর খবর শোনাচ্ছি - শিববাবা ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড স্থাপন করছেন। আমরা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মা কুমার-কুমারী ! সর্বপ্রথম তো আমরা হলাম ভাই-ভাই, তারপর রচনা হলে তো অবশ্যই ভাই-বোন হবো। সকলে বলে - বাবা আমরা আপনার বাচ্চা হই বলে ভাই-বোনের ক্রিমিনাল আই(কুদৃষ্টি) যেতে পারে না। এই অস্তিম জন্ম পবিত্র হতে হবে, তবেই পবিত্র বিশ্বের মালিক হতে পারবে। তোমরা জানো যে, গতি-সঙ্গতি দাতা হলেনই একমাত্র বাবা। পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন করে অবশ্যই নূতন দুনিয়ার স্থাপন হতে হবে। সেটা তো ভগবানই করবেন। এখন সেই নূতন দুনিয়া কীভাবে ক্রিয়েট করেন, এটা তোমরা বাচ্চারাই জানো। এখন পুরানো দুনিয়াও আছে, এটা কোথাও শেষ হয়নি। চিত্রতেও আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। এটা হল ঐনার অনেক জন্মের শেষের জন্ম। ব্রহ্মার যুগল নেই, ব্রহ্মার তো হলো অ্যাডাপশন। বোঝানোর জন্য অকাট্য যুক্তি চাই। শিববাবা ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের আপন করেন। শরীরে প্রবেশ করে, তাই তো বলে - হে আত্মারা তোমরা হলে আমার সন্তান । আত্মারা তো আছেই, আবার ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি রচনা হলে তো অবশ্যই ব্রহ্মা কুমার-কুমারী হবে, তাই না !

তো বোন-ভাই হয়ে গেল। অন্য দৃষ্টি চলে যায়। আমরা শিববার থেকে পবিত্র হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। রাবণের থেকে আমাদের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। এখন আমরা দেহী-অভিমানী হচ্ছি বলে বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। দেহ-অভিমানী হওয়ার ফলে রাবণের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। অভিশাপ প্রাপ্ত হলে নীচে নামতে থাকে। এখন তো ভারত অভিশাপ গ্রস্ত ! ভারতকে এতো কাণ্ডাল বিকারী কে করেছে ? কারোর তো অভিশাপ আছে নিশ্চয়ই। এটা হলো রাবণ রূপী মায়ার অভিশাপ। প্রতি বছর রাবণকে জ্বালিয়ে দেয় তো অবশ্যই শত্রুই হবে ! ধর্মের মধ্যেই শক্তি নিহিত থাকে। এখন আমরা দেবতা ধর্মের হচ্ছি। বাবা হলেন নূতন ধর্মের স্থাপনা করার নিমিত্ত। কতো শক্তি সম্পন্ন ধর্ম স্থাপন করেন। আমরা বাবার থেকে শক্তি গ্রহণ করি, সমগ্র বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত করি। স্মরণের যাত্রাতেই শক্তি প্রাপ্ত হয় আর বিকর্ম বিনাশ হয়। তাই এটাও এক পোস্টার লিখে দেওয়া উচিত। আমরা খুশীর খবর শোনাচ্ছি। এখন এই ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে যাকে হেভেন, স্বর্গ বলে। এমন বড় বড় শব্দে লিখে দাও। বাবা রায় দেন- সবচেয়ে মুখ্য হলো এইটা। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও বসে আছেন। আমরা অর্থাৎ ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরা শ্রীমত অনুযায়ী এই কার্য করছি। ব্রহ্মার মত নয়, শ্রীমত হলোই পরমপিতা পরমাত্মা শিবের, যিনি হলেন সকলের পিতা। একমাত্র বাবা এক ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ করেন। রাজযোগ শিখে এরকম হয়। আমরাও এই রকম হচ্ছি। আমরা অসীম জগতের সন্ধ্যাস করেছি, কারণ জানি যে - এই পুরানো দুনিয়া ভস্ম হয়ে যাবে। যেমন পার্থিব জগতের পিতা নূতন গৃহ তৈরী করলে পুরানোর প্রতি মায়া-মমতা চলে যায়। বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এখন তোমাদের জন্য নূতন দুনিয়া স্থাপন করছি। তোমরা অধ্যয়ন করোই নূতন দুনিয়ার জন্য। অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা এই সঙ্গমেই হয়ে থাকে। লড়াই বাঁধবে, ন্যাচারাল ক্যালেমিটিসও (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) আসবে। সত্যযুগে যখন এদের রাজত্ব ছিলো তখন আর অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। বাকী সব কোথায় ছিলো ? এই নলেজ বুদ্ধিতে রাখতে হবে। এমন না যে এই নলেজ বুদ্ধিতে রাখলে অন্য কোনো কাজ করবে না, কত কিছুর খেয়াল রাখে। চিঠি লেখা, পড়াশুনা করা, বাড়ীর খেয়াল রাখা, তাও বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। বাবাকে স্মরণ না করলে তবে কীভাবে বিকর্ম বিনাশ হবে।

বাম্ভারা, এখন তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে, তোমরা অর্ধ-কল্পের জন্য পূজ্য হচ্ছে। অর্ধ-কল্প হলো পূজারী তমোপ্রধান আবার অর্ধ-কল্প পূজ্য সতোপ্রধান হয়। আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ-যুক্ত হলেই পারশ হয়। স্মরণ করতে-করতে আয়রণ এজ থেকে গোল্ডেন এজে চলে যাবে। পতিত-পাবন একজনকেই বলা হয়। ক্রমশ এগোলে তোমাদের আওয়াজ বের হবে। এটা তো হলো সব ধর্মের জন্য। তোমরা বলেও থাকো - বাবা বলেন, পতিত-পাবন হলো আমিই। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এছাড়া সবাই হিসাপত্র চুকিয়ে দিয়ে যাবে। কখনো যদি মুহ্যমান হয়ে পড়ো তবে জিজ্ঞাসা করতে পারো। সত্যযুগে হয়েই থাকে সামান্য জনসংখ্যা। এখন তো অনেক ধর্ম আছে। অবশ্যই হিসাবপত্র চুকিয়ে ফেলে ওইরকম হবে, যেমন ছিলো। ডিটেলে যাবো কেন! জানা আছে যে প্রত্যেকে এসে নিজের-নিজের ভূমিকা পালন করবে। এখন সকলকে ফিরে যেতে হবে। কারণ এই সব সত্যযুগে ছিলই না। বাবা আসেনই এক ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ করতে। এখন নূতন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। অবশ্যই আবার সত্যযুগ আসবে, অবশ্যই চক্র আবর্তিত হবে। এ সব বিষয়ে টু মাচ বিশদে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, মূল কথা হলো আমরা সতোপ্রধান হলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো। কুমারীদের তো এতে লেগে পড়তে হবে, কুমারীদের উপার্জন মা - বাবা খায় না। কিন্তু আজকাল মানুষের লোভ বেড়ে গেছে বলে কুমারীদেরও উপার্জন করতে হয়। তোমরা বুঝতে পারো এখন পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। আমরা হলো রাজযোগী, বাবার থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে।

এখন তোমরা পান্ডব সেনার হয়েছো। নিজের উপার্জন করতে করতেও খেয়াল রাখতে হবে, আমরা গিয়ে সকলকে রাস্তা বলে দেবো। যত করবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। বাবার থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারো - এই অবস্থায় মরে গেলে আমি কোন্ পদ প্রাপ্ত করবো ? বাবা সাথে সাথে বলে দেবেন। সার্ভিস না করলে সাধারণ ঘরে গিয়ে জন্ম নেবে, আবার এসে জ্ঞান নেবে - সে তো হলো মুশকিল, কারণ ছোটো বাচ্চা এতো জ্ঞান তো ধারণ করতে পারবে না। বোঝো, বাকি ৩ - ৪ বছর থাকলে তবে কি পড়াশুনা করতে পারবে ? বাবা বলে দেবেন তোমরা গিয়ে কোনো স্ক্রিয়ার কুলে জন্ম নেবে। শেষের দিকে ডবল রাজমুকুট প্রাপ্ত হবে। স্বর্গের ফুল(সম্পূর্ণ) সুখ আশ্বাদন করতে পারবে না। যারা ফুল সার্ভিস করবে, অধ্যয়ন করবে তারাই ফুল সুখ আশ্বাদন করবে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এই আশাই রাখতে হবে - এখন না হতে পারলে তো কোনো কল্পে হতে পারা যাবে না। প্রত্যেকে নিজেকে জানতে পারে, আমি কত মার্কস পেয়ে পাশ করবো। সব জানতে পেরেও বলা হয় ভবিষ্যৎ। ভিতরে-ভিতরে দুঃখ হবে, তাই না ! বসে বসে আমার কি হয়ে গেল! বসে বসে মানুষ মরেও যায়, সেইজন্য বাবা বলেন বিশ্রাম করো না। পুরুষার্থ করে পতিত থেকে পবিত্র হতে থাকো, রাস্তা বলতে থাকো। কোনো মিত্র-পরিজন ইত্যাদি থাকলে তাদের উপর সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। দেখতে পাওয়া যায় এই বিকার ছাড়া, ঘৃণ্য

থাওয়ার ছাড়া থাকতে পারে না, তবুও বোঝাতে থাকা উচিত। না মানলে বুঝবে আমাদের কুলের নয়। প্রচেষ্টা করে বাপেরবাড়ী, শ্বশুরবাড়ীর কল্যাণ করতে হবে। এমন আচরণ যেন না হয় যে বলবে এ তো আমাদের সাথে কথাও বলে না, মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। না, সবার সাথে জুড়ে থাকতে হবে। খুবই দয়ালু হয়ে থাকতে হবে। আমরা সুখের দিকে যাচ্ছি যখন অন্যান্যদেরও রাস্তা বলবো। অন্ধের লাঠি তো হলে তোমরা, তাই না ! গাইতে থাকে, অন্ধের লাঠি তুমি। চোখ তো সকলের আছে, তবুও ডাকে, কারণ জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। শান্তি-সুখের রাস্তা বলে দিতে পারেন একমাত্র বাবা। এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। আগে কি আর বুঝতে ! ভক্তি মার্গে কতো মন্ত্র জপ করে। রাম-রাম করতে করতে মাছকে খাওয়ায়, পিঁপড়েকে খাওয়ায়। এখন জ্ঞান মার্গে তো কিছুই করার দরকার নেই। পাখী তো অনেকই মরে যায়। একবার ঝড় হলেই কতো মরে যায়। ন্যাচারাল ক্যালামিটিস তো এখন খুবই জোরে আসবে। এই রিহাসার্সল হতে থাকবে। এই সবার বিনাশ হতেই হবে। ভিতরে-ভিতরে মনে হতে থাকে এখন আমি স্বর্গে যাবো। সেখানে নিজের ফাস্ট ক্লাস মহল তৈরী করবো। যেমন পূর্ব কল্পে তৈরী করেছিলাম। তৈরী করবে, তবে তারাই করবে যারা পূর্ব কল্পে তৈরী করেছিল। ঐ সময় সেই বুদ্ধি এসে যাবে। ওর চিন্তা এখন কেন করবে, এর থেকে তো বাবার স্মরণে থাকো। স্মরণের যাত্রাকে ভুলো না। মহল তো তৈরী হবেই পূর্ব কল্পের মতোন। কিন্তু এখন স্মরণের যাত্রাতে বিরতি বন্ধ রাখতে হবে আর খুবই খুশিতে থাকতে হবে যে আমাদের বাবা, টিচার, সঙ্কর প্রাপ্ত হয়েছে। এই খুশীতে তো রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। তোমরা জানো যে আমরা এসেছিই অমরপুরীর মালিক হতে। এই খুশী স্থায়ী থাকা উচিত। এখানে থাকলে তবে আবার ২১ জন্ম সেটা স্থায়ী হয়ে যাবে। অনেককে মনে করাতে থাকবে, তবে নিজেরও স্মরণ বাড়বে। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে, এই অপবিত্র দুনিয়াতে আগুণ লাগবে। তোমরা ব্রাহ্মণদেরই এই খেয়াল আছে - এই সমগ্র দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। সত্যযুগে এ'সব কিছুই মনে পড়বে না। এখন হলো অন্ত, তোমরা স্মরণের জন্য পুরুষার্থ করছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থে আলস্য যেন না আসে। মিত্র-পরিজন সকলের প্রতি করুণা রেখে বোঝাতে হবে, ছেড়ে দিতে নেই।

২) এমন আচরণ করা উচিত নয় যাতে কেউ বলতে পারে ইনি তো মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। দয়ালু হয়ে সকলের কল্যাণ করতে হবে আর সমস্ত খেয়াল ত্যাগ করে এক বাবার স্মরণেই থাকতে হবে।

***বরদানঃ-** বরদান : - অন্তলীন করার শক্তি দ্বারা রঙ-কেও(ভুলকেও) রাইট অর্থাৎ সঠিক করতে সক্ষম বিশ্ব পরিবর্তক ভব

অপরের ভুলকে দেখে নিজে ভুল ক'রো না। যদি কেউ ভুল করতে থাকে তো আমি রাইট-এ থাকবো, তার সঙ্গের প্রভাবে আসবো না। যারা প্রভাবিত হয় তাদের মধ্যে অলসতা এসে যায়। প্রত্যেকে একটি দায়িত্ব তুলে নাও যে, আমি রাইটের পথেই থাকবো। যদি কেউ রঙ করতে থাকে তবে সেই সময় অন্তলীন করার শক্তিকে ইয়ুজ করো। কারোর ভুল নোট করার পরিবর্তে তাকে সহযোগের নোট দাও অর্থাৎ সহযোগের দ্বারা তাকে ভরপুর করে দাও। তবেই বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য সহজ হয়ে যাবে।

***স্লোগানঃ-** স্লোগান : - নিরন্তর যোগী হতে হলে সীমিত 'আমি' আর 'আমার আমার' ভাবকে অসীমিত ভাবে পরিবর্তিত করে দাও।

"ঈশ্বরীয় স্নেহ - জীবন পরিবর্তনের ফাউন্ডেশন"

আজ স্নেহের সাগর তাঁর স্নেহী বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। বাবা আর বাচ্চাদের স্নেহ বিশ্বকে স্নেহের সূত্রে বাঁধছে। যখন স্নেহের সাগর আর স্নেহ সম্পন্ন নদী গুলির মেলা হয়, তখন স্নেহ পূর্ণ নদীও বাবা সম মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে যায়। সেইজন্য বিশ্বের আত্মারা স্নেহের অনুভবের দ্বারা স্বতঃতই সমীপে আগত হচ্ছে। পবিত্র ভালোবাসা বা ঈশ্বরীয় পরিবারের ভালোবাসার দ্বারা একেবারেই এ বিষয়ে অজানা এইরূপ আত্মারাই হোক কিম্বা দীর্ঘ সময় ধরে পরিবারের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত পাথর সম হয়ে যাওয়া আত্মারাই হোক না কেন, এমন পাথর সম আত্মারাও ঈশ্বরীয় পরিবারের স্নেহের পরশে গলে জল হয়ে যায়। এটাই হল ঈশ্বরীয় পরিবারের ভালোবাসার কামাল। যতই নিজেকে সরিয়ে নিতে চাক না কেন, কিন্তু ঈশ্বরীয় ভালোবাসা চুষকের মতো স্বতঃতই তাদেরকে সমীপে নিয়ে আসে। একেই বলা হয় ঈশ্বরীয় স্নেহের প্রত্যক্ষ ফল। যতই কেউ নিজেকে ভিন্ন মত পথের মনে করে থাকুক, ঈশ্বরীয় স্নেহ সহযোগী বানিয়ে 'নিজেদের মধ্যে এক হয়ে' অগ্রসর হওয়ার সূত্রে আবদ্ধ করে দেয়। এরূপ অনুভব করেছ তো তোমরা, তাই না!

স্নেহ প্রথমে সহযোগী বানায়, সহযোগী বানাতে বানাতে স্বতঃতই সময় মতো সকলকে সহজযোগীও বানিয়ে তোলে। সহযোগী হওয়ার লক্ষণ হল - আজ সহযোগী, কাল সহজ-যোগী হয়ে উঠবে। ঈশ্বরীয় স্নেহ হল পরিবর্তনের ফাউন্ডেশন (ভিত) বা জীবন পরিবর্তনের বীজ স্বরূপ। যে আত্মাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় স্নেহের অনুভূতির বীজ পড়ে যায়, এই বীজ সহযোগী হয়ে ওঠার বৃক্ষকে স্বাভাবিকভাবেই তৈরী করতে থাকবে এবং সময় মতো তার মধ্যে সহজযোগী হয়ে ওঠার ফল দেখা দেবে। কেননা পরিবর্তনের বীজ ফল অবশ্যই দেখায়। কেবল কোনো ফল তাড়াতাড়ি বের হয়, কোনো ফল সময় মতো নির্গত হয়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখো, তোমরা হলে মাস্টার স্নেহের সাগর, বিশ্ব - সেবাধারী বাচ্চারা, তোমরা কোন্ কার্য করছো? সবাই তোমরা বিশ্বে ঈশ্বরীয় পরিবারের স্নেহের বীজ বপন করছো। যেখানেই তোমরা যাও - কোনো নাস্তিক কিম্বা আস্তিক, বাবাকে তারা যদি নাও জানে বা নাও মানে কিন্তু তারা এটা অবশ্যই অনুভব করে যে, এমন ঈশ্বরীয় পরিবারের ভালোবাসা যা তোমরা শিববংশী ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীদের থেকে তারা পায়, এ আর কোনো স্থান থেকেই পাওয়া যায় না। আর এও তারা মানে যে, এই স্নেহ বা ভালবাসা সাধারণ নয়। এ হল অলৌকিক ভালবাসা বা ঈশ্বরীয় স্নেহ। তো ইন-ডাইরেক্ট নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে গেল না! এ হল ঈশ্বরীয় ভালোবাসা। তো এটা কোথা থেকে এল? কিরণ সূর্যকে স্বতঃতই প্রমাণিত করে দেয়। ঈশ্বরীয় ভালোবাসা, অলৌকিক স্নেহ, নিঃস্বার্থ স্নেহ স্বতঃতই দাতা বাবাকেই প্রমাণিত করে। ইন-ডাইরেক্ট ঈশ্বরীয় স্নেহের দ্বারা স্নেহের সাগর বাবার সাথে তাদের সম্বন্ধ জুড়ে যায়। কিন্তু তারা তা জানে না। কেননা বীজ প্রথমে গুপ্ত থাকে, বৃক্ষ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তো ঈশ্বরীয় স্নেহের বীজ সকলকে সহযোগী তথা সহজযোগী, প্রত্যক্ষ রূপে সময়ানুসারে প্রত্যক্ষ করচ্ছে এবং করাতে থাকবে। তো সকলেই ঈশ্বরীয় স্নেহের বীজ বপন করবার সেবা করেছো। সহযোগী বানানোর শুদ্ধ ভাবনা আর শুভ কামনার বিশেষ দুটি পাতাও প্রত্যক্ষ করা গেছে। এখন সেই কান্ড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে প্রত্যক্ষ ফল দেখাবে। বাপদাদা সকল বাচ্চাদের ভ্যারাইটি (ভিন্ন ভিন্ন) প্রকারের সেবাকে দেখে প্রফুল্লিত হন। ভাষণকারী বাচ্চারাই হোক বা স্থূল সেবায় রত বাচ্চারা - সকলের সহযোগের সেবার দ্বারা সফলতার ফল প্রাপ্ত হয়। তোমরা যারা পাহারা দিচ্ছ কিম্বা বাসনপত্র সামলাচ্ছ, পাঁচটি আগুলের দ্বারাই যেমন যে কোনও কাজকে শ্রেষ্ঠ রূপ প্রদান করা সম্ভব হয়, বড় বড় কাজও সহজেই হয়ে যেতে পারে, তেমনই এক একজন ব্রাহ্মণ বাচ্চার সহযোগের দ্বারা যতখানি ভাবা হয়েছিল যে, এই রকম এই রকম হবে, সেই ভাবনাকে ছাপিয়ে গিয়ে হাজার গুণ অধিক সহজে কার্য সম্পাদিত হয়ে গেছে। কতখানি কামাল বল তো সকলের! যারাই কার্যে সহযোগী হয়েছ - পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে হোক বা টেবিল পরিষ্কার যারা করেছ, প্রত্যেকের সহযোগের রেজাল্ট (পরিণাম/ফলাফল) হল সফলতা। এই সংগঠনের শক্তি হল মহান। বাপদাদা দেখছিলেন কেবলমাত্র মধুবনে আগত বাচ্চারাই নয়, যারা সাকারে উপস্থিত ছিল না, চতুর্দিকের ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের, তা দেশের হোক কিম্বা বিদেশের - সকলের মনের শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার সহযোগ ছিল। এই সকল আত্মাদের শুভ ভাবনা, শুভ কামনার কেল্লা আত্মাদেরকে পরিবর্তন করে নেয়। নিমিত্ত শক্তিরাত্ত ছিল, পান্ডবরাত্ত ছিল, নিমিত্ত সেবাধারী বিশেষ ভাবে সকল কার্যে নিমিত্ত হয়েই থাকেন। কিন্তু বায়ুমন্ডলের কেল্লা সকলের সহযোগিতার দ্বারাই প্রস্তুত হয়। নিমিত্ত হওয়া বাচ্চাদেরকে বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কিন্তু সবচেয়ে অধিক অভিনন্দন বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন। বাবাকে বাচ্চারা অভিনন্দন কী দিয়ে জানাবে? কেননা বাবা তো অব্যক্ত হয়ে গেছেন। ব্যক্ততে বাচ্চাদেরকে নিমিত্ত বানিয়েছেন। সেইজন্য বাপদাদা সর্বদা বাচ্চাদের গীত গেয়ে থাকেন।

তোমরা বাবার গীত গাও, বাবা তোমাদের গীত গান। তোমরা যা কিছু করেছে, খুব ভালো করেছে। ভাষণ যারা করেছে তারা খুব সুন্দর ভাষণ দিয়েছে। যারা স্টেজ সাজিয়েছে, তারা খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়েছে আর বিশেষ যোগযুক্ত ভোজন যারা বানিয়েছে, খাবার পরিবেশন যারা করেছে, সঙ্কি যারা কেটেছে...। প্রথমে ফাউন্ডেশন তো সঙ্কি কাটা। সঙ্কি না কাটা হলে ভোজন কীভাবে তৈরী হবে ? সকল ডিপার্টমেন্টের (সর্ব প্রকারের) অলরাউন্ডার সেবার নিমিত্ত থেকেছে। আগেও বলেছি না - যারা পরিষ্কার বা সাফাই করে, তারা যদি তা না করে, তাহলেও সেবা সম্পূর্ণতা পাবে না। এক একজনের চেহারা যদি ঈশ্বরীয় স্নেহ সম্পন্ন না হত, তবে সেবা কীভাবে সফলতা লাভ করত ? প্রত্যেকে যে যে কার্য সম্পাদন করেছে, স্নেহ পূর্ণ ভাবেই করেছে। সেইজন্য তাদের মধ্যেও স্নেহের বীজ পড়েছে। উৎসাহ - উদ্দীপনা ছিল। বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও স্নেহের সূত্রের কারণে একতারই কথা বলে গেলেন তারা। এটা বায়ুমন্ডলের ছত্রছায়ায় বিশেষত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছে। বায়ুমন্ডল ছত্রছায়া হয়ে ওঠে। তো ছত্রছায়ায় ভিতরে হওয়ার কারণে যেমন সংস্কারেরই হোন না কেন, স্নেহের প্রভাব সমায়ািত হয়ে ছিল। সকলের অনেক অনেক দায়িত্বভার ছিল। সকলেই সেবা করেছে। তারা হয়ত ভিন্ন কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বলতে পারেননি। তার কারণ হল বায়ুমন্ডল। মনে মনে অন্য কিছু হয়ত ভেবেছিলেন কিন্তু মুখ থেকে সে'সব প্রকাশিতই হল না, কারণ তোমাদের সকলের জীবনের পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখে তাদের মধ্যেও পরিবর্তনের প্রেরণা স্বতঃতই আসছিল। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও তো তোমরা দেখলে। তাই না ! শাস্ত্রের প্রমাণের থেকেও বড় প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সামনে আর সকল প্রমাণ সমায়ািত হয়ে যায়। এই হল সেবার রেজাল্ট। এখনও সেই স্নেহের সহযোগের বিশেষত্বের দ্বারা আরও সমীপে আনতে থাকবে, তবে অন্যরাও সহযোগের দ্বারা অগ্রসর হতে থাকবে। তথাপি প্রত্যক্ষতার আওয়াজ জোরালো হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্তা সমূহের সহযোগিতা প্রাপ্ত হবে। বিশেষ ভাবে সত্তা সমূহ মিলিত ভাবে যখন আওয়াজ জোরালো করবে তখনই প্রত্যক্ষতার পর্দা বিশ্বের সামনে উন্মোচিত হবে। বর্তমান সময়ে তোমরা সেবার যে প্ল্যান বানিয়েছে, সে তো এরই জন্য বানিয়েছে, তাই না ! সকল উইঙ্গ এর অর্থাৎ সকল সত্তার সকলে যখন সম্পর্কে আসবে, সহযোগে আসবে, স্নেহতে আসবে, তখনই তারা সম্বন্ধে এসে সহযোগী হয়ে যাবে। কোনো সত্তা যদি সহযোগে না আসে, তবে সকলের সহযোগিতার যে কার্য রয়েছে, তা সফল কীভাবে হবে ? এখন ফাউন্ডেশন পড়েছে বিশেষ সত্তার। ধর্ম সত্তা দ্বারা ফাউন্ডেশন সূচিত হল। স্নেহের প্রভাব দেখলে, তাই না ! লোকে তোমাদেরকে বলত না - এই যে এত এত সংখ্যায় জড়ো হচ্ছে, এদেরকে কীভাবে ডেকে নিয়ে আসো তোমরা ? লোকেরা আশ্চর্য হয়ে যেত এই ভেবে, তাই না ! কিন্তু ঈশ্বরীয় স্নেহের সূত্র একটা তো ছিল, তাই না ! সেইজন্য মতের বিবিধতা থাকলেও সহযোগী হওয়ার ভাবনা একটাই ছিল। ঠিক তেমনই এখন সকল সত্তা গুলিকে সহযোগী বানাও। হচ্ছেও, কিন্তু আরও সমীপ, সহযোগী বানাতে থাকো। কেননা এখন গোল্ডেন জুবিলী (সুবর্ণ জয়ন্তী) সমাপ্ত হল, তো এখন থেকে প্রত্যক্ষতার সময় এসে গেল। ডায়মন্ড জুবিলী অর্থাৎ প্রত্যক্ষতার স্লোগান জোরালো করা। তো এই বছর থেকে প্রত্যক্ষতার পর্দা এখন উন্মোচিত হওয়া শুরু হয়েছে। একদিকে বিদেশের দ্বারা ভারতে প্রত্যক্ষতা হয়েছে, অন্যদিকে নিমিত্ত মহামন্ডলেশ্বরদের দ্বারা কার্যকে শ্রেষ্ঠত্বের সফলতা। বিদেশে ইউনাইটেড নেশন (U. N.) নিমিত্ত হয়েছে। তারাও অনেক স্বনামধন্য, ভারতেও নামকরা সব ধর্ম সত্য রয়েছে। তো ধর্মসত্তাধারী ধর্ম-আত্মাদের দ্বারা প্রত্যক্ষতা হওয়া - এটাই হল প্রত্যক্ষতার পর্দা উন্মোচিত হওয়ার সূচনা। অর্থাৎ পর্দা খোলা শুরু হয়েছে। বিদেশের বাচ্চারা যে কার্যের জন্য নিমিত্ত হয়েছে, সেটাও বিশেষ কার্য ছিল। প্রত্যক্ষতার বিশেষ কার্যে এই কার্যের কারণে তারা নিমিত্ত হয়ে গেছে। অতএব বাপদাদা বিদেশের বাচ্চাদেরকে এই অস্তিম প্রত্যক্ষতার হীরো পার্টে নিমিত্ত হওয়ার সেবার বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ভারতে আলোড়ন তো ফেলে দিতে পেরেছে, তাই না ! সকলের কানে আওয়াজ পৌঁছে গেছে। এখন বিদেশের জোরালো আওয়াজ ভারতের কুস্কর্গদের জাগানোর নিমিত্ত তো হয়ে গেছে। কিন্তু এখন কেবল আওয়াজ গেছে, এখন আরো জাগাতে হবে, ওঠাতে হবে। এখন কেবল কান পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছেছে। ঘুমন্ত মানুষের কানে আওয়াজ গেলে সে কেবল একটু নড়েচড়ে ওঠে। সোরগোল তো ফেলতে হবে, তাই না ! তো ওইটুকুই হয়েছে। সোরগোলের মধ্যে একটু জেগেছে, ভাবছে কিছু একটা হচ্ছে। জাগলে তবেই জোরদার আওয়াজ শুরু করবে। তবুও পূর্বের তুলনায় এখন আওয়াজ একটু জোরালো হয়েছে। এইরকম কামাল তখনই হবে, যখন সকল সত্তাধারীরা একত্রে স্টেজে গিয়ে স্নেহের মিলন করবে। সকল সত্তার আত্মাদের দ্বারা ঈশ্বরীয় কার্যের প্রত্যক্ষতার যাতে সূচনা হলে তখন প্রত্যক্ষতার পর্দা সম্পূর্ণ খুলবে। সেইজন্য, এখন যে প্রোগ্রাম বানাচ্ছ, তাতে এই লক্ষ্য রেখছ যে, সকল সত্তার স্নেহ - মিলন যাতে হয়। সকল উইঙ্গের স্নেহ - মিলন তো হতেই পারে। যেমন সাধারণ সাধুদের আমন্ত্রণ জানানো কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু এই মহামন্ডলেশ্বরদেরকে তোমরা আমন্ত্রণ দিয়েছ ! শংকরাচার্য যদি উপস্থিত থাকতেন তবে এই সংগঠনের শোভা আরও বৃদ্ধি পেত। কিন্তু তার সেই ভাগ্য এখন জাগবে। ভিতরে ভিতরে তো তবুও তিনি সহযোগী আছেনই। পরিশ্রম বাচ্চারা ভালোই করেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের মতামতের কথাও মাথায় রাখতে হয়। সেইদিনও আসবে যখন সকল সত্তাধারীরা মিলে বলবে - শ্রেষ্ঠ সত্তা, ঈশ্বরীয় সত্তা, আধ্যাত্মিক সত্তা হল একমাত্র পরমাত্মা - সত্তাই। তার জন্য দীর্ঘকালীন প্ল্যান নিয়েছ তোমরা, তাই না ! এতটা সময় এইজন্যই পেয়েছ, যাতে সকলকে স্নেহের সূত্রে

বেঁধে সমীপে আনতে পারে। এই স্নেহ চুম্বক হয়ে যাবে, যাতে সবাই একসাথে সংগঠনের রূপে বাবার স্টেজে পৌঁছাতে পারে। এইরূপ প্ল্যান বানিয়েছ, তাই না ! আচ্ছা !

সেবাধারীদের সেবার প্রত্যক্ষ ফলও প্রাপ্ত হয়েছে। এখন নতুন বাচ্চাদের নম্বর, তাই না ! তোমরা বাপদাদার সাথে মিলিত হতে হতে এখন বাণপ্রস্থ অবস্থায় পৌঁছে গেছ। এখন তোমাদের ছোট ছোট ভাই বোনদের টার্ন দিচ্ছ তোমরা। ইচ্ছা তো সকলের বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। তখন কী করবে ? অন্যদেরকে সুযোগ দেওয়াও নিজেও তৃপ্তির অনুভব করা। কেননা পুরানোরা তো নিজেরা অনুভাবী, প্রাপ্তি স্বরূপ। তো প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মারা সর্বদা অন্যদের প্রতি শুভ ভাবনা রাখে, অন্যদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করে। নাকি মনে করো আমরা তো আগে পেয়ে নিই ! এতেও নিঃস্বার্থ হতে হবে। সুবুদ্ধিসম্পন্ন তোমরা। আদি - মধ্য - অন্তকে তোমরা বোঝো। সময়কে বোঝো। প্রকৃতির প্রভাবেও তোমরা বোঝো। ড্রামার পার্টকে তোমরা বোঝো। বাপদাদাও সর্বদাই বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে চান। যখন বাচ্চারা মিলিত হতে চায়, তার আগে বাপদাদা চান, তখন বাচ্চারাও চায়। কিন্তু বাবারও সময়কে এবং প্রকৃতিকেও দেখতে হয়। বাবা যখন এই দুনিয়াতে আসেন তখন দুনিয়ার সব বিষয় গুলিকে দেখতে হয়। যখন এ সবার থেকে দূরে অব্যক্ত লোকে থাকেন, তখন সেখানে তো জলের, সময়ের, থাকবার স্থানের বা অন্য কোনো সমস্যাই সেখানে নেই। গুজরাট পাশেই রয়েছে। তাই এর ফল তো কিছুটা ওরা নিতে পারে। "যথা আঞ্জা"র ("হা জী") পার্ট পাকা তাদের আর যেখানেই থাকার স্থান মিলে যায়, তারা সেখানেই থেকে যায়। সকল পরিস্থিতিতে খুশীতে থাকার বিশেষত্ব রয়েছে তাদের। গুজরাটেও ভালো সেবা হচ্ছে। সেবার উৎসাহ - উদ্দীপনা নিজেকেও নির্বিল্ল বানায়, অন্যদেরও কল্যাণ করতে থাকে। সেবা ভাবের সফলতা রয়েছে। সেবা ভাব-এ যদি 'অহম্ ভাব' এসে গেল, তবে সেটাকে সেবা-ভাব বলা যাবে না। সেবা ভাব সফলতা প্রদান করে। অহম্ - ভাব যদি মিস্ত্রড হয়ে যায়, তবে পরিশ্রমও বেশী করতে হয়। সময়ও বেশী যায়। তারপর নিজেরও সন্তুষ্টতা আসে না। সেবা - ভাব যে সব বাচ্চাদের আছে, তারা নিজেরাও এগিয়ে যায় আর অন্যদেরকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। সর্বদাই উদ্ভৃতি কলার অনুভব করে। সাহসও ভালো রাখে তারা। যেখানে সাহস আছে, সেখানে বাপদাদার সহায়তাও সকল কার্যে সব সময়ই রয়েছে।

মহারথী হলই মহাদানী। যে সব মহারথী সেবার উদ্দেশ্যে এসেছে, তারা মহাদানী, বরদানী, তাই তো ? অন্যদেরকে সুযোগ দেওয়া - এটাও হল মহাদান, বরদান। সময় যেইরূপ সেই অনুযায়ী ভূমিকাও পালন করার বিষয়েও সকল হারানিধি বাচ্চাই সব সময়ই সহযোগী থেকেছে এবং থাকবে। ইচ্ছা তো থাকবেই, কেননা এ হল শুভ ইচ্ছা। কিন্তু তাকে আড়াল করে নিতে জানে। সেইজন্যই সকলে সদা সন্তুষ্ট।

বাপদাদাও চান যে, এক একজন বাচ্চার সাথে মিলিত হতে আর তাতে যেন সময়ের কোনো সীমা না থাকে। কিন্তু তোমাদের দুনিয়াতে এই সকল সীমা গুলিকেও দেখতে হয়। নইলে এক একজন বিশেষ রত্নের মহিমা বাপদাদা যদি গাইতে থাকেন, তবে তো কতো বড় হয়ে যাবে। এক একজন বাচ্চার বিশেষত্বের তো এক একটি গানই তৈরী করে ফেলা যাবে। কিন্তু... সেইজন্যই তো বলছি বতনে এসো, যেখানে কোনো কিছুই কোনো সীমা নেই। আচ্ছা।

সদা ঈশ্বরীয় স্নেহে সমায়িত থাকা, সর্বদা প্রতিটি সেকেন্ডে সকলের সহযোগী হয়ে যাওয়া, সদা প্রত্যক্ষতার পর্দাকে উন্মোচিত করে বাবাকে বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষকারী সদা সকল আত্মাদেরকে প্রত্যক্ষ - প্রমাণ - স্বরূপ হয়ে আকর্ষণকারী, সদা বাবা এবং সকলের সকল কার্যে সহযোগী হয়ে একটিই নামকে প্রসিদ্ধকারী, এমন বিশ্বের ইষ্ট বাচ্চাদেরকে বিশ্বের বিশেষ বাচ্চাদেরকে বাপদাদার অতি স্নেহ সম্পন্ন স্মরণের স্নেহ-সুমন। তার সাথে সাথে সকল দেশ বিদেশের বাবার সামনে পৌঁছে যাওয়া বাচ্চাদেরকে সেবার জন্য অভিনন্দনের সাথে সাথে বিশেষ স্মরণের স্নেহ-সুমন গ্রহণ করো।

বরদানঃ নলেজফুলের বিশেষত্বের দ্বারা সংস্কার গুলির সংঘাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা কমল পুষ্প সম স্বতন্ত্র আর সাক্ষী ভব
সংস্কার তো অস্তিম সময় পর্যন্ত কারো দাসী তো কারো রাজা হয়ে থাকবে। সংস্কার বদলানোর জন্য অপেক্ষা করবে না। বরং আমার উপরে কারো কোনো প্রভাব যেন না পড়ে। কেননা এক তো প্রত্যেকের সংস্কার আলাদা, দ্বিতীয়তঃ মায়ার রূপ নিয়েও আসে। সেইজন্য যে কোনো বিষয়ের সমাধান মর্যাদার গভীর মধ্যে থেকে করো। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার থাকলেও যাতে সংঘাত না বাঁধে, তার জন্য নলেজফুল হয়ে কমল পুষ্প সম স্বতন্ত্র এবং সাক্ষী হয়ে থাকো।

স্লোগানঃ জোর জবরদস্তি কিম্বা পরিশ্রমের পরিবর্তে মনোরঞ্জনর সাথে পুরুষার্থ করো।

09-11-2020 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- গুণের ধারণাও হতে থাকবে আর চাল-চলনও সংশোধিত হতে থাকবে, তার সহজ বিধি কী ?
- *উত্তর:- বাবা যা বুঝিয়েছেন -- তা অন্যদের বোঝাও। জ্ঞান-ধন দান করা, তবেই গুণের ধারণাও সহজ হতে থাকবে। চাল-চলনও শুধরে যেতে থাকবে। যাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকে না, জ্ঞান-ধন দান করে না, তারা হলো অপয়া। তারা শুধু-শুধুই নিজেদের ক্ষতি করে।
- *গীত:- শৈশবের দিন ভুলে যেও না / আজ হাসি কাল রোদন কোরো না

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এই গান শুনেছে, অর্থও সঠিকভাবে বুঝেছে। আমরা হলাম আত্মা আর অসীম জগতের পিতার সন্তান -- এটা ভুলে যেও না। এখনই বাবার স্মরণে প্রফুল্লিত হয়, এখনই আবার স্মরণ ভুলে গিয়ে দুঃখী হয়ে পড়ে। এখনই জীবিত হয়ে যাও, আবার এখনই মৃত-প্রায় হয়ে পড়ে অর্থাৎ এখনই অসীম জগতের পিতার হয়ে যাও, আবার এখনই লৌকিক পরিবারের দিকে চলে যাও। তাই বাবা বলেন -- আজ হাসছো কাল ক্রন্দন কোরো না। এটাই হলো গানের অর্থ। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে -- অনেক মানুষ শান্তির জন্য ধাক্কা খেতে থাকে। তীর্থযাত্রায় যায়। এমনও নয় যে, ধাক্কা খেলে কিছু শান্তি পাওয়া যায়। এ হলো একটিই সঙ্গমযুগ যখন বাবা এসে বোঝান। সর্বপ্রথমে নিজেকে চেনো। আত্মাই হলো শান্ত-স্বরূপ। নিবাসস্থলও হলো শান্তিধাম। এখানে এলে অবশ্যই তখন কর্ম করতে হয়। যখন শান্তিধামে রয়েছে তখন শান্ত। সত্যযুগেও শান্তি থাকে। সুখও রয়েছে, শান্তিও রয়েছে। শান্তিধামকে সুখধাম বলবে না। যেখানে সুখ আছে তাকে সুখধাম, যেখানে দুঃখ আছে তাকে দুঃখধাম বলা হবে। এসব কথা তোমরা বুঝতে পারছো। এসব জানানোর জন্য কাউকে সামনা-সামনিই বোঝাতে হবে। প্রদর্শনীতে যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দেওয়া উচিত। তাদের বোঝানো হয় যে, আমাদের পিতা একজনই। তিনিই গীতার ভগবান। বাকি সব হলো আত্মা। আত্মা শরীর পরিত্যাগ এবং ধারণ করে। শরীরের নামও বদল হয়ে যায়। আত্মার নাম পরিবর্তন হয় না। বাচ্চারা, তাই তোমরা বোঝাতে পারো -- অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা সুখের দুনিয়া(সৃষ্টি) স্থাপন করেন। বাবা দুঃখের দুনিয়া রচনা করবেন এমন তো হতে পারে না। ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তাই না! চিত্রও রয়েছে -- তোমরা বলো যে, এরকম সুখের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে এটা তোমাদের কল্পনা তখন তাদের একদম ছেড়ে দেওয়া উচিত। কল্পনা মনে করা মানুষ কিছুই বুঝবে না। তোমাদের সময় অতি মূল্যবান। সমগ্র এই দুনিয়ায় তোমাদের মতন মহা মূল্যবান সময় আর কারোর-ই নেই। বড়-বড়(গন্যমান্য) ব্যক্তিদের সময়ের মূল্য অনেক। বাবারও সময়ের মূল্য অনেক। বাবা বুঝিয়ে-বুঝিয়ে কি থেকে কি বানিয়ে দেন। বাচ্চারা, তাই বাবা তোমাদেরকেই বলেন -- তোমরা নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট কোরো না। জ্ঞান পাত্র দেখেই দিতে হবে। পাত্রকে বোঝানো উচিত -- সব বাচ্চারা তো বুঝতে পারবে না, এত বুদ্ধি নেই যে বুঝবে। সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না বুঝবে যে আমাদের অর্থাৎ আমাদের পিতা হলেন শিব ততক্ষণ পর্যন্ত আগের কিছুই বুঝতে পারবে না। অতি প্রেম-পূর্বক, নম্রভাবে বুঝিয়ে রওনা করে দেওয়া উচিত, কারণ আসুরীয় সম্প্রদায় ঝগড়া করতে দেরী করবে না। গভর্নমেন্ট স্টুডেন্টদের কত মহিমা করে। তাদের জন্য কত কিছুর প্রবন্ধ করে। কলেজের স্টুডেন্টরাই সর্বপ্রথমে পাথর মারতে শুরু করে। উদ্দীপনা থাকে, তাই না! বৃদ্ধরা অথবা মায়েরা তো এতটা জোরপূর্বক পাথর ছুড়তে পারে না। বেশীরভাগ সময় স্টুডেন্টদেরই কলরোল হয়। তাদেরই লড়াই-এর জন্য তৈরী করা হয়। এখন বাবা আমাদের বোঝান যে --- তোমরা উল্টো হয়ে গেছো। নিজেদের আত্মার পরিবর্তে শরীর মনে করে নাও। এখন বাবা তোমাদের সিধা করছেন। রাত-দিনের কত পার্থক্য হয়ে যায়। সোজা হওয়ার জন্য তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। এখন তোমরা বোঝ যে -- অর্ধেক কল্প আমরা উল্টো ছিলাম। এখন বাবা আমাদের অর্ধেক কল্পের জন্য সিধা করছেন। আল্লাহ'র (ঈশ্বরের) সন্তান হয়ে গেলে বিশ্বের অবিনাশী রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। রাবণ উল্টো অর্থাৎ বিকারী করে দিলে কলা, কায়া(শরীর) সব নষ্ট হয়ে যায় তখন অধঃপতনে যেতে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্যকে জেনেছো। তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে। যদিও শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে তথাপি সময় তো অনেক পাও। কেউ জিজ্ঞাসা করার মতো নেই, কাজ না থাকলে বাবার স্মরণে বসে পড়া উচিত। ওসব হলো স্বল্পকালের উপার্জন আর এ হলো তোমাদের সদাকালের জন্য উপার্জন। এখানে অনেক বেশী করে অ্যাটেনশন দিতে হবে। মায়া প্রতি মুহূর্তে মনকে অন্যদিকে নিয়ে যায়। এ তো হবেই। মায়া ভুলিয়ে দিতে থাকবে। এর উপর একটি নাটকও দেখানো হয় -- প্রভু এরকম বলে আবার মায়াও এরকম বলে। বাবা

বাচ্চাদের বোঝান যে, "মামেকম্ স্মরণ করো", এতেই বিঘ্ন ঘটে। আর কোনো বিষয়ে এত বাধাবিঘ্ন আসে না। পবিত্রতা রক্ষার জন্য কত মার খায়। ভগবত্ ইত্যাদিতে এইসময়ের গায়নই রয়েছে। পুতনা সূৰ্পনখাও রয়েছে, এসব হলো এ'সময়ের কথা, যখন বাবা এসে পবিত্র করেন। উৎসবাদিও যাকিছু পালন করা হয়, যা পাস্ট(অতীতে) হয়ে গেছে, সেগুলোর উৎসবই পুনরায় পালিত হয়। অতীতের মহিমাই করতে থাকে। রামরাজ্যের মহিমা করে, কারণ তা অতিবাহিত হয়ে গেছে। যেমন যীশুখ্রীস্ট প্রমুখেরা এসেছিল, তারা ধর্মস্থাপন করে চলে গেছে। তিথি-তারিখও লিখে দেয়, পুনরায় তাদের জন্মদিন পালিত হয়। ভক্তিমার্গেও এই রীতিনীতি(কাজকর্ম) অর্ধেক কল্প চলে। সত্যযুগে এ'সব হয় না। এই দুনিয়াই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এ'কথাও তোমাদের মধ্যে অতি অল্পজনই রয়েছে যারা বোঝে। বাবা বুঝিয়েছেন -- সমস্ত আত্মাদের শেষে ফিরে যেতে হবে। সব আত্মারাই শরীর পরিত্যাগ করে চলে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে -- আর বাকি অল্পদিন রয়েছে। এখন পুনরায় এ'সব বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। সত্যযুগে কেবল আমরাই আসব। সব আত্মারা তো আসবে না। যারা কল্প-পূর্বে এসেছিল তারাই নশ্বরের ক্রমানুযায়ী আসবে। তারাই ভালভাবে পড়েও আর পড়ায়ও। যারা ভালভাবে পড়ে তারাই নশ্বরের ক্রমানুযায়ী ট্রান্সফার হয়। তোমরাও ট্রান্সফার হয়ে যাও। তোমাদের বুদ্ধি জানে যে, আত্মারা সব নশ্বরের ক্রমানুসারে ওখানে শান্তিধামে গিয়ে বসবে, পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারেই আসতে থাকবে। তবুও বাবা বলেন, মূলকথা হলো বাবার পরিচয় দেওয়া। বাবার নাম সদাই মুখে যেন থাকে। আত্মা কি ? পরমাত্মা কি ? দুনিয়ায় কেউ জানে না। যদিও গায় যে, ক্রকুটির মধ্যস্থলে জ্বল-জ্বল করছে আজব নক্ষত্র..... এরচেয়ে বেশী কিছু জানে না। তাও আবার এই জ্ঞান অতি অল্পসংখ্যকের বুদ্ধিতেই রয়েছে। প্রতিমুহূর্তে ভুলে যায়। সর্বপ্রথমে বোঝাতে হবে যে, বাবা-ই পতিত-পাবন। উত্তরাধিকারও দেন, রাজার-রাজাও(শাহেনশাহ) বানিয়ে দেন। তোমাদের কাছে গানও রয়েছে -- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ..... ভক্তিমার্গে যে রাস্তার দিকে সকলে তাকিয়ে থাকতো। দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয় অবশেষে বাবা এসে রাস্তা বলে দেন। একে বিনাশের সময়ও বলা হয়। আসুরীয় বন্ধনের সমস্ত হিসেব-নিকেশ চুক্ত করে অবশেষে ফিরে চলে যায়। ৮৪ জন্মের ভূমিকা তোমরা জানো। এই ভূমিকা পালন চলতেই থাকে। শিব-জয়ন্তী যখন পালন করা হয় তখন অবশ্যই তিনি এসেছিলেন। অবশ্যই কিছু করেছিলেন। তিনি নতুন দুনিয়া তৈরী করেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ মালিক ছিলেন, এখন আর নেই। একথা তোমরাই বোঝাতে পারো। বাবা পুনরায় রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই রাজযোগই শিখিয়েছিলেন। তোমরা ছাড়া আর কারোর মুখ থেকেই এ'কথা শুনতে পারা যাবে না। তোমরাই বোঝাতে পারো। শিববাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। 'শিবোহম্'-এর উচ্চারণ(জপ) যে করা হয়, সেও ভুল। বাবা এখন তোমাদের বুঝিয়েছেন -- তোমরাই আবর্তন করে এখন ব্রাহ্মণকুল থেকে দেবকুলে আসো। 'আমরাই ব্রাহ্মণ তথা আমরাই দেবতা' -- এর অর্থও তোমরাই বোঝাতে পারো। এখন আমরা ব্রাহ্মণ, এ হলো ৮৪-র চক্র। এ কোনো মন্ত্র জপ করা নয়। বুদ্ধিতে এর অর্থ থাকা উচিত। এও সেকেন্ডের কথা। যেমন বীজ আর বৃক্ষ -- সেকেন্ডে সমস্তকিছু মনে পড়ে যায়। তেমনই 'আমরাই তথা...' -- এই রহস্যও সেকেন্ডে স্মরণে চলে আসে। আমরা এমনভাবে আবর্তন করি যাকে স্বদর্শন-চক্রও বলা হয়ে থাকে। তোমরা কাউকে বলা আমরা স্বদর্শন-চক্রধারী তখন কেউই মানবে না। তারা বলবে, এ'সব তো এরা নিজেদের পদবী রাখে। পরে তোমরা বোঝাবে যে, আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নিই। এই চক্র আবর্তিত হয়। আত্মা ৮৪ জন্মের দর্শনলাভ করে, একেই স্বদর্শন-চক্রধারী বলা হয়। প্রথমে তো শুনে আশ্চর্য (চমক লাগা) হয়ে যায়। এরা এ'সব কি গল্প বলছে ! যখন তোমরা বাবার পরিচয় দেবে তখন তাদের আর গল্প মনে হবে না। বাবাকে স্মরণ করে। গায়নও করে -- বাবা, তুমি এলে আমরা তোমার হয়ে যাবো(সমর্পিত)। কেবলমাত্র তোমায় স্মরণ করবো। বাবা বলেন -- তোমরা বলতে তাই না! এখন পুনরায় তোমাদের স্মরণ করাই। নষ্টমোহ হয়ে যাও। এই দেহ থেকেও নষ্টমোহ হয়ে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এমন মধুর বচন সকলেরই পছন্দ হবে। বাবার পরিচয় না পেলে তখন কোনো না কোনো বিষয়ে সংশয় ওঠাতে থাকবে, তাই প্রথমে তো ২-৩টি চিত্র সম্মুখে রাখো, যারমধ্যে বাবার পরিচয় রয়েছে। বাবার পরিচয় পেলে উত্তরাধিকারও পেয়ে যাবে। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের রাজার-রাজা বানাই। এই চিত্র তৈরী করো। দ্বিমুকুটধারী রাজাদের সম্মুখে সিঙ্গেল মুকুটধারী মাথা নত করে। 'আমরাই পূজ্য আমরাই পূজারী'-র রহস্য বুদ্ধিতে এসে যায়। প্রথমে বাবার পূজা করে তারপর নিজেরই চিত্রকে বসে পূজা করে। যারা পবিত্র হয়ে চলে গেছে তাদের চিত্র তৈরী করে বসে পূজা করে। এই জ্ঞানও তোমরা এখনই পেয়েছো। পূর্বে তো ভগবানের উদ্দেশ্যই বলে দিত যে, 'আমরাই পূজ্য আমরাই পূজারী'। এখন তোমাদের বোঝানো হয়েছে -- তোমরাই এই চক্রতে আসো। বুদ্ধিতে যেন এই জ্ঞান সদাই থাকে আর পরে তা বোঝাতেও হবে। ধনদান করলে তা শেষ হয়ে যায় না..... যারা ধনদান করে না তাদের অপয়া বলা হয়। বাবা যা বুঝিয়েছেন তা পুনরায় অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। যদি না বোঝাও তবে শুধু-শুধুই নিজের ক্ষতি করে দেবে। গুণও ধারণ হবে না। চাল-চলনও এমন হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তো নিজেকে বুঝতে পারে, তাই না! তোমরা এখন বোধ-বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছো। বাকি সকলেই বোধ-বুদ্ধিহীন। তোমরা সবকিছু জানো। বাবা বলেন, এইদিকে দৈবী-সম্প্রদায়, ওইদিকে আসুরীয় সম্প্রদায়। বুদ্ধি দ্বারা তোমরা জেনেছো যে, আমরা সঙ্গমযুগে রয়েছি। একই ঘরে

একজন সঙ্গমযুগের, এক কলিযুগের, দুজনেই একসঙ্গে থাকে। যখন দেখা যায় যে, হংস মৎস্য হওয়ার যোগ্য নয় তখন যুক্তি রচনা করা হয়। তা নাহলে বিঘ্ন ঘটতে থাকবে। নিজ-সম তৈরী করার প্রচেষ্টা করতে হবে। তা নাহলে বিরক্ত করতে থাকবে তখন যুক্তি-যুক্তভাবে কিনারা করে নিতে হবে অর্থাৎ সরে যেতে হবে। বিঘ্ন তো ঘটবেই। এমন জ্ঞান তো তোমরাই দাও। মিষ্টিও হতে হবে। নষ্টমোহও হতে হবে। এক বিকার পরিত্যাগ করলে আবার আরেক বিকার অশান্তি করে। তখন মনে করা যে, যাকিছু হচ্ছে তা পূর্ব কল্পের মতোই। এমন মনে করে শান্ত থাকতে হবে। ভবিষ্যৎ মনে করা হয়। ভাল-ভাল সমঝদার বাচ্চাদেরও পতন ঘটে। সজোরে থাপ্পড় খায়। তখন বলা হয় যে, কল্প-পূর্বেও নিশ্চয়ই এমন চড় খেয়েছিল। প্রত্যেকেই নিজের অন্তরকে বুঝতে পারে। লেখেও যে, বাবা আমরা ক্রোধ করে ফেলেছি। অমুককে মেরেছি, এটা ভুল হয়েছে। বাবা বুঝিয়ে বলেন -- যতটা সম্ভব নিজেকে কন্ট্রোল করো। কেমন-কেমন মানুষ আছে, অবলাদের উপর কত অত্যাচার করে। পুরুষ বলবান হয়, স্ত্রী অবলা হয়। বাবা পুনরায় তোমাদের এই গুপ্ত লড়াই শেখাচ্ছেন, যার দ্বারা তোমরা রাবণের উপর বিজয়প্রাপ্ত করো। এই লড়াই কারোর বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের মধ্যেও নম্রতার ক্রমানুসারেই বুঝতে পারে। এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা। তোমরা এখন অধ্যয়ন করছো -- সুখধামের জন্য। এটাও এখনই স্মরণে রয়েছে পরে ভুলে যাবে। মূল কথাই হলো স্মরণের যাত্রা। স্মরণের দ্বারাই আমরা পবিত্র হয়ে যাব। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) কিছু হলেও তা ভবিষ্যৎ মনে করে শান্ত থাকতে হবে। ক্রোধ করা উচিত নয়। যতখানি সম্ভব নিজেই নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে। যুক্তি রচনা করে নিজ-সম তৈরী করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

২) অত্যন্ত প্রেমপূর্বক এবং নম্রভাবে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সকলকে এমন মিষ্টি-মধুর কথা শোনাও যে বাবা বলেছেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। এই দেহ থেকে (আকর্ষণ থেকে) নষ্টমোহ হয়ে যাও।

বরদানঃ নম্রতা-রূপী কবচ দ্বারা ব্যর্থতার রাবণকে দহনকারী সত্যিকারের স্নেহী, সহযোগী ভব কেউ যতই তোমাদের সংগঠনের দুর্বলতা খোঁজার প্রচেষ্টা করুক, কিন্তু এতটুকুও যেন স্বভাব-সংস্কারের সংঘর্ষ দেখা না যায়। যদি কেউ গালিও দেয়, অপমানও করে, তোমরা সেন্ট অর্থাৎ সন্ত হয়ে যাও। যদি কেউ ভুলও করে তোমরা সঠিক পথে থাকো। কেউ যদি প্রতিযোগিতা করেও তোমরা তাকে স্নেহের জল দাও। এটা কেন, এমন কেন -- এ'সব সঙ্কল্প করে আগুনে তেল ঢেলো না। নম্রতার কবচ পড়ে থাকো। যেখানে নম্রতা থাকবে, সেখানে স্নেহ আর সহযোগও অবশ্যই থাকবে।

স্লোগানঃ আমিত্বভাবের অসংখ্য পার্থিব জগতের ভাবনাকে এক 'আমার বাবা'- শব্দের মধ্যে সমাহিত করো।

10-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের মুখ থেকে কোন্ শুভ বাণী সদা নির্গত হওয়ার প্রয়োজন ?

*উত্তরঃ - মুখ থেকে সদা এই শুভ বাণী বলা যে, আমরা নর থেকে নারায়ণ হবো, কম নয় । আমরাই এই বিশ্বের মালিক ছিলাম, আবার আমরা তা হবো, কিন্তু এই লক্ষ্য উচ্চ, তাই খুবই সাবধান থাকতে হবে । নিজের পোতামেল দেখতে হবে । এইম অবজেক্টকে সামনে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে, হার্টফেল হওয়া চলবে না ।

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝান - তোমরা যখন এখানে স্মরণের যাত্রায় বসো, তখন ভাই - বোনেরা বলা যে, তোমরা আত্মা - অভিমাত্রী হয়ে বসো আর বাবাকে স্মরণ করো । এই স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়া উচিত । তোমরা এখন এই স্মৃতি ফিরে পাচ্ছো । আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবা আমাদের পড়াতে আসেন । আমরাও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাই পড়ি । বাবাও কর্মেন্দ্রিয়ের আধার নিয়ে প্রথম - প্রথম এনার দ্বারা বলেন - বাবাকে স্মরণ করো । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে - এ হলো জ্ঞান মার্গ । একে ভক্তি মার্গ বলা হবে না । জ্ঞান একমাত্র জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবনই দেন । তোমরা প্রথম পাঠ এই শেখো যে - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । এ অত্যন্ত জরুরী । অন্য কোনো সংসঙ্গে আর কাউকে তিনি বলতে আসবেন না । যদিও আজকাল নকল সংস্থা অনেক বেড়িয়েছে । তোমাদের থেকে শুনে কেউ যদি বলেও, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারবে না । বোঝানোর মতো বুদ্ধি হবে না । একথা তোমাদের বাবাই বলেন যে, অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । বিবেকও বলে যে, এ হলো পুরানো দুনিয়া । নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ । ও হলো পবিত্র দুনিয়া আর এ হলো পতিত দুনিয়া । মানুষ ডাকতেও থাকে যে, হে পতিত পাবন, এসো, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । গীতাতেও এই অক্ষর আছে যে - মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো । দেহের সর্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । এই দেহের সম্বন্ধ প্রথমে ছিলো না । তোমরা আত্মারা এখানে অভিনয় করতে আসো । এমন মহিমাও আছে যে - একা এসেছি, একাই চলে যেতে হবে । মানুষ এর অর্থ বোঝে না । এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে এইকথা জানতে পারো । আমরা এখন স্মরণের যাত্রা বা স্মরণের শক্তিতে পবিত্র হচ্ছি । এ হলো রাজযোগের শক্তি । ও হলো হঠযোগ, যাতে মানুষ অল্প সময়ের জন্য সুস্থ থাকে । সত্যযুগে তোমরা কতো সুস্থ থাকো । সেখানে হঠযোগের প্রয়োজন থাকে না । এ সব এখানে, এই ছিঃ - ছিঃ দুনিয়াতে করতে থাকে । এ হলো পুরানো দুনিয়া । সত্যযুগ, নতুন দুনিয়া, যা অতীত হয়ে গেছে, সেখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । একথা কেউই জানে না । ওখানে প্রত্যেকটা জিনিসই নতুন । গানও আছে না ---জাগো সজনীরা জাগো.... নবযুগ হলো সত্যযুগ । পুরানো হলো কলিযুগ । এখন এই যুগকে কেউ তো আর সত্যযুগ বলবে না । এখন হলো কলিযুগ, তোমরা সত্যযুগের জন্য পড়ছো । এমন শিক্ষক তো কোথাও হবে না, যে বলবে এই পড়াতে তোমরা নতুন দুনিয়াতে রাজ্য পদ পাবে বাবা ছাড়া আর কেউই একথা বলতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের সব কথাই মনে করিয়ে দেওয়া হয় । কোনো গাফিলতি করবে না । বাবা সবাইকে বোঝাতে থাকেন । যেখানেই বসো না কেন, বা কাজ - কারবারই করো না কেন, নিজেকে আত্মা মনে করে করো । কাজ - কারবার করাকালীন সামান্য সমস্যা হলে, যতটা সম্ভব সময় বের করে স্মরণে বসো, তাহলেই আত্মা পবিত্র হবে । আর অন্য কোনো উপায় নেই । তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য এখন রাজযোগ শিখছো । ওখানে লৌহ যুগের আত্মারা যেতে পারবে না । মায়া আত্মার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে । আত্মা তো ওড়ে, তাই না । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । আত্মা হলো সবথেকে তীক্ষ্ণ রকেট । বাচ্চারা, তোমাদের এই নতুন নতুন কথা শুনে আশ্চর্য লাগে । আত্মা কতো ছোটো রকেট । তার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাঁট ভরা আছে । এমন কথা মনে রাখলে উৎসাহ আসবে । স্কুলে বিদ্যার্থীদের বুদ্ধিতে বিদ্যা স্মরণে থাকে, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন কি আছে ? বুদ্ধি কোনো শরীরের মধ্যে নেই । আত্মার মধ্যেই মন - বুদ্ধি থাকে । আত্মাই পাঠ গ্রহণ করে । চাকরী ইত্যাদি আত্মাই করে শিববাবাও আত্মা, কিন্তু তাঁকে পরম বলা হয় । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি খুব ছোটো বিন্দু । এও কেউ জানে না যে, ওই বাবার মধ্যে যে সংস্কার আছে, বাচ্চারা, তা তোমাদের মধ্যে ভরে যায় । তোমরা এখন যোগবলের দ্বারা পবিত্র হচ্ছো । এরজন্য তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । পড়াতে এই প্রচেষ্টা তো থাকা উচিত যে, আমরা যেন ফেল করে না যাই । এতে প্রথম নম্বরের সাবজেক্টই হলো যে, আমরা আত্মারা সতোপ্রধান হবো । কিছু কমতি না থেকে যায় । তা নাহলে ফেল করে যাবে । মায়া তোমাদের সব বিষয় ভুলিয়ে দেয় । আত্মা চায় যে, চার্ট রাখি, সারাদিনে কোনো আসুরী কাজ না করি কিন্তু মায়া চার্ট রাখতে দেয় না । তোমরা মায়ার দখলে এসে যাও । মন একথাও বলে যে -

পোতামেল রাখি । ব্যবসায়ী মানুষ সবসময় তাদের লাভ - লোকসানের হিসেব রাখে । তোমাদের এ হলো অনেক বড় পোতামেল । ২১ জন্মের কমাই, এতে কোনো গাফিলতি করা উচিত নয় । বাচ্চারা অনেক গাফিলতি করে । এই বাবাকে তো তোমরা সূক্ষ্মবতনে আর স্বর্গেও দেখো । বাবাও অনেক পুরুষার্থ করেন । উনি আশ্চর্যও হতে থাকেন । বাবার স্মরণে স্নান করি, ভোজন গ্রহণ করি, তবুও ভুলে যাই, আবার স্মরণ করতে থাকি । এ হলো অনেক বড় সাবজেক্ট । এই বিষয়ে কোনো মতভেদ আসতে পারে না । গীতাতেও লেখা আছে যে - দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করো । বাকি রইলো আত্মা । দেহকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করো । আত্মাই পতিত - তমোপ্রধান হয়ে গেছে । মানুষ তবুও বলে দেয় যে - আত্মা নির্লিপ্ত । মনে করে আত্মাই পরমাত্মা - পরমাত্মাই আত্মা, তাই মনে করে আত্মাতে কোনো দাগ লাগতে পারে না । তমোগুণী আত্মা শিক্ষাও তমোগুণী দেয় । তারা সতোগুণী তৈরী করতে পারে না । ভক্তিমার্গে তমোপ্রধান হাতেই হবে । প্রতিটি জিনিস প্রথমে সতোপ্রধান তারপর রজো, তমোতে আসে । প্রথমে গড়ে ওঠে তারপর ধংস হয় । বাবা নতুন দুনিয়া তৈরী করেন তারপর এই পুরানো দুনিয়া ধংস হয়ে যায় । ভগবান তো নতুন দুনিয়ার রচনা করেন । এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে নতুন হবে । নতুন দুনিয়ার চিহ্ন তো এই লক্ষ্মী - নারায়ণ, তাই না । এনারা হলেন নতুন দুনিয়ার মালিক । এতাকেও নতুন দুনিয়া বলা হবে না । কলিযুগকে পুরানো দুনিয়া আর সত্যযুগকে নতুন দুনিয়া বলা হয় । কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদির এই সময় হলো সঙ্গমযুগ । কেউ যদি এম.এ বা বি.এ পড়ে, তাহলে তো বড় হয়ে যায়, তাই না । তোমরা এই পড়ার দ্বারা কতো উঁচু হও । দুনিয়া এই কথা জানে না যে, একে এতো উঁচু কে তৈরী করেছে । তোমরা এখন এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে গেছো । সকলের জীবন কাহিনীকে তোমরাই জানো । এ হলো জ্ঞান । ভক্তিতে কোনো জ্ঞান নেই, ওখানে কর্মকাণ্ড শেখানো হয় । ভক্তি তো হলো অগাধ । সেখানে কতো বর্ণনা করা হয় । দেখতে খুব সুন্দর লাগে । বীজে কি সৌন্দর্য আছে, এতো ছোটো বীজ, কতো বড় হয়ে যায় । ভক্তির ঝড়ে অনেক কর্মকাণ্ড । জ্ঞানের একটাই মন্ত্র হলো 'মনমনাভব' । বাবা বলেন, তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য আমাকে স্মরণ করো । তোমরা একথাও বলো যে, হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । রাবণ রাজ্যে সবাই পতিত এবং দুঃখী । রাম রাজ্যে সকলেই পবিত্র এবং সুখী । রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য, এই নাম তো আছে, তাই না । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া রাম রাজ্যের কথা কেউই জানো না । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো । ৮৪ জন্মের রহস্যও তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না । যদিও বলে থাকে যে - ভগবান উবাচ: হলো "মনমনাভব" । তাহলে কেউ তো বুঝবেই না যে, তোমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে সম্পূর্ণ করেছো । এখন চক্র সম্পূর্ণ হয়ে আসছে । গীতা পাঠকদের কাছে গিয়ে শোনো - গীতাতে কি বলছে । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ঝরতে থাকে । বাবা জিজ্ঞেস করেন - আগে কখনো মিলেছে কি ? তখন সবাই বলে - হ্যাঁ বাবা, পূর্ব কল্পে মিলেছি । বাবা জিজ্ঞেস করেন আর তোমরা অর্থ সহ উত্তর দাও । এমন নয় যে, তোমরা তোতা পাখির মতো আউড়ে দেবে । এরপর বাবা জিজ্ঞেস করেন - কেন মিলিত হয়েছিলে ? কি পেয়েছিলে ? তখন তোমরা বলতে পারো - আমরা এই বিশ্বের রাজস্ব পেয়েছিলাম, এতে সবই এসে যায় । যদিও তোমরা বলো যে - আমরা নর থেকে নারায়ণ হয়েছিলাম, কিন্তু বিশ্বের মালিক হওয়া, তাতে রাজা - রানী আর দেব সম্রাজ্য, সবই আছে । এই দুনিয়ার মালিক রাজা - রানী - প্রজা সব হবে । একে বলা হয় শুভ বলা । আমরা নর থেকে নারায়ণ হবো, এ কোনো কম কথা নয় । বাবা বলবেন - হ্যাঁ বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো । নিজের পোতামেলও দেখতে হবে - এই অবস্থায় আমরা উঁচু পদ পেতে পারবো কি, নাকি নয় । কতো জনকে আমরা পথ বলে দিয়েছি ? কতো জন অন্ধের লাঠি হয়েছি ? সেবা যদি না করো, তাহলে বোঝা উচিত যে - আমরা প্রজাতে চলে যাবো । নিজের মনকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, এখনই যদি আমরা দেহত্যাগ করি, তাহলে কি পদ পাবো ? এ অনেক বড় লক্ষ্য তাই সাবধান থাকা উচিত । কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে যে, বরাবর আমরা তো স্মরণই করি না, তাহলে পোতামেল রেখে কি করবো । একে তখন হার্টফেল করা বলা হয় । ওরা এমনভাবেই পড়াশোনা করে । পড়ায় মনোযোগই দেয় না । তোমরা অতি চালাক হয়ে এখানে বসে থেকো না যে, পরে ফেল করে যেতে হয় । নিজের কল্যাণ করতে হবে । এইম অবজেক্ট তো সামনেই আছে । এই পাঠ পড়ে আমাদের এই হতে হবে । এও তো আশ্চর্য, তাই না । কলিযুগে তো কোনো রাজস্ব নেই । তাহলে সত্যযুগে এদের রাজস্ব কোথা থেকে এলো ? সমস্তকিছুই এই পড়ার উপর নির্ভর করে । এমন নয় যে, দেবতা আর অসুরদের লড়াই লেগেছিলো আর দেবতারা জিতে রাজ্য পেয়েছিলো । এখন অসুর আর দেবতাদের লড়াই কিভাবে লাগতে পারে । না কৌরব আর না পাণ্ডবদের লড়াই । লড়াইয়ের কথাই এখানে নিষেধ হয়ে যায় । প্রথমে তো এই কথা বলো যে -- বাবা বলেন, দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । তোমরা আত্মারা অশরীরী এসেছিলে, আবার অশরীরী ফিরে যেতে হবে । পবিত্র আত্মারাই ফিরে যেতে পারবে । তমোপ্রধান আত্মারা তো আর যেতে পারবে না । আত্মার ডানা ভেঙ্গে গেছে । মায়া আত্মাকে পতিত বানিয়ে দিয়েছে । তমোপ্রধান হওয়ার কারণে এতো দূরে পবিত্র জায়গায় যেতে পারে না । এখন তোমাদের আত্মা বলবে যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে পরমধামের বাসিন্দা । এখানে এই পাঁচ তন্ত্রের পুতুল শরীর ধারণ করেছি অভিনয় করার জন্য । মানুষ মারা গেলে বলে, স্বর্গবাসী হয়েছে । কে ? ওখানে শরীর গেছে নাকি আত্মা ? শরীর তো স্বলে গেছে । এই শরীর তো

আর স্বর্গে যেতে পারে না। মানুষকে তো যে যেমন শোনায তেমনই বলতে থাকে। ভক্তিমার্গের মানুষ তো ভক্তিই শিখিয়ে এসেছে, তাদের কাজ সম্বন্ধে কেউই জানে না। শিবের পূজা সবথেকে উচ্চ বলা হয়। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব, তাঁকেই স্মরণ করো, চিন্তন করো। মালাও দেয়। শিব - শিব বলে মালা ঘোরাতে থাকে। অর্থ না জেনে মালা নিয়ে শিব - শিব বলতে থাকবে। গুরুরা অনেক প্রকারের শিক্ষা দেন। এখানে তো একটাই কথা - বাবা নিজেই বলেন, আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। মুখে শিব - শিব বলার দরকার নেই। বাচ্চারা বাবার নাম জপ করেই না। এ সবই হলো গুপ্ত। কেউই জানে না যে, তোমরা কি করছো। যারা পূর্ব কল্পে বুঝেছিলো, তারাই বুঝবে। নতুন নতুন বাচ্চারা আসে আর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পরের দিকে ড্রামা কি দেখাবে, তা সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। প্রথম থেকে বাবা সাক্ষাৎকার করাবেন না যে, এই - এই হবে। তাহলে তো সব নকল হয়ে যাবে। এ খুবই বোঝার মতো কথা। তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো। ভক্তিমার্গে অস্ত্রানী ছিলে। তোমরা জানো যে, এই ড্রামাতে ভক্তিও লিপিবদ্ধ আছে।

বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এই পুরানো দুনিয়াতে থাকবো না। এই পড়া ছাত্রদের বুদ্ধিতে থাকে। তোমাদেরও এই মুখ্য মুখ্য পয়েন্টস বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। এক নম্বর কথা হলো অল্ফ (আল্লাহ) এই কথা দূত করো তারপর এগিয়ে চলো। তা নাহলে অকারণে জিপ্তেস করতে থাকবে। বাচ্চারা লেখে যে, অমুকে লিখে দিয়েছে, গীতার ভগবান শিব, এ তো সম্পূর্ণ সঠিক। যদিও এমন কথা বলে তবুও বুদ্ধিতে বসেই না। যদি বুঝতে পারে যে, বাবা এসেছেন, তখন বলবে - এমন বাবার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হই। উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। একজনেরও সঠিক নিশ্চয়তা হয় না। চট করে একজনেরও চিঠি আসে না। যদিও বা লেখে যে, এই জ্ঞান খুব ভালো, কিন্তু এমন সাহস হয় না যে বুঝতে পারবে, বাহ এমন বাবা, যাঁর থেকে আমরা এতো সময় দূরে থেকেছি, ভক্তিমার্গে ধাক্কা খেয়েছি, এখন সেই বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। তাহলেই ছুটে আসবে। পরের দিকে এরা আসবে। বাবাকে যদি চিনেছো, উঁচুর থেকে উঁচু তিনি ভগবান, জেনেছো, তাহলে তাঁর হও। এমনভাবে বোঝাতে হবে যাতে মনের দ্বার খুলে যায়। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কাজ কারবার করেও আত্মাকে পবিত্র করার জন্য সময় বের করে স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে। কোনো আসুরী কাজ কখনোই করবে না।

২) নিজের এবং অন্যের কল্যাণ করতে হবে এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে এবং পড়াতে হবে। অতি চালাক হয়ো না। স্মরণের শক্তি জমা করতে হবে।

বরদান:- সাকার বাবাকে অনুসরণ করে এক নম্বর হয়ে সম্পূর্ণ ফরিস্তা ভব
এক নম্বরে আসার সহজ সাধন হলো - এক নম্বর ব্রহ্মা বাবা আছেন, তেমন হয়ে দেখো। অনেককে দেখার পরিবর্তে একজনকে দেখো আর একজনকেই অনুসরণ করো। 'আমরাই সেই ফরিস্তা'র মন্ত্র পাকা করে নাও তাহলে প্রভেদ দূর হয়ে যাবে। তারপর সায়েন্সের যন্ত্র নিজের কাজ শুরু করে দেবে আর তোমরা সম্পূর্ণ ফরিস্তা দেবতা হয়ে নতুন দুনিয়াতে অবতরিত হবে। তাই সম্পূর্ণ ফরিস্তা হওয়ার অর্থ হলো, সাকার বাবাকে অনুসরণ করা।

স্লোগান:- মনন করলে যে খুশী রূপী মাখন নির্গত হয়, তাই জীবনকে শক্তিশালী বানায়।

11-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:-** কোন্ অভ্যাসটি একেবারেই ঐশ্বরীয় নিয়ম বিরুদ্ধ, যার দ্বারা তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায় ?
- *উত্তর:-** কোনো প্রকারের সিনেমার গল্প শোনা বা পড়া, নভেল পড়া... এই ধরনের অভ্যাস একেবারেই নিয়ম বিরুদ্ধ, এতে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। বাবার নিষেধাঙ্গা - বাচ্চারা, তোমরা এমন কোনো বইপত্র পড়বে না। কোনো বি. কে. যদি এই ধরনের বইপত্র পড়ে, তবে তোমরা একে অপরকে সাবধান করো।
- *গীত:-** নিজের (মনের) চেহারা দেখে রে মানব তোর মন রূপী দর্পণে...

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক পিতা বলেন - নিজেকে চেক করো যে, স্মরণের যাত্রায় আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধানের দিকে কতটা অগ্রসর হয়েছি। কেননা যত যত স্মরণ করবে ততই পাপ কাটতে থাকবে। এখন এইসব কথা কোথায় কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে ? কেননা যারাই ধর্ম স্থাপন করেছে, যা তারা মানুষকে বুঝিয়েছে তার শাস্ত্র রচিত হয়েছে, তারপর মানুষ বসে সেসব পাঠ করে, ধর্ম পুস্তকের পূজা করে। এখন এও বোঝার বিষয় যখন এটা লেখা আছে, দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবা স্মরণ করিয়ে দেন - বাচ্চারা, তোমরা সবার প্রথমে অশরীরী এসেছিলে, সেখানে তো পবিত্রই থাকতে। মুক্তি - জীবনমুক্তিতে কোনো পতিত আত্মা যেতে পারে না। সেটা হল নিরাকারী, নির্বিকারী দুনিয়া। এটাকে বলা হয় সাকারী বিকারী দুনিয়া, এরপর সত্যযুগে এটাই নির্বিকারী দুনিয়া হয়ে যায়। সত্যযুগে থাকা দেবতাদের তো অনেক মহিমা। বাচ্চাদেরকে এখন বোঝানো হয় - নিজে ভালো করে ধারণ করে অন্যকেও বোঝানো। তোমরা আত্মারা যেখানে থেকে এসেছিলে, পবিত্রই এসেছিলো। তারপর এখানে এসে অপবিত্রও অবশ্যই হতে হয়। সত্যযুগকে ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, কলিযুগকে ভিসজ (পাপ পূর্ণ) ওয়ার্ল্ড বলা হয়। এখন তোমরা পতিত - পাবন বাবাকে স্মরণ করো যে, আমাদেরকে ভাইসলেস বানানোর জন্য ভিসজ দুনিয়া, ভিসজ শরীরে এসো। বাবা নিজে বসে বোঝান - ব্রহ্মার চিত্র বিষয়েই মানুষ প্রশ্ন তোলে যে, দাদাকে কেন বসানো হয়েছে এই স্থানে ? তাদেরকে বোঝাতে হবে - ইনি তো হলেন ভাগীরথ। শিব ভগবানুবাচ হল - এই রথ আমি এইজন্যই নিয়েছি, কারণ আমাকে প্রকৃতির আধার অবশ্যই নিতে হয়। নাহলে আমি তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র কীভাবে বানাব ? প্রতিদিন তো পড়াতেও অবশ্যই হবে । এখন বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো আর মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। সকল আত্মাদের এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কৃষ্ণকে সকল আত্মাদের বাবা বলা যাবে না। তার তো নিজের শরীর রয়েছে। তাই এই বাবা সহজ ভাবে বোঝান যে - যখনই কাউকে বোঝাবে, বলবে - বাবা বলেন, তুমি অশরীরী এসেছিলে, আবার এখন অশরীরী হয়ে যেতে হবে । ওখান থেকে (পরমধাম থেকে) পবিত্র আত্মাই আসে। সে যদি কালকে কোনো আত্মা আসে, পবিত্রই আসবে, তার মহিমা অবশ্যই হবে। সাধু সন্ন্যাসী কিম্বা গৃহী কোনো মানুষ যারা কোনো পুণ্য কর্ম করে গেছে অবশ্যই তাদের এটা হল প্রথম জন্ম। ধর্ম স্থাপন করবার জন্যই তারা আসে। যেমন বাবা গুরু নানকের বিষয়ে বোঝান। 'গুরু' শব্দটা অবশ্যই লিখবে, কারণ নানক নাম তো অনেকেরই আছে। যখন কারো প্রশংসা করা হয় নিশ্চয়ই তার কোনো অর্থ আছে। তোমরা যদি ঠিক মতো প্রশংসা না করো তবে সেটা ঠিক নয়। বাস্তবে বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে - গুরু কেউই নয়, এক পরমাত্মা বাবা ছাড়া। যার নাম নিয়েই গাওয়া হয় সদ্ধুরু অকাল..... তিনি হলেন অকালমূর্ত, অর্থাৎ যাকে কাল খেতে পারে না, তিনি হলেন আত্মা। তখন বসে সেই বিষয়ে কাহিনী রচনা করে বসে। অনেকেই সিনেমার গল্পের বই, নভেল ইত্যাদি অনেক পড়তে থাকে। বাবা বাচ্চাদেরকে সতর্ক করে দেন, কখনোই কোনো নভেল ইত্যাদি পড়বেই না। কারো কারো এই অভ্যাস রয়েছে। এখানে তো তোমরা সৌভাগ্যশালী হয়ে ওঠো। কোনো কোনো বি. কে.ও নভেল পড়ে। সেইজন্য বাবা সব বাচ্চাদেরকে বলেন - কখনো কাউকে যদি নভেল পড়তে দেখা, তাহলে সাথে সাথে নিয়েই ছিঁড়ে ফেলবে, ভয় পাবে না যে আমাকে সে অভিশম্পাত করবে কি রেগে যাবে, সে সব ভাববে না। তোমাদের কাজ হল পরস্পরকে সাবধান করে দেওয়া। ফিল্মের গল্প শোনা কিম্বা পড়া হল ঐশ্বরীয় নিয়ম বিরুদ্ধ। নিয়ম বিরুদ্ধ কোনো আচরণ দেখলে সাথে সাথে রিপোর্ট করে দেওয়া উচিত। নাহলে পরিবর্তন হবে কী করে ? নিজের ক্ষতিই করতে থাকবে। নিজের মধ্যেই যদি যোগবল না থাকে তবে এখানে বসে কী শেখাবে ? বাবার নিষেধ আছে। এইরকম কাজ যদি করে তবে মনের ভিতরে দংশন অবশ্যই হবে। নিজেরই ক্ষতি হবে। সেইজন্য কারো মধ্যে যদি কোনো অবগুণ দেখা তবে বাবাকে লেখা উচিত। কোনো বেকায়দা আচরণ করছে না তো ? কেননা ব্রাহ্মণ এই সময় তো সার্ভেন্ট, তাই না ! বাবাও বলেন, বাচ্চারা, নমস্কার। এর অর্থ সহ বাবা বোঝান। কন্যারা যারা পড়ায় তাদের মধ্যে যেন দেহ-অভিমান না

থাকে। টিচারও তো স্টুডেন্টদের সার্ভেন্ট হয়ে থাকে, তাই না ! গভর্নর প্রমুখরা চিঠিতে একেবারে নীচে লেখে "আই অ্যাম ইমোর ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট", ঠিক তার নীচে সই করবে। বাকিটা ক্লার্ক নিজের হাতে লিখবে। তাতে তিনি নিজের প্রশস্তি লিখবেন না। আজকাল তো গুরুরাও নিজেকেই শ্রী শ্রী আখ্যা দিয়ে দেয়। এখানেও কেউ কেউ আছে নিজের নামের আগে শ্রী লেখে। বাস্তবে এটাও লেখা উচিত নয়। ফিমেলরাও শ্রীমতী লিখতে পারে না। শ্রীমৎ তখনই প্রাপ্ত হয়, যখন শ্রী শ্রী নিজে এসে মত প্রদান করেন। তোমরা সবাইকে বোঝাতে পারো যে, নিশ্চয়ই কারো মতে চলে তারা দেবতা হয়েছিলেন ! ভারতবর্ষে কারোরই জানা নেই এনারা এত উচ্চ, বিশ্বের মালিক কী করে হয়েছিলেন ? তোমাদের তো এই নেশা চড়ে যাওয়া উচিত। এই এইম অবজেক্টের চিত্র সর্বদা বুকে লাগিয়ে রাখা উচিত। মানুষকে বলো - আমাদেরকে ভগবান পড়ান, যার দ্বারা আমরা বিশ্বের মহারাজা হই। বাবা এসেছেন এই রাজ্যের স্থাপনা করতে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে উপস্থিত। তোমরা ছোট ছোট শিশু কন্যারা তোমাদের আদো আদো ভাষায়ও সবাইকে বোঝাতে পারো। বড় বড় যে সব সম্মেলন হয় যেখানে তোমাদের তারা আমন্ত্রণ জানায়, এই চিত্র সেখানে নিয়ে গিয়ে বসে তাদেরকে বোঝানো - ভারতে এনাডের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। যে কোনো ভরা সভাতে তোমরা এ'কথা বোঝাতে পারো। সারাদিন সার্ভিসেরই নেশা থাকা দরকার। ভারতে এদের রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। শিব ভগবানানুবাচ - হে বাচ্চারা, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা এই রকম হয়ে যাবে ২১ জন্মের জন্য। দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। এখন তো হল সকলের আসুরিক গুণ। শ্রেষ্ঠ বানাতে পারেন তো একমাত্র শিববাবাই। সেই উচ্চ থেকে উচ্চ পিতা আমাদেরকে পড়ান। শিব ভগবানানুবাচ - "মন্মনাভব"। ভাগীরথ তো প্রসিদ্ধ। ভাগীরথকেই ব্রহ্মা বলা হয়। যাকে মহাবীরও বলা হয়। এখানে দিলওয়ারা মন্দিরে বসে আছে না ! জৈনরা যে এই মন্দির গুলোকে বানিয়েছে তারা এর অর্থ তো জানেই না। তোমরা ছোট ছোট কন্যারা সেখানে যেতে পারো এবং ভিজিট করতে পারো। এখন তোমরা অনেক শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। এটা হল ভারতের এইম অবজেক্ট। তাহলে কতখানি নেশা চড়ে যাওয়া উচিত ! এখানে বাবা খুব ভালো ভাবে নেশা চড়ান। সবাই বলে আমি লক্ষ্মী নারায়ণ হবো। রাম সীতা হওয়ার জন্য কেউই হাত তোলে না। এখন তো তোমরা হলে অহিংসক, ক্ষত্রীয়। তোমাদের অর্থাৎ ক্ষত্রীয়দেরকে কেউই জানে না। এটা তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পারছে। গীতাতেও বলা হয়েছে - "মন্মনাভব"। নিজেকে আত্মা মনে করো। এটা তো বোঝার মতো বিষয়, তোমরা ছাড়া আর কেউই এটা বুঝতে পারবে না। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা প্রদান করেন - বাচ্চারা, আত্ম-অভিমানী হও। এই অভ্যাস তারপর তোমাদের ২১ জন্ম ধরে চলে। তোমাদেরকে শিক্ষা প্রদান করাই হয় ২১ জন্মের জন্য।

বাবা বারে বারে মূল বিষয়টিকেই বোঝাতে থাকেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। পরমাত্মা বাবা আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন। তোমরা বারে বারেই দেহ-অভিমাণে এসে যাও, তখন ঘর সংসারের কথা মনে এসে যায়। এটাই হয়। ভক্তি মার্গেও ভক্তি করতে করতে বুদ্ধি অন্য দিকে চলে যায়। সম্পূর্ণ একাগ্র হয়ে নবধা ভক্তি যারা করে (একনিষ্ঠ ভক্ত / ভক্তির পরাকারী যারা) তারাই কেবল বসতে পারে, যাকে তীব্র ভক্তি বলা হয়ে থাকে। একদম লভলীন হয়ে যায়। তোমরা যেমন স্মরণে থাকো, এক এক সময় একেবারে অশরীরী হয়ে যাও, ভালো ভালো বাচ্চা যারা তারা এইরকম অবস্থায় বসবে। দেহের ভাব চলে যাবে। অশরীরী হয়ে সেই আনন্দে মজে থাকবে। এটাই অভ্যাস হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরা হল তত্ত্ব জ্ঞানী বা ব্রহ্ম জ্ঞানী। তারা বলবে আমরা লীন হয়ে যাবো। এই পুরানো শরীর ছেড়ে ব্রহ্ম তত্ত্বে লীন হয়ে যাবো। সকলের আলাদা আলাদা ধর্ম, তাই না ! কেউই অন্য ধর্মকে মানতে চায় না। আদি সনাতন ধর্মও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। গীতার ভগবান কবে এসেছিলেন ? গীতার যুগ কবে ছিল ? কেউই জানে না। তোমরা জানো যে, এই সঙ্গমযুগেই বাবা এসে রাজযোগ শেখান। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানান। এ হল ভারতেরই কথা। অনেক ধর্মও অবশ্যই ছিল। কথায়ও আছে এক ধর্মের স্থাপনা, অনেক ধর্মের বিনাশ। সত্যযুগে ছিল এক ধর্ম। এখন কলিযুগে হল অনেক ধর্ম। আবার এক ধর্মের স্থাপনা হয়। এক ধর্ম ছিল, এখন নেই। বাকি সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। বট গাছের (হাওড়া শিবপুরের) দৃষ্টান্তও একেবারে সঠিক। ফাউন্ডেশনটাই নেই। বাকি পুরো গাছটিই বিদ্যমান। যদিও এতেও দেবী দেবতা ধর্ম নেই। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম, যেটা হল কান্ড - সেটা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। পুনরায় বাবা তা স্থাপন করেন। বাকি যে সব ধর্ম পরে এসেছে, পুনরায় চক্র রিপিট অবশ্যই হতে হয় অর্থাৎ পুরানো দুনিয়া থেকে আবার নতুন দুনিয়া হতে হবে। নতুন দুনিয়াতে এদের রাজত্ব ছিল। তোমাদের কাছে বড় বড় চিত্রও আছে, ছোটও। বড় জিনিস থাকলে মানুষ দেখে জিজ্ঞাসা করবে - এটাতে কী দেখানো হয়েছে ? বলবে, আমরা এমন জিনিস এনেছি যার দ্বারা মানুষ বেগর টু প্রিন্স হয়ে যায়। অন্তরে অনেক উৎসাহ, অনেক খুশী থাকা চাই। আমরা আত্মারা হলাম ভগবানের সন্তান। আমাদেরকে ভগবান পড়ান। বাবা আমাদেরকে নয়নের উপরে বসিয়ে নিয়ে যাবেন। এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে আমরা থাকবই না। একটা সময় আসতে চলেছে যখন মানুষ গ্রাহি গ্রাহি করবে, সে আর বলার নয়। কোটি কোটি মানুষ মারা যাবে। এ সব তো বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। আমরা এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছি, এর কোনো কিছুই থাকবে না। এখানে তো মানুষ হল কাঁটার

মতো। সত্যযুগ হল ফুলের বাগিচা। তারপরে হল আমাদের মধুবন। দু'চোখ শীতল হয়ে যায়। বাগানে গেলেই তো চোখ শীতল হয়ে যায়। অতএব তোমরা এখন পদ্মাপদম ভাগ্যশালী হয়ে উঠছো। ব্রাহ্মণ যারা হয় (ব্রহ্মা বংশ), তাদের চরণেই রয়েছে পদ্ম। বাচ্চারা, তোমাদের বুঝতে হবে যে - আমরা এই রাজ্য স্থাপন করছি। সেইজন্য বাবা ব্যাজ তৈরী করিয়েছেন। শ্বেত বস্ত্র পরিধানে আর তাতে ব্যাজ লাগানো, এতে সহজেই সেবা হয়ে যায়। মানুষ কীর্তন করে - "আত্মা পরমাত্মা পৃথক রয়েছে বহুকাল....", কিন্তু বহুকালের অর্থ কী তা কেউই বোঝে না। বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন বহুকাল অর্থাৎ ৫ হাজার বছর পরে তোমরা বাচ্চারা বাবার সাথে মিলিত হও। তোমরা এও জানো যে, এই সৃষ্টিতে সব চেয়ে বিখ্যাত হল এই রাধা কৃষ্ণ। এরাই হল সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স প্রিন্সেস। কারো মাথাতেও কখনো আসে না যে এরা কোথা থেকে এল ! সত্যযুগের আগে নিশ্চয়ই কলিযুগ ছিল। তারা এমন কী কর্ম করেছিল যে বিশ্বের মালিক হয়ে গেছিল ? ভারতবাসীরা কেউই এদেরকে বিশ্বের মালিক মনে করে না। এদের যখন রাজত্ব ছিল তখন ভারতবর্ষে আর কোনো ধর্ম ছিল না। এখন বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আমাদের এইম অবজেক্ট হল এই। যদিও মন্দিরে তাদের (লক্ষ্মী - নারায়ণ) চিত্র ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু মানুষ কী বুঝতে পারে নাকি যে এই সময় এ'সব স্থাপিত হচ্ছে ! তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারেই বোঝে। কেউ কেউ তো একেবারেই ভুলে যায়। আচরণ এমন যেমন পূর্বে ছিল (সেই রকমই আছে)। এখানে বোঝার সময় খুব ভালো ভাবেই বোঝে, কিন্তু এখান থেকে বাইরে গেলেই সব উধাও। সার্ভিসের ইচ্ছা থাকা উচিত। সকলকে এই বার্তা (পয়গাম) দেওয়ার যুক্তিও খুঁজতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। আধ্যাত্মিক নেশার সাথে বলতে হবে - শিববাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো তবে পাপ দূর হয়ে যাবে। আমরা একমাত্র শিববাবাকে ছাড়া আর কাউকেই স্মরণ করি না। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এইম অবজেক্টের চিত্র সর্বদা সাথে রাখতে হবে। নেশা যেন থাকে যে, এখন আমরা শ্রীমত অনুসারে চলে বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছি। আমরা এমন ফুলের বাগিচাতে (বাগানে) যাচ্ছি - যেখানে আমাদের নয়ন শীতল হয়ে যাবে।

২) সার্ভিসে অনেক বেশী করে আগ্রহ রাখতে হবে। অনেক বড় মন নিয়ে বা উৎসাহের সাথে বড় বড় চিত্রের উপরে সার্ভিস করতে হবে। বেগার টু প্রিন্স বানাতে হবে।

বরদান:- যজ্ঞ সেবার দ্বারা সর্ব প্রাপ্তির প্রসাদ প্রাপ্তকারী অলরাউন্ডার সেবাধারী ভব সঙ্গমযুগে অলরাউন্ড সেবার চাক্ষ পাওয়া - এও ড্রামাতে একটি লিফ্ট। যে ভালোবেসে যজ্ঞের অলরাউন্ড সেবা করে, সর্ব প্রাপ্তির প্রসাদ তার স্বতঃতই প্রাপ্ত হয়ে যায়। সে নির্বিঘ্ন থাকে। এক বার সেবা করল আর হাজার বার সেবার ফল প্রাপ্ত হয়ে গেল। সদা স্থূল এবং সূক্ষ্ম লঙ্গর যেন লেগেই থাকে। কাউকে সন্তুষ্ট করা - এ হল সব থেকে বড় সেবা। অতিথি সৎকার করা - এটা হল সব থেকে বড় ভাগ্য।

শ্লোগান:- স্বমানে স্থিত থাকো, তবে অনেক প্রকারের অভিমান স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

12-11-2020 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন: - — বাচ্চারা তোমাদের অতিন্দ্রীয় সুখের গায়ন কেন করা হয় ?

*উত্তর: - — কেননা বাচ্চারা তোমরাই এইসময় বাবাকে জেনে থাকো, তোমরাই বাবার কাছে থেকে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পার। তোমরা এখন সঙ্গমে সীমাহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছ। তোমরা জান আমরা এখন লবণাক্ত চ্যানেল থেকে অমৃতের মধুর চ্যানেলে যেতে চলেছি। স্বয়ং ভগবান এসে আমাদের পড়াচ্ছেন, এমন খুশি ব্রাহ্মণদেরই অনুভব হয় সেইজন্যই তোমাদের অতিন্দ্রীয় সুখের গায়ন আছে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক অসীম জগতের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন— অর্থাৎ নিজের মত প্রদান করছেন। এটা তো অবশ্যই বুঝেছ যে আমরা হলাম জীবাত্মা। কিন্তু নিজেকে আত্মা মনে দৃঢ় নিশ্চিত হতে হবে। আমরা কোনো নতুন স্কুলে পড়াশোনা করছি না। প্রতি ৫ হাজার বছর পর এভাবেই পড়াশোনা করে আসছি। বাবাও জিজ্ঞাসা করেন আগে কখনও পড়েছ ? সবাই তখন বলে ওঠে আমরা প্রতি ৫ হাজার বছর পর পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে বাবার কাছে আসি। এটা তো স্মরণে আছে না ! নাকি এও ভুলে যাও ? স্টুডেন্টদের স্কুলের কথা তো অবশ্যই মনে পড়ে তাইনা। এইম অবজেক্ট তো একটাই। যারাই বাবার বাচ্চা হয় সে দুদিনের হোক বা পুরানো, সবার লক্ষ্য এক। কারো কোনো লোকসান হতে পারে না। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে উপার্জন হয়। ভক্তি মার্গেও ওরা গ্রন্থ পাঠ করে উপার্জন করে, শরীর নির্বাহের কাজে সেটা লাগে। সাধু হয়ে অনেককে শাস্ত্র শোনায়, এতেই উপার্জন হয়ে যায়। এসবই হলো সোর্স অফ ইনকাম। প্রতিটি বিষয়েই উপার্জন চাই না ! পরিসা থাকলে কোথাও না কোথাও থেকে ঘুরে আসে। তোমরা বাচ্চারা জান — বাবা আমাদের যথার্থ রীতিতে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠ করিয়ে থাকেন, যাতে ২১ জন্মের জন্য উপার্জন সঞ্চিত হয়। এই ইনকাম এমনই যাতে সুখী হবে, কখনও রোগগ্রস্ত হবে না, অমর থাকবে। এই নিশ্চয় থাকা উচিত। এমন দৃঢ় নিশ্চয় থাকলে তোমরা উৎফুল্ল থাকবে। তা না হলে কোনো না কোনো বিষয়ে মুষড়ে পড়বে। আন্তরিক ভাবে মনে মনে স্মরণ করা উচিত - আমরা অনন্ত জগতের বাবার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করছি। ভগবানুবাচ — এ হলো গীতা। গীতারও যুগ আসে, তাইনা। শুধু ভুলে গেছ — এ হলো পঞ্চম যুগ। এই সঙ্গম খুব অল্প সময়ের জন্য। আসলে এটা অন্যান্য যুগের এক চতুর্থাংশও নয়। তোমরা পারসেন্টেজ অনুসারে ধরতে পার। এগিয়ে যেতে-যেতে বাবা বলবেন । বাবা যা বলবেন সবই পূর্ব নির্ধারিত। তোমরা সব আত্মাদের ভূমিকা পূর্ব নির্ধারিত যা রিপোর্ট হয়ে চলেছে। তোমরা যা শিখেছ সেটাও রিপোর্টেশন হচ্ছে, তাই না! রিপোর্টেশনের রহস্য তোমরা বাচ্চারা জেনেছ, প্রতিটি মুহূর্তে ভূমিকা বদলে যাচ্ছে। এক সেকেন্ডও পরবর্তী সেকেন্ডের সাথে মিলবে না। উঁকুনের মতো ধীরে-ধীরে চলতেই থাকে। টিকটিক করে এক-এক সেকেন্ড পার হয়ে চলেছে। এখন তোমরা অসীমে দাঁড়িয়ে আছ। দ্বিতীয় আর কেউ-ই দাঁড়িয়ে নেই। কারো মধ্যেই অসীমের অর্থাৎ আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান নেই। তোমরা এখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও জেনেছ। আমরা এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে চলেছি। এখন সঙ্গম যুগ। লবণাক্ত চ্যানেল অতিক্রম করে মিষ্টি অমৃতের চ্যানেলে যেতে হবে। তোমরা এখন বিশ্বের সাগর পার করে ক্ষীর সাগরে যাচ্ছ। এ হলো অসীমের অনন্ত বিষয়, দুনিয়া এই সম্পর্কে কিছুই জানে না। নতুন বিষয় না ! তোমরা জান ভগবান কাকে বলে। ইনি কোন্ ভূমিকা পালন করেন। আলোচনার মাধ্যমেও বলা — এসো পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় সম্পর্কে তোমাকে বুঝিয়ে বলি। এভাবেই বাচ্চারা বাবার পরিচয় দিয়ে থাকে। সাধারণ বিষয়। ইনি তো বাবারও বাবা, তাইনা। তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জেনেছ। এখন তোমাদের যথার্থ রীতিতে বাবার পরিচয় দিতে হবে। তোমাদেরও বাবাই এসে পরিচয় দিয়েছেন তবেই তো বোঝাতে পার। আর তো কেউ অসীমের পিতাকে জানেই না। তোমরাও এই সঙ্গমেই জানতে পার। মানুষ মাত্রই দেবতা হোক বা শূদ্র, পুণ্য আত্মা হোক কিম্বা পাপ আত্মা, কেউ-ই জানেনা, শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরা যারা সঙ্গম যুগে আছ, তারাই জানতে পেরেছ। সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদের কতখানি খুশি হওয়া উচিত। তবেই তো গায়ন আছে — অতিন্দ্রীয় সুখ কি জানতে হলে গোপ-গোপিনীদের জিজ্ঞাসা কর।

বাবা একাধারে পিতা, টিচার এবং সঙ্গরূপী। সুপ্রিম শব্দটি অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। কখনও-কখনও বাচ্চারা ভুলে যায়। এসব বিষয় বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। শিববাবার মহিমায় এই শব্দটি (সুপ্রিম) অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। তোমরা ছাড়া এই বিষয়ে আর তো কেউ জানেই না। তোমরা বোঝাতে পারলে অর্থাৎ বিজয়ী হলে না ! তোমরা জান অসীম জগতের পিতা সবার শিক্ষক, এবং সঙ্গতি দাতা। অসীম সুখ, অসীমের জ্ঞান প্রদানকারী। তারপরও এমন বাবাকে

ভুলে যাও। মায়া কি ভীষণ প্রবল।

ঈশ্বরকে শক্তিশালী বলে থাক কিন্তু মায়াও কম বলশালী নয়। তোমরা বাচ্চারা সঠিক জানো — এর নামই তো রাখা হয়েছে রাবণ। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য। এই বিষয়ে সঠিকভাবে বোঝান উচিত। রাম রাজ্য যদি হয় রাবণ রাজ্যও অবশ্যই হবে। সবসময়ের জন্য রাম রাজ্য তো হতে পারে না। রাম রাজ্য, শ্রী কৃষ্ণের রাজ্য কে স্থাপন করে, এসবই অসীমের পিতা বসে বোঝান। তোমাদের ভারত খন্ডের মহিমা করা উচিত। ভারত সত্য খন্ড ছিল, কত মহিমা ছিল। বাবাই তৈরি করেছিলেন। বাবার প্রতি তোমাদের কত ভালোবাসা! এইম অবজেক্টও বুদ্ধিতে আছে। তোমরা জান আমরা স্টুডেন্টদের নিজেদের পড়াশোনার প্রতি ঈশ্বরীয় নেশা থাকা উচিত। চরিত্রের প্রতিও খেয়াল রাখা উচিত। বিবেক বলে এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন একদিনও মিস করা উচিত নয় এবং টিচার আসার পর লেট করে পৌঁছানো উচিত নয়। টিচার আসার পর পৌঁছানো এটাও তো ইনসাল্ট (অসম্মান) করা। স্কুলেও স্টুডেন্টস দেরিতে পৌঁছালে টিচার তাদের বাইরে বের করে দেন। বাবা (ব্রহ্মা বাবা) নিজের ছোটবেলার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন, আমাদের টিচার খুব কড়া ছিলেন, ভিতরে ঢুকতে দিতেন না। এখানেও অনেকেই আছে যারা দেবী করে আসে। সার্ভিস প্রদানকারী সুপুত্র বাবার অতি প্রিয় হয়ে ওঠে, তাইনা। এখন তোমরা বুঝেছ — আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম এখানেই ছিল। এই ধর্ম কবে স্থাপন হয়েছে, কারো বুদ্ধিতেই নেই। তোমাদের বুদ্ধি থেকেও বারবার সরে যায়। তোমরা এখন দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। কে পড়াচ্ছেন? স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা। তোমরা জান আমাদের ব্রাহ্মণ বংশ। এই বংশের রাজধানী হয়না। এ হলো সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল। বাবাও হলেন সর্বোত্তম, তাইনা। উচ্চ থেকেও উচ্চতম তিনি, অবশ্যই ওঁনার থেকে আমাদের উচ্চই হবে। ওঁনাকেই শ্রী শ্রী বলা হয়। তোমাদেরও তিনি শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। তোমরা বাচ্চারাও জানো আমাদের কে শ্রেষ্ঠ করে তোলেন? তোমরা বলে থাক — আমাদের বাবা তিনি, শিক্ষক এবং সমুদ্রও তিনি। তিনিই আমাদের শিক্ষা প্রদান করেন। আমরা আত্মা। আমরা আত্মাদের পিতা স্মৃতি জাগ্রত করিয়ে দিয়েছেন। তোমরা আমার সন্তান, সবাই ভাই-ভাই না! ওরাও বাবাকে স্মরণ করে, মনে করে তিনি নিরাকার যখন তবে নিশ্চয়ই আত্মাকেও নিরাকার বলা হয়। আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে তার ভূমিকা পালন করে। মানুষ আত্মার বদলে নিজেকে শরীর ভাবতে শুরু করে। আমি আত্মা, এটাই ভুলে যায়। আমি কখনও ভুলি না। তোমরা আত্মারা হলে শালগ্রাম। আমি হলম পরমপিতা অর্থাৎ পরম আত্মা। পরম আত্মার নাম হল শিব। তোমরাও আত্মা কিন্তু তোমরা সবাই শালগ্রাম। শিবের মন্দিরে যাও সেখানেও অনেক শালগ্রাম রাখা থাকে। শিবের পূজার সাথে-সাথে শালগ্রামেরও পূজা করে থাকে, তাইনা। তবেই তো বাবা বুঝিয়েছেন তোমাদের আত্মা আর শরীর দুইয়েরই পূজা হয়। আমার তো শুধু আত্মাই পূজিত হয়ে থাকে। আমার তো শরীর নেই। তোমরা কত উচ্চ হয়ে ওঠো। বাবারও কত খুশি হয়, তাই না! লৌকিকেও বাবা গরিব, কিন্তু তার বাচ্চারা পড়াশোনা করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কি থেকে কি তৈরি হয়ে যায়। বাবাও জানেন তোমরা কত উচ্চ ছিলে। এখন অনাথ হয়ে গেছ, বাবাকে জানতে না। এখন তোমরা বাবার হয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো।

বাবা বলেন - আমাকে তোমরা হেভেনলি গড ফাদার বলে থাক। তোমরা জান এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। ওখানে (সত্য যুগে) কি কি হবে — তোমরা ছাড়া আর কারও বুদ্ধিতেই নেই। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম, আবারও হতে চলেছি। প্রজাও এমন বলবে আমরা বিশ্বের মালিক। তোমাদের বুদ্ধিতে সব আছে, সুতরাং কতখানি খুশি হওয়া উচিত। এইসব বিষয় অন্যদেরও শোনাতে হবে, সেইজন্যই সেন্টার বা মিউজিয়াম খুলে থাকে। যা কল্প পূর্বে হয়েছিল সেটাই আবার হবে। অনেকেই মিউজিয়াম, সেন্টার খোলার প্রস্তাব দেবে। অনেকেই বেরিয়ে আসবে। সবার হাড় নরম হতে থাকবে (মন গলতে থাকবে)। তোমরা অবিরত বিশ্বের হাড় নরম করার কাজ করে চলেছ। তোমাদের যোগে এমনই শক্তি। বাবা বলেন তোমাদের মধ্যে শক্তি আছে। ভোজনও তোমরা যোগযুক্ত হয়ে বানিয়ে খাওয়ালে বুদ্ধি ঐদিকেই টানবে। ভক্তি মার্গে তো গুরুর এঁটোও খেয়ে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জান ভক্তি মার্গের বিস্তার এতো বিশাল যে বর্ণনা করা যায় না। এ হলো (জ্ঞান) বীজ আর ওটা কল্পবৃক্ষের ঝাড়। বীজের বর্ণনা করতে পারবে কিন্তু বৃক্ষের পাতা গুনতে বল কেউ পারবে না। অগুনতি পাতা হয়, বীজের মধ্যে পাতার চিহ্ন দেখা যায় না। কি চমৎকার তাইনা! একেই বলে প্রকৃতি। জীবজন্তু কত ওয়ান্ডারফুল, অনেক রকমের কীট, কিভাবে জন্মায়, এ অতি চমকপ্রদ ড্রামা। একেই বলে নেচার, যা পূর্ব নির্ধারিত। সত্য যুগে কত কি দেখবে। অনেক নতুন-নতুন জিনিস হবে। সবকিছুই নতুন।

ময়ূরের জন্য তো বাবা বুঝিয়েছেন একে ভারতের জাতীয় পাখি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা শ্রী কৃষ্ণের মুকুটে ময়ূরের পালক দেখানো হয়েছে। ময়ূর-ময়ূরী দেখতে খুব সুন্দর হয়। এদের জন্মও অশ্রু থেকে হয় এবং এই কারণেই একে জাতীয় পাখি বলা হয়েছে। এমন সুন্দর পাখি বিলেতেও দেখা যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের

রহস্য বুঝেছ যা আর কেউ-ই জানে না। ওদের বল, আমরা তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় সম্পর্কে বলছি। রচয়িতা আছেন যখন অবশ্যই তাঁর রচনাও থাকবে। ওঁনার হিন্দি-জিওগ্রাফী আমরা জানি। উচ্চ থেকে উচ্চতম অসীম জগতের পিতার কি ভূমিকা সেটাও আমরা জানি, এই দুনিয়া কিছুই জানেনা। এটা হলো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। আজকাল সুন্দর হওয়াও একটা সমস্যা, বাচ্চাদের দেখ কিভাবে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের এই বিকারগ্রস্ত দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা আসা উচিত। এটা হলো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া, ছিঃছিঃ শরীর। আমাদের এখন বাবাকে স্মরণ করে আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। আমরা যখন সতোপ্রধান ছিলাম, সুখী ছিলাম। এখন তমোপ্রধান হয়ে দুঃখী হয়েছি আবারও সতোপ্রধান হতে হবে। তোমরা চাও যে আমরা পতিত থেকে পাবন হই। ওরা যদিও বলে হে পতিত-পাবন কিন্তু এই দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা আসেনা। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ — এটা হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। নতুন দুনিয়াতে আমাদের শরীরও ফুলের মতো হবে। আমরা এখন অমরপুরীর মালিক হতে যাচ্ছি। বাচ্চারা, তোমাদের সবসময় খুশি আর উৎফুল্ল থাকা উচিত। তোমরা আমার মিষ্টি বাচ্চারা। বাবা ৫ হাজার বছর পর তাঁর বাচ্চাদের সাথে মিলিত হন। খুশি তো অবশ্যই হতে হবে, তাইনা। আমি আবার এসেছি বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, সেইজন্য পড়াশোনার নেশার সাথে-সাথে চরিত্রের প্রতিও যেন ধ্যান থাকে। একদিনও পড়াশোনা মিস্ করা উচিত নয়। দেরি করে ক্লাসে এসে টিচারকে ইনসাল্ট করা উচিত নয়।

২) এই বিকারগ্রস্ত ছিঃ ছিঃ দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা আসা উচিত, বাবার স্মরণে থেকে নিজের আত্মাকে পবিত্র সতোপ্রধান করার পুরুষার্থ করতে হবে। সবসময় খুশি আর উৎফুল্ল থাকতে হবে।

বরদান:- — অন্তঃবাহক শরীর দ্বারা সেবা প্রদানকারী কর্মবন্ধন মুক্ত ডবল লাইট ভব যেমন স্থূল শরীর দ্বারা সাকারী ঈশ্বরীয় সেবায় বিজি থাকো তেমনই নিজের আকারী শরীর দ্বারা অন্তঃবাহক সেবাও সঙ্গে-সঙ্গে করতে হবে। যেমন ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা বৃদ্ধি হয়েছে তেমনই তোমাদের সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা, শিবশক্তির কস্মাইন্ড রূপের সাক্ষাত্কার দ্বারা সাক্ষাত্কার এবং সন্দেশ (খবর) প্রাপ্তির কাজ করতে হবে। কিন্তু এই সেবার জন্য কর্ম করতে করতেও কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সদা ডবল লাইট রূপে স্থিত থাকো।

স্লোগান:- - মানের ত্যাগেই সবার মাননীয় হয়ে ওঠার ভাগ্য নিহিত রয়েছে।

13-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- বাচ্চারা, বিনাশের সময়টি দেখে এখন তোমাদের কি কর্তব্য ?
- *উত্তর:- তোমাদের কর্তব্য হলো - নিজের পড়াশোনায় বিশেষ মনোযোগী হওয়া, অন্য কথায় মন না দেওয়া। বাবা তোমাদের নয়নে বসিয়ে, গলার হার বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বাকিরা তো সবাই নিজের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ঘরে ফিরবে। বাবা এসেছেন সবাইকে নিজের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।
- *গীত:- দূর দেশের নিবাসী....

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন - বিশেষ করে ভারতে এবং সাধারণ ভাবে সম্পূর্ণ দুনিয়ায় সবাই বিশ্বে শান্তি চাইছে। এখন এই কথা তো বোঝা উচিত - নিশ্চয়ই বিশ্বের মালিক-ই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন। গড ফাদারকেই প্রার্থনা করা উচিত যে এসে বিশ্বে শান্তি বর্ষিত করুন। কাকে প্রার্থনা করবে তারা তাও তো জানে না। সম্পূর্ণ বিশ্বের কথা তাইনা। সম্পূর্ণ বিশ্বে শান্তি চাই। এখন শান্তির ধাম তো আলাদা, যেখানে পিতা পরমাত্মা এবং আত্মারা বাস করে। সেই কথাও অসীমের পিতা এসে বোঝান। এখন এই দুনিয়ায় তো অসংখ্য মানুষ আছে, অনেক ধর্ম আছে। তারা বলে - একটি ধর্ম হলে শান্তি হবে। সব ধর্ম মিলেমিশে এক হতে তো পারে না। ত্রিমূর্তির মহিমাও আছে। ত্রিমূর্তির চিত্র অনেকেই নিজের কাছে রাখে। এই কথাও জানে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। কিসের ? শুধুমাত্র শান্তির নয়। শান্তি ও সুখের স্থাপনা হয়। এই ভারতেই ৫ হাজার বছর পূর্বে যখন এনার রাজত্ব ছিলো তখন নিশ্চয়ই বাকি সব জীব আত্মারা, জীব অর্থাৎ দেহ ত্যাগ করে নিজের ঘরে অর্থাৎ পরমধামে থাকবে। এখন চাইছে এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক ভাষা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - বাবা শান্তি, সুখ, সম্পত্তির স্থাপনা করছেন। এক রাজ্য অবশ্যই এখানেই হবে তাইনা। একটি রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে - এই কথাটি নতুন নয়। অনেক বার এক রাজ্যের স্থাপনা হয়েছে। তারপরে অনেক ধর্মের বৃদ্ধি হতে হতে বৃষ্টিটি বিশাল হয় তখন বাবাকে আসতে হয়। আত্মা শোনে, পড়া করে, আত্মায় সংস্কার থাকে। আমরা আত্মারা ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করি। বাচ্চাদের এই কথায় নিশ্চয় বুদ্ধি হতে অনেক পরিশ্রম লাগে। বাচ্চারা বলে বাবা ঋণে ঋণে ভুলে যাই আমরা। বাবা বোঝান - এই হলো গোলক ধাঁধার খেলা। যাতে তোমরা আটকে গেছো, জানো না যে আমরা নিজের ঘর (পরমধাম) বা রাজধানী (সত্যযুগ) কীভাবে যাব। এখন বাবা বুঝিয়েছেন আগে কিছুই জানতে না। আত্মা পাথরবুদ্ধি হয়ে যায়। পাথরবুদ্ধি ও স্পর্শবুদ্ধি ভারতেই গায়ন আছে। পাথর বুদ্ধি রাজারা এবং স্পর্শবুদ্ধি রাজারা এখানেই অবস্থান করে। পারসনাতের মন্দির এখানেই আছে। এখন তোমরা জানো আমরা আত্মারা কোথা থেকে পার্ট প্লে করতে আসি। আগে তো কিছুই জানতে না। একেই বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো কাঁটার জঙ্গল। ফুলের বাগানে আগুন লেগেছে, এমন কথা কখনও শোনো নি হয়তো। সদা জঙ্গলে আগুন লাগে। এও তো জঙ্গল, এতে আগুন অবশ্যই লাগবে। বিশ্বে আগুন লাগবে। এই সম্পূর্ণ দুনিয়াকে বিশ্ব বলা হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে জেনেছো। সম্মুখে বসে আছো। যে গানটি করতে তোমার সঙ্গেই বসি....। সেসব কিছু হচ্ছে এখন। ভগবানুবাচ তাই তোমরা অবশ্যই পড়বে, তাইনা। ভগবানুবাচ বাচ্চাদের জন্যেই হবে নিশ্চয়ই। তোমরা জানো ভগবান পড়ান। ভগবান কে ? নিরাকার শিবকেই বলা হবে। ভগবান শিবের পূজা এখানে হয়। সত্যযুগে পূজা ইত্যাদি হয় না। স্মরণও করে না। সত্যযুগের রাজধানীর ফল ভক্তদের প্রাপ্ত হয়। তোমরা বুঝেছো আমরা বেশী ভক্তি করি তাই আমরা সর্ব প্রথমে বাবার কাছে আসি। পরে আমরা-ই রাজধানীতে আসবো। অতএব বাচ্চাদের পুরোপুরি পুরুষার্থ করা উচিত - নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করার জন্য। বাচ্চাদের ইচ্ছে হয় শীঘ্র যেন নতুন ঘরে যেতে পারি। শুরুতে ঘর নতুন হবে তারপরে পুরানো হতে থাকবে। ঘরে বাচ্চাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পুত্র, পৌত্র ইত্যাদি তো পুরানো ঘরে আসবে তাইনা। তারা বলবে এই আমাদের দাদু, ঠাকুরদার বাড়ি। পরে আসবে অনেকে। যতখানি জোর দিয়ে পুরুষার্থ করবে ততখানি শুরুতে নতুন ঘরে আসবে। পুরুষার্থ করার যুক্তি বাবা খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেন। ভক্তিতেও পুরুষার্থ তো করতে হয় তাইনা। যারা অনেক ভক্তি করে তারা খ্যাতি অর্জন করে। অনেক ভক্তদের স্ট্যাম্প ইত্যাদি বের করা হয়। জ্ঞানের মালার কোনো নলেজ নেই। প্রথমে জ্ঞান, পরে হয় ভক্তি। এই কথা এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। অর্ধেক সময় হল জ্ঞান - সত্য যুগ-ত্রৈতা। এখন তোমরা বাচ্চারা নলেজফুল হয়ে যাও। টিচার সর্বদা ফুল-নলেজ যুক্ত হয়। স্টুডেন্টও নম্বর অনুযায়ী মার্ক্স পায়। এই হলো অসীমের টিচার। তোমরা হলো অসীমের স্টুডেন্ট, স্টুডেন্টরা তো নম্বর অনুযায়ী পাস হবে। যেমন কল্প পূর্বে হয়েছিল। বাবা বোঝান, তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছো। ৮৪ জন্মে ৮৪ টি টিচার থাকে। পুনর্জন্ম তো অবশ্যই নিতে হবে। প্রথমে নিশ্চয়ই সত্যপ্রধান

দুনিয়া থাকে পরে পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়া হয়। মানুষও নিশ্চয়ই তমোপ্রধান হবে। বৃষ্টিও প্রথমে সতোপ্রধান হয়। নতুন পাতাগুলি হয় খুব সুন্দর। এই বৃষ্টি হলো অসীমের। অনেক ধর্ম আছে। তোমাদের বুদ্ধি এখন অসীমের দিকে যাবে। তোমরাই ৮৪-টি ভিন্ন ভিন্ন জন্ম নিয়েছো। সেসবই হল অবিনাশী। তোমরা জানো কল্প-কল্প ৮৪-র চক্র আমরা পরিচালনা করি। ৮৪-র চক্রে আমরা আসি। ৮৪ লক্ষ জন্ম কোনো মনুষ্য আত্মার হয় না। বিভিন্ন পশু ইত্যাদি অনেক আছে। তাদের গণনা কেউ করতে পারে না। মনুষ্য আত্মা ৮৪ জন্ম নিয়েছে। তাই এই পার্ট প্লে করে ক্লান্ত হয়েছে। দুঃখী হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে। বাবা আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করেন। বাবা বলেন - আমি তমোপ্রধান শরীরে তমোপ্রধান দুনিয়ায় আসি। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়া হল তমোপ্রধান। মানুষ তো বলে দেয় - সারা বিশ্বে শান্তি কীভাবে হবে। তারা বোঝে না যে বিশ্বে কখন শান্তি ছিল। বাবা বলেন তোমাদের ঘরে চিত্র তো রাখা আছে তাইনা। দেবতাদের রাজস্ব ছিল - তখন সারা বিশ্বে শান্তি ছিল, যার নাম ছিল স্বর্গ। নতুন দুনিয়াকেই হেভেন গোল্ডেন এজ বলা হয়। এখন এই পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন করতে হবে। স্বর্গ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বিশ্বে রাজ্য তো দেবতাদেরই ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেক মানুষ যায়। এই কথা কারো বুদ্ধিতে নেই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতের মালিক ছিলেন - এনাদের রাজ্যে অবশ্যই সুখ-শান্তি ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা - যখন এনাদের রাজস্ব ছিল। অর্ধকল্প পরে পুরানো দুনিয়া বলা হয় তাই ব্যবসায়ীরা হিসেবের খাতায় স্বস্তিকা ঐকে রাখে। এরও কিছু অর্থ আছে তাইনা। তারা তো গণেশ বলে দেয়। গণেশকে বিঘ্ন বিনাশক দেবতা ভাবে। স্বস্তিকায় সমান রূপে ৪-টি ভাগ থাকে। এই সব হল ভক্তিমার্গ। এখন দীপাবলী উৎসব পালন করা হয়, বাস্তবে প্রকৃত সত্য দীপাবলী হলই স্মরণের যাত্রা যার দ্বারা আত্মার জ্যোতি ২১ জন্মের জন্যে জাগ্রত হয়ে যায়। অনেক জন্ম হয়। বাচ্চারা, তোমাদের অনেক খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। এখন তোমাদের নতুন খাতা শুরু হচ্ছে - নতুন দুনিয়ার জন্যে। ২১ জন্মের জন্যে খাতা এখন জমা করতে হবে। এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে শুনছো। নিজেকে আত্মা ভেবে শুনলে খুশীর অনুভূতি হতে থাকবে। বাবা আমাদের পড়ান। ভগবানুবাচও বলা হয়। ভগবান তো হলেন এক। নিশ্চয়ই ভগবান এসে শরীর ধারণ করবেন, তখন ভগবানুবাচ বলা হয়। এই কথা কেউ জানেনা তাই নেতি-নেতি বলে দিয়েছে। যদিও বলে উনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। তারপরে বলে দেয় - আমরা জানিনা। তারা বলে শিববাবা, ব্রহ্মাকেও বাবা বলে। বিষ্ণুকে বাবা বলে না। প্রজাপিতা অর্থাৎ উনি বাবা হলেন তাইনা। তোমরা হলে বি.কে., প্রজাপিতা নাম না দিলে বুঝবে না। অনেক বি.কে. আছে তাই প্রজাপিতা অবশ্যই থাকবে তাই প্রজাপিতা শব্দটি নিশ্চয়ই লিখবে। তখন বুঝবে প্রজাপিতা তো হলেন আমাদের পিতা। নতুন সৃষ্টি অবশ্যই প্রজাপিতা রচনা করবেন। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই পরে শরীর ধারণ করে হয়ে যাই ভাই-বোন। শিববাবার সন্তান তো অবিনাশী পরে সাকারে বোন-ভাই প্রয়োজন হয়। অতএব নাম হল প্রজাপিতা ব্রহ্মা। কিন্তু ব্রহ্মাকে আমরা কেউ স্মরণ করি না। লৌকিক ও পারলৌকিককে স্মরণ করে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে কেউ স্মরণ করে না। দুঃখে শিববাবাকে স্মরণ করে, ব্রহ্মাকে নয়। বলবে হে ভগবান। হে ব্রহ্মা বলবে না। সুখে তো কাউকে স্মরণ করে না। স্বর্গে তো সুখ ই থাকে। এই কথাও কেউ জানেনা। তোমরা জানো এই সময় হল তিনজন পিতা। ভক্তিমার্গে লৌকিক ও পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে। সত্যযুগে শুধুমাত্র লৌকিক পিতাকে স্মরণ করে। সঙ্গমে তিনজনকে স্মরণ করে। লৌকিকও আছে কিন্তু জানে ওই হল দৈহিক জগতের পিতা। তার কাছে দৈহিক জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখন আমরা অসীম জগতের পিতাকে পেয়েছি যাঁর কাছে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এই কথাটি বুঝতে হবে। এখন অসীম জগতের পিতা এসেছেন ব্রহ্মার দেহে - বাচ্চাদের অর্থাৎ আমাদের অসীমের সুখ প্রদান করতে। তাঁর আপন হয়ে আমরা অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এই উত্তরাধিকার যেন দাদুর কাছে প্রাপ্ত হয় - ব্রহ্মা দ্বারা, তিনি বলেন তোমাদেরকে উত্তরাধিকার আমি প্রদান করি। আমিই পড়াই। জ্ঞান আমার কাছে আছে। যদিও না মানুষের জ্ঞান আছে, না দেবতাদের জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে আমার কাছে। বাচ্চারা, যা আমি তোমাদেরকে প্রদান করি। এই হল আত্মিক জ্ঞান।

তোমরা জানো আত্মিক পিতা দ্বারা আমাদের এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। এমন করে বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। গানও আছে মনের জিতই হল জিত, মনের হার ই হল হার বাস্তবে বলা উচিত - মায়াকে জয় করা কারণ মনকে জয় করা যায় না। মানুষ বলে মনে শান্তি হবে কীভাবে? বাবা বলেন আত্মা কী করে বলবে মনে শান্তি হবে কীভাবে। আত্মা তো হল-ই শান্তিধাম নিবাসী। আত্মা যখন শরীরে আসে তখনই কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাবা বলেন তোমরা এখন নিজ স্বধর্মে স্থিত হও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মার স্বধর্ম হল শান্ত হয়ে থাকা। আর কোথায় শান্তি খুঁজে পাবে। এই বিষয়ে রানীর গলার হারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। সন্ন্যাসীরা দৃষ্টান্ত দেন এবং পরে নিজেরা জঙ্গলে গিয়ে শান্তির খোঁজ করেন। বাবা বলেন তোমরা আত্মা, তোমাদের ধর্মই হলো শান্তি। শান্তিধাম তোমাদের নিবাস, যেখান থেকে তোমরা পার্ট প্লে করতে আসো। শরীর দ্বারা তোমাদের কর্ম করতে হয়। শরীর থেকে পৃথক হলেই চারিপাশে নিস্তরঙ্গতা ছড়িয়ে পড়ে। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে এই নিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। ফিরে তো আসবে না। কিন্তু মোহ কষ্ট দেয়।

স্বর্গে তোমাদের মোহ কষ্ট দেবে না। সেখানে ৫টি বিকার নেই। রাবণরাজ্যও নেই। স্বর্গ হলো রাম রাজ্য। সর্বদা রাবণ রাজ্য থাকলে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কখনও সুখ দেখতে পায় না। এখন তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছো এবং ত্রিকালদর্শীও হয়েছো। মানুষ পিতাকে জানে না তাই নাস্তিক বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বলা হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এই শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছু পাস্ট হয়েছে, সেসবই হলো ভক্তিমার্গ। এখন তোমরা রয়েছে জ্ঞান মার্গে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কত ভালোবেসে নয়নে বসিয়ে নিয়ে যান। সবাইকে গলার হার বানিয়ে নিয়ে যাই। সবাই তো প্রার্থনা করে। যারা কাম চিতায় বসে কালো হয়ে যায় তাদের জ্ঞান চিতায় বসিয়ে, হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এখন তোমাদের কাজ হলো পড়াশোনা করা, অন্য কথায় মন দেওয়ার দরকার নেই। কীভাবে মরবো, কি হবে....এইসব কথায় মন দেবে কেন। এই সময়টি হলো বিনাশের সময়, সব হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফিরে যাবো। এই অসীমের ড্রামার রহস্য বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আর কারো বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা জানে আমরা বাবার কাছে কল্প-কল্প আসি, অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে। আমরা হলাম জীব আত্মা। বাবাও দেহে এসে প্রবেশ করেছেন। বাবা বলেন আমি সাধারণ দেহে আসি, এনাকেও এই কথা বোঝাই যে তুমি নিজের জন্মের কাহিনী জানো না। অন্য কেউ এমন বলতে পারে না যে বাচ্চারা, দেহী অভিমানী হও, বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্মরণের যাত্রায় থেকে প্রতিদিন প্রকৃত সত্য দীপাবলী উৎসব পালন করতে হবে। নিজের নতুন খাতায় ২১ জন্মের জন্যে জমা করতে হবে।

২) ড্রামার রহস্য বুদ্ধিতে রেখে পড়াশোনা ব্যতীত অন্য কোনো কথায় মন দেবে না। সব রকমের হিসেব-নিকেশ মেটাতে হবে।

বরদান:- ভালোবাসার অগ্নি দ্বারা একটি প্রদীপের আলো দিয়ে অনেক গুলি প্রদীপ আলোকিত করতে সক্ষম প্রকৃত সত্য সেবাধারী ভব
যেমন দীপাবলীতে একটি প্রদীপের আলো দিয়ে অনেকগুলি প্রদীপ জ্বালানো হয়, দীপমালা উৎসব পালন করা হয়। প্রদীপের বাতিতে আগুন থাকে, ঠিক তেমনই তোমরা হলে প্রদীপ তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার আগুন আছে। যদি এক একটি প্রদীপের এক একটির সাথে ভালোবাসা থাকে, তাহলে সেটাই হলো প্রকৃত রূপে দীপমালা উৎসব। তাই দেখতে হবে যে আমরা প্রদীপ, আমরা ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে অগ্নিস্বরূপ হয়ে, নিজেদের আলোক দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার মেটাতে সক্ষম প্রকৃত সত্য সেবাধারী।

স্লোগান:- এক বল, এক ভরসা - এই পাঠটি সর্বদা দৃঢ় রাখলে ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যস্থল থেকেও বেরিয়ে আসবে।

14-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- কোন্ পুরুষার্থ সর্বকালের জন্য পূজনীয় করে তোলে ?

*উত্তর:- আত্মার জ্যোতি জাগ্রত করার বা তমোপ্রধান আত্মাকে সতোপ্রধান করার পুরুষার্থ করলে সর্বকালের পূজন যোগ্য হয়ে যাবে। যারা এখন গাফিলতি করে তারা খুব কাঁদবে। যদি পুরুষার্থ করে পাশ না করো, ধর্মরাজের থেকে শাস্তি প্রাপ্ত করবে। শাস্তি প্রাপ্ত হলে পূজিত হবে না। সাজা প্রাপ্ত হলে মাথা উঁচু করতে পারবে না।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের পিতা বোঝাচ্ছেন। সর্বপ্রথমে তো বাচ্চাদের বোঝান যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় (সুনিশ্চিত) করো। প্রথমে আত্মা, পরে শরীর। প্রদর্শনীতেই হোক বা মিউজিয়ামে, ক্লাসে সবার আগে সাবধান করে দিতে হয় নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা যখন বসে, সকলে দেহী-অভিমানী হয়ে বসে না। এখানে বসেও কোথায় কোথায় চিন্তা যায়। সংসঙ্গে কোনো সাধু প্রমুখ না আসা পর্যন্ত বসে বসে কি করে ? কোনো না কোনো খেয়ালে বসে থাকে। আবার সাধু এলে তখন কথা ইত্যাদি শুনতে থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন- এই সব হলো ভক্তি মার্গে শোনা আর শোনানো। বাবা বোঝান এই সব হলো- আর্টিফিশিয়াল (নকল)। এতে কিছুই নেই। দীপমালাও আর্টিফিশিয়াল পালন করে। বাবা বুঝিয়েছেন- জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হলে প্রতিটি গৃহ আলোকোজ্জ্বল হবে। এখন তো প্রতিটি গৃহ অন্ধকার। এই সব হলো বাইরের প্রকাশ। তোমরা নিজেদের জ্যোতি জাগ্রত করার জন্য একদম শান্ত হয়ে বসো। বাচ্চারা জানে যে, স্বধর্মে থাকলে পাপ খন্ডন হয়ে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ এই স্মরণের যাত্রাতেই খন্ডিত হয়। আত্মার জ্যোতি যে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। শক্তির সমস্ত পেট্রল শেষ হয়ে গেছে, সেটা আবার পূর্ণ হয়ে যাবে, কারণ আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। কতো রাত-দিনের পার্থক্য। এখন লক্ষ্মীর কতো পূজা হয়। কোনো বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে লক্ষ্মী বড় না সরস্বতী মা বড়। লক্ষ্মী তো একই হয়- শ্রী নারায়ণের। যদি মহালক্ষ্মীকে পূজা করা হয় তো ওনার ৪ হাত দেখানো হয়। ওতে দুই জনই এসে যায়। বাস্তবে ওটাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা বলা যায়। চতুর্ভুজ যে, দুই জন একত্রে। কিন্তু মানুষের কিছুই বোধ নেই। অসীম জগতের বাবা বলেন, সকলেই অবুঝ হয়ে পড়ে আছে। লৌকিক পিতা কখনো সমগ্র দুনিয়ার বাচ্চাকে কি আর অবুঝ বলবে ! বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো, বিশ্বের পিতা কে। তিনি নিজে বলেন, আমি হলাম সকল আত্মার পিতা। তোমরা সকলে হলে আমার বাচ্চা। সাধুরা তো বলে দেবে যে সব হলো ভগবান আর ভগবান। তোমরা জানো যে অসীম জগতের পিতা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের অসীম জগতের জ্ঞান বোঝাচ্ছেন। মানুষের তো দেহ- অভিমান থাকে - আমি হলাম অমুক...। শরীরের উপর যে নাম নির্ধারিত হয়েছে, তার উপর চলতে থাকে। এখন শিববাবা তো হলেন নিরাকার, সুপ্রিম সোল। সেই আত্মার নাম হলো শিব। সেই আত্মার একটাই নাম হলো শিববাবার। ব্যাস্, তিনি হলেন পরমাত্মা, ওনার নাম হলো শিব। এছাড়া যে অনেক অনেক আত্মারা আছে তাদের সকলের শরীরের নাম নির্ধারিত হয়। শিববাবা এখানে থাকেন না, তিনি তো পরমধাম থেকে আসেন। শিব অবতরণও হয়। এখন বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন- সকল আত্মারা এখানে আসে ভূমিকা পালন করতে। বাবারও ভূমিকা আছে। বাবা তো এখানে অনেক বড় কাজ করেন। অবতার মানলে তো তাঁর হলি-ডে আর স্ট্যাম্প ইত্যাদি হওয়া উচিত। সব দেশে হলিডে হওয়া উচিত, কারণ বাবা তো হলেন সকলের সঙ্গতি দাতা। ওঁনার জন্মদিন আর চলে যাওয়ার দিন, ডেট ইত্যাদিও জানতে পারা যায় না। কারণ তিনি তো হলেন সব কিছুর থেকেই সম্পূর্ণ পৃথক । সেইজন্য শুধু শিবরাত্রি বলে দেওয়া হয়। তোমরা বাচ্চারা এটাও জানো অর্ধ-কল্প হলো অসীম জগতের দিন, অর্ধ- কল্প হলো অসীম জগতের রাত। রাত সম্পূর্ণ হয়ে তারপর দিন হয়। ওর মধ্যবর্তী সময়ে বাবা আসেন। এটা তো হলো অ্যাকুরেট টাইম। মানুষ জন্মালে যেমন মিনিউসিপ্যালিটিতে নোট করায়, আবার ৬ দিন পরে তার নাম রাখে, ওকে বলে- নামকরণ। কেউ ষষ্ঠী বলে। ভাষা তো অনেক আছে। লক্ষ্মীর পূজা করে- আতসবাজি পোড়ায়। তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে, এই যে আপনারা লক্ষ্মী-নারায়ণের উৎসব পালন করেন, এরা কবে সিংহাসনে বসেছিলেন ? সিংহাসনে বসারই তো করোনেশন (অভিষেক) পালন করে, ওদের জন্ম দিবস পালন করে না। লক্ষ্মীর ছবি থালাতে রেখে তার থেকে কেবল ধন চায়। ব্যাস্ আর কিছু না। মন্দিরে গিয়ে যদিও বা কিছু চায়, কিন্তু দীপমালার দিন তো ওরা শুধু পয়সা চায়। পয়সা কি আর দেয় ! এটা হলো যেমন-যেমন ভাবনা... যদি কেউ সত্যিকারের ভাবনা নিয়ে পূজা করে তো অল্প সময়ের জন্য ধন প্রাপ্ত হতে পারে। এটা হলো অল্প সময়ের সুখ। কোথাও তো স্থায়ী সুখও হয়, তাই না ! স্বর্গের ব্যাপারে তো ওদের জানাই নেই। এখানে স্বর্গের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। তোমরা জানো যে

অর্ধ-কল্প হলো জ্ঞান, অর্ধ- কল্প হলো ভক্তি। তারপর হয় বৈরাগ্য। বোঝানো হয়ে থাকে- এটা হলো পুরানো ঘৃণ্য দুনিয়া, এই জন্য আবার নূতন দুনিয়া অবশ্যই চাই। নূতন দুনিয়া বৈকুণ্ঠকে বলে, বৈকুণ্ঠকে হেভেন, প্যারাডাইস বলা হয়ে থাকে। এই ড্রামার পার্টধারীও হলো অবিনাশী। বাচ্চারা, তোমাদের জ্ঞাত হয়েছে আমরা আত্মারা কীভাবে ভূমিকা পালন করি। বাবা বুঝিয়েছেন- কাউকে প্রদর্শনী দেখাতে গেলে সর্বপ্রথম এইম অবজেক্ট বোঝাতে হবে। সেকেন্ডে জীবন-মুক্তি কীভাবে প্রাপ্ত হয়, জন্ম- মরণে তো অবশ্যই আসতেই হবে। তোমরা সিঁড়ির উপরে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। রাবণ রাজ্যেই ভক্তি শুরু হয়। সত্যযুগে ভক্তির নাম - চিহ্নও থাকে না। জ্ঞান আর ভক্তি দুই পৃথক যে না! এখন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আছে। তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হতে চলেছে। বাবা সবসময় বাচ্চাদের জন্য সুখদায়ীই হন। বাচ্চাদের জন্যই বাবার কতো মাথা ব্যথা। বাচ্চার জন্যই গুরুদের কাছে যায়, সাধুদের কাছে যায়। যে করেই হোক বাচ্চা হোক, কারণ মনে করে বাচ্চা হলে তাদের সম্পত্তি তাকে দিয়ে যাবে। বাচ্চা হলে তাদের আমরা উত্তরাধিকারী করবো। তাই বাবা কি আর কখনো বাচ্চাদের দুঃখ দিতে পারেন ! ইম্পসিবল্। তোমরা মাতা-পিতা বলে কতো কাঁদতে থাকো। তাই বাচ্চাদের আত্মিক পিতা সবাইকে সুখের রাস্তাই বলেন। সুখ প্রদান করতে সক্ষম হলেন একমাত্র বাবা। দুঃখ হরণকারী আর সুখ প্রদানকারী হলেন এক আত্মিক পিতা। এই বিনাশও হলো সুখের জন্যই। সেটা না হলে মুক্তি-জীবনমুক্তি কীভাবে প্রাপ্ত হবে ? কিন্তু এটাও কি আর কেউ বুঝতে পারে! এখানে তো সব হলো গরীব, অবলারা নিজেদেরকে আত্মা রূপে সুনিশ্চিত করতে পারে। এছাড়া বড় লোকদের দেহ-অভিমান এতো বেশী রকম হয়ে গেছে যে বলার নয়। বাবা বারংবার বোঝান- তোমরা হলে রাজ ঋষি। ঋষি সবসময় তপস্যা করে। তারা তো ব্রহ্মকে, তত্ত্বকে স্মরণ করে বা কোনো কালী ইত্যাদি দেবীকেও স্মরণ করে থাকে। অনেক সন্ন্যাসীও আছে যারা কালীকে পূজা করে। মা কালী বলে ডাকতে থাকে। বাবা বলেন- এই সময় সবাই হলো বিকারী। কাম চিতার উপর বসে সব কালো হয়ে গেছে। মা, বাপ, বাচ্চারা সবাই হলো কালো। এ হল অসীম জগতের ব্যাপার। সত্যযুগে কালো বা কুংসিত হয় না, সবাই সুন্দর। তারপর ধীরে ধীরে শ্যামলা বা কুংসিত হয়তে থাকে। এসব বাচ্চারা, তোমাদেরকে বাবা বুঝিয়েছেন। অল্প-অল্প পতিত হতে-হতে শেষে একদমই কালো বা কুংসিত হয়ে যায়। বাবা বলেন রাবণ কাম চিতার উপর তুলে একদমই কালো করে দিয়েছে। এখন আবার তোমাদের জ্ঞান চিতার উপর তুলছি। আত্মাকেই পবিত্র হতে হয়। এখন পতিত-পাবন বাবা এসে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। কিন্তু তোমারা কাউকে বোঝালে কোটির মধ্যে কেউই সাকুল্যে বুঝতে পেরে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। এখন তোমরা বাবার থেকে নিজেদের উত্তরাধিকার নিতে এসেছো- ২১ জন্মের জন্য। তোমরা আরো এগোলে অনেক সাক্ষাৎকার করবে। তোমরা যা কিছু পড়ছ সে সবার অর্থও বুঝতে পারবে। যারা এখন গাফিলতি বা অবহেলা করছে পরে খুব কাঁদবে। শাস্তিও তো অনেক হয়, তাই না! আবার পদও ব্রষ্ট হয়ে যায়। মাথা উঁচু করতে পারবে না, সেইজন্য বাবা বলেন- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, পুরুষার্থ করে পাশ করে যাও, যাতে কোনো শাস্তিই না পেতে হয়, তবে পূজন যোগ্যও হবে। শাস্তি পেলে তবে পূজা করা যাবে কি আর ! বাচ্চারা, তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করা উচিত। নিজের আত্মার জ্যোতি জাগৃত করতে হবে। এখন আত্মা তমোপ্রধান হয়ে আছে, তাকেই সতোপ্রধান করতে হবে। আত্মা হলোই বিন্দু। ধ্রুবতারা একটাই। তার আর কোনো নাম রাখতে পারা যায় না। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে তাদের সাক্ষাৎকার হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ আর পরমহংসের বিষয়েও বলা হয়। বিবেকানন্দ দেখলেন পরমহংসের থেকে একটা লাইট বেরিয়ে গেল ! মানে তো আত্মাই বেরিয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন সে আমার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন। এখন আত্মা আর কোথাও এসে কি বিলীন হতে পারে আর ! সে তো গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে। শেষের দিকে তোমরা অনেক দেখবে। নাম আর রূপের থেকে পৃথক কোনো বস্তু হয় না। আকাশে রয়েছে ধ্রুবতারা, তারও তো নাম আছে। এখন এটা তো বাচ্চারা বুঝতে পারে, প্রতি কল্পে যা স্থাপনা হয়ে এসেছে প্রতি কল্পে সেটাই হতে হবে। আমরা ব্রাহ্মণরা নম্বর অনুক্রমে পুরুষার্থ করে চলেছি। যে যে সেকেন্ড চলে যাচ্ছে তাকে ড্রামাই বলা যায়। সমগ্র দুনিয়ার চক্র আবর্তিত হচ্ছে। এটা হল ৫ হাজার বছরের চক্র, উকুনের মতো (ধীরে) আবর্তিত হতেই থাকে। টিক-টিক করতে থাকে, এখন তোমাদের, মানে এই মিষ্টি বাচ্চাদের শুধু বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। চলতে ফিরতে, কাজ করতে করতে বাবাকে স্মরণ করার মধ্যেই কল্যাণ আছে। আবার মায়া চড় মেরে দেবে। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, ভ্রমরের মতো কীটকে নিজের সমান ব্রাহ্মণ করে তুলতে হবে। সেটা তো ভ্রমরের এক দৃষ্টান্ত হলো। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকেই আবার দেবতা হতে হবে, সেইজন্য তোমাদের এটা হলো পুরুষোত্তম হয়ে ওঠার জন্য সঙ্গমযুগ। এখানে তোমরা এসেই থাকো পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে। ব্রাহ্মণ হল টিকি যে না! তোমরা ব্রাহ্মণদের বোঝাতে পারো। বলা, তোমাদের এই ব্রাহ্মণদের তো কুল আছে, ব্রাহ্মণদের রাজধানী নেই। তোমাদের এই কুল কে স্থাপন করেছেন ? তোমাদের বড় কে? তারপর তোমরা যখন বোঝাবে তো খুব খুশী হবে। ব্রাহ্মণকে সম্মান করে কারণ তারা শাস্ত্র ইত্যাদি শোনায়। পূর্বে রাখি বাঁধার জন্যও যেতো। আজকাল তো ছোটো মেয়েরা যায়। তোমাদের তো তাদের রাখি বাঁধতে হবে যারা পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিষ্ঠা অবশ্যই করতে হবে। ভারতকে আবার পবিত্র করার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠা করছি। তোমরাও পবিত্র হও, অন্যান্যদেরও পবিত্র

করে তোলা। আর কারোর জোর নেই যে এইরকম বলতে পারবে। তোমরা জানো যে এই শেষের জন্ম পবিত্র হওয়ার জন্য, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়। তোমাদের ধান্ধাই হলো এটা। এইরকম মানুষ কেউ হয় না। তোমাদের গিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করাতে হবে। বাবা বলেন কাম হলো মহাশত্রু, এর উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। এর উপর বিজয়ী হলেই তোমরা জগতজিত হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ অবশ্যই আগের জন্মে পুরুষার্থ করেছিলো, তাই তো এইরকম হয়েছে। এখন তোমরা বলতে পারো- কোন্ কর্মের ফলে এদের এই পদ প্রাপ্ত হয়েছে, এতে হতাশ হওয়ার মতো তো কোনো কথাই নেই। তোমাদের এই দীপমালা ইত্যাদির খুশী নেই। তোমাদের তো খুশী আছে- আমরা বাবার হয়েছে, ওঁনার থেকে আমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। ভক্তি মার্গে মানুষ কতো খরচা করে। কতো লোকসানও হয়ে যায়। আগুণ লেগে যায়। কিন্তু বোঝে না। তোমরা জানো যে এখন আমরা আবার নিজেদের নূতন গৃহে ফিরে যেতে উদ্যোগী। চক্র আবার হুবহু রিপিট(পুনরাবৃত্তি) হবে ! এ হলো অসীম জগতের ফিল্ম। অসীম জগতের স্লাইড। অসীম জগতের বাবার হয়েছে তো অন্তর থেকে খুশী হওয়া উচিত। আমরা বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করবো। বাবা বলেন পুরুষার্থের দ্বারা যা চাই তাই নিয়ে নাও। পুরুষার্থ তোমাদের অবশ্যই করতে হবে। পুরুষার্থের দ্বারাই তোমরা উচ্চ মানের হতে পারো। এই বুড়ো বাবা (ব্রহ্মা বাবা) এতো উচ্চ হতে পারেন তো তোমরা কেন হতে পারো না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যেমন বাচ্চাদের প্রতি সদা সুখদায়ী, সেইরকম সুখদায়ী হতে হবে। সবাইকে মুক্তি - জীবনমুক্তির রাস্তা বলে দিতে হবে।

২) দেহী - অভিমানী হয়ে ওঠার তপস্যা করতে হবে। এই পুরানো ছিঃ ছিঃ(ঘৃণ্য) দুনিয়ার থেকে অসীম জগতের বৈরাগী হতে হবে।

বরদানঃ- দিব্য গুণ সমূহের আহ্বানের দ্বারা সমস্ত অবগুণের আহুতি দিয়ে সন্তুষ্ট আত্মা ভব দীপাবলিতে যেমন বিশেষ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা আর উপার্জনের বিষয়ে খেয়াল রাখে, সেইরকম তোমরাও সব রকমের পরিচ্ছন্নতা আর উপার্জনের লক্ষ্য রেখে সন্তুষ্ট আত্মা হও। সন্তুষ্টতা দ্বারাই সর্ব দিব্য গুণের আহ্বান করতে পারবে। তাতে অবগুণের আহুতি স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে যাবে। ভিতরে যে দুর্বলতা, ঘাটতি, নির্বলতা, কোমলতা আছে, সেই সব কিছুকে সমাপ্ত করে এখন নূতন খাতা শুরু করো আর নূতন সংস্কার গুলির নূতন বস্ত্র ধারণ করে সত্যিকারের দীপাবলি পালন করো।

স্লোগানঃ- স্বমানের সিটে সর্বদা সেট থাকতে হলে দূঢ় সংকল্পের বেল্ট খুব ভালো ভাবে বেঁধে নাও।

"কর্মাভীত স্থিতির লক্ষণ সমূহ"

আজ অব্যক্ত বাপদাদা 'অব্যক্ত স্থিতি ভব' এই বরদানপ্রাপ্ত তাঁর আপন বাচ্চাদের তথা অ-ব্যক্ত ফরিস্তাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। এই অব্যক্ত মিলন এই সারা কল্পে এখন এই একবারই সম্ভবে হয়। সত্যযুগেও দেব মিলন হবে, কিন্তু ফরিস্তাদের মিলন, অব্যক্ত মিলন এই সময়ই হয়। নিরাকার বাবাও অব্যক্ত ব্রহ্মাবাবার দ্বারা মিলন উদযাপন করেন। নিরাকারেরও ফরিস্তাদের এই জলসা অতি প্রিয়, সেইজন্য নিজধাম ছেড়ে আকার বা সাকার দুনিয়ায় মিলন উদযাপন করতে এসেছেন। ফরিস্তা বাচ্চাদের স্নেহের আকর্ষণে বাবাকেও রূপ বদল করে, বেশ বদল করে বাচ্চাদের সংসারে আসতেই হয়। এই সঙ্গমযুগ বাবা আর বাচ্চাদের অতি প্রিয় ও অনুপম সংসার। স্নেহ আকর্ষণের সবচাইতে বড় শক্তি, যা বন্ধনমুক্ত, দেহ-মুক্ত পরম-আত্মাকেও স্নেহের বন্ধনে বেঁধে দেয়, অশরীরীকেও লোনের শরীরধারী বানায়। এটাই বাচ্চাদের স্নেহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আজকের দিনে চতুর্দিকের অনেক বাচ্চার স্নেহধারা, স্নেহের সাগরে অন্তর্লীন হওয়ার দিন। বাচ্চারা বলে আমরা বাপদাদার সাথে মিলিত হতে এসেছি। বাচ্চারা মিলিত হতে এসেছে, নাকি বাচ্চাদের সাথে বাবা মিলিত হতে এসেছেন? নাকি উভয়েই মধুবনে মিলিত হতে এসেছেন? বাচ্চারা স্নেহের সাগরে অবগাহন করতে এসেছে, কিন্তু বাবা হাজার হাজার গঙ্গায় অবগাহন করতে আসেন, সেইজন্য গঙ্গা-সাগরের মেলা বিচিত্র মেলা। তোমরা স্নেহের সাগরে মিশে সাগর সমান হয়ে যাও। আজকের দিনকে বাবা সমান হওয়ার স্মৃতি দিবস অর্থাৎ শক্তি-দিবস বলা হয়। কেন? আজকের দিন ব্রহ্মাবাবার বাবা সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হওয়ার স্মারক দিবস। ব্রহ্মা বাচ্চা তথা বাবা, কারণ ব্রহ্মা বাচ্চাও, বাবাও। আজকের দিনে,

- ব্রহ্মা বাচ্চারূপে স্নেহ-স্বরূপে সুযোগ্য বাচ্চা হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন।
- তিনি সমান হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন।
- অতিশয় প্রিয় এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার প্রমাণ দিয়েছেন।
- বাবা সমান কর্মাভীত অর্থাৎ কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, স্বতন্ত্র হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন।
- সারা কল্পের কর্মের হিসেব-নিকেশ থেকে মুক্ত হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন।

সেবার জন্য স্নেহের বন্ধন ব্যতীত অন্য কোনও বন্ধন নেই। সেবাতেও সেবার বন্ধনে তিনি আবদ্ধ সেবাধারী নন, কেননা, সেবাতে কেউ কেউ বন্ধনমুক্ত হয়ে সেবা করে আর কেউ কেউ বন্ধনযুক্ত হয়ে। ব্রহ্মাবাবাও সেবাধারী। কিন্তু সেবায় সীমিত পরিসরের ইচ্ছাগুলোর রয়্যাল রূপ সেবারও হিসেব-নিকেশের বন্ধনে বাঁধা। যেমনই হোক, প্রকৃত সেবাধারী এই হিসেব-নিকেশ থেকেও মুক্ত। একেই বলে, কর্মাভীত স্থিতি। ঠিক যেমন দেহের বন্ধন, দেহের সম্বন্ধের বন্ধন, সেইরকমই সেবাতে স্বার্থের উদ্দেশ্যও বন্ধন, কর্মাভীত হওয়া অর্থাৎ এই রয়্যাল হিসেব-নিকেশ থেকেও মুক্ত।

মেজরিটি যারা এসেছে গীতা পাঠশালার নিমিত্ত সেবাধারী, তাই না! সুতরাং সেবা অর্থাৎ অন্যদেরও মুক্ত বানানো। অন্যকে মুক্ত করতে করতে নিজেকে বন্ধনে বেঁধে দাও না তো? নষ্টমোহ হওয়ার পরিবর্তে লৌকিক বাচ্চা প্রভৃতি এদের থেকে মোহ ত্যাগ করে স্টুডেন্টের প্রতি মোহ থাকে না তো? ইনি খুব ভালো, খুব ভালো, ভালো-ভালো মনে করে আমিত্বভাবের ইচ্ছার বন্ধনে বেঁধে যাও না তো? সোনার শিকলে তো ভালো লাগে না, তাই না? সুতরাং আজকের দিন সীমিত পরিসরের আমিত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থাৎ কর্মাভীত হওয়ার অব্যক্ত

দিবস উদযাপন করো। একেই স্নেহের প্রমাণ বলে। কর্মাভীত হওয়া - সেবার এই লক্ষ্য তো ভালো। এখন চেক করো - কর্মের বন্ধন থেকে কতখানি স্বতন্ত্র তথা মুক্ত হয়েছ? প্রথমতঃ, লৌকিক এবং অলৌকিক, কর্ম আর সম্বন্ধ উভয়তঃ স্বার্থ ভাব থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, বিগত জন্মের কর্মের হিসেব-নিকেশ এবং বর্তমান পুরুষার্থের দুর্বলতার কারণে কোনরকম

ব্যর্থ সংস্কার-স্বভাবের বশবর্তী হওয়া থেকে মুক্ত হয়েছ ? কখনও কোনও দুর্বল স্বভাব- সংস্কার অথবা বিগত সংস্কার-স্বভাব যদি তোমাদের প্রভাবিত করে তাহলে তোমরা বন্ধনযুক্ত, বন্ধনমুক্ত নও । এইরকম ভেবোনা যে আমি চাই না কিন্তু স্বভাব কিংবা সংস্কার আমাকে দিয়ে করায় । এটাও বন্ধনমুক্ত হওয়ার লক্ষণ নয়, বরং বন্ধনযুক্ত থাকা । আরেকটা ব্যাপার হলো, যে কোনও সেবার, সংগঠনের, প্রকৃতির পরিস্থিতি তোমার স্বস্থিতিকে তথা শ্রেষ্ঠ স্থিতিকে যদি টলোমলো করে দেয়, তাহলে সেটাও বন্ধনমুক্ত স্থিতি নয় । এই বন্ধন থেকেও মুক্ত হও । আর তৃতীয়তঃ, পুরানো দুনিয়ায় পুরানো অস্তিম শরীরে কোনরকম ব্যাধি হয়তো তোমার শ্রেষ্ঠ স্থিতিকে অস্থির করে তুলবে, এর থেকেও মুক্ত হও । এক হলো, ব্যাধি আসা, কিন্তু আরেকটা বিষয় হলো ব্যাধির তোমাদেরকে নড়বড়ে করে দেওয়া । সুতরাং ব্যাধি আসা ভবিষ্যৎ, কিন্তু স্থিতি নড়বড়ে হয়ে যাওয়া বন্ধনযুক্ত হওয়ার লক্ষণ । স্বচিন্তন, জ্ঞান চিন্তন, শুভচিন্তক হওয়ার চিন্তনের পরিবর্তে শরীরের ব্যাধির চিন্তনকারী হওয়া থেকে মুক্ত হও, কারণ প্রকৃতির অর্থাৎ শরীরের অধিক চিন্তন চিন্তার রূপে বদলে যায় । সুতরাং এর থেকে মুক্ত হওয়াকেই বলে কর্মাতীত স্থিতি । এই সব বন্ধনকে পরিত্যাগ করাই কর্মাতীত স্থিতির লক্ষণ । ব্রহ্মাবাবা এই সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কর্মাতীত স্থিতি প্রাপ্ত করেছেন । সুতরাং আজ এই দিবস ব্রহ্মাবাবা সমান কর্মাতীত হওয়ার দিবস । আজকের এই দিবসের মহত্ব বুঝেছ ? আচ্ছা ।

আজকের সভা বিশেষ সেবাদারী অর্থাৎ যারা পুণ্য আত্মা হতে চলেছে তাদের সভা । গীতা পাঠশালা খোলা অর্থাৎ পুণ্য আত্মা হওয়া । সবচাইতে বড় পুণ্য সব আত্মাকে সদাসর্বদার জন্য অর্থাৎ অনেক জন্মের পাপ থেকে মুক্ত করা, এটাই পুণ্য । নাম খুব সুন্দর - 'গীতা পাঠশালা ।' সুতরাং যারা গীতা পাঠশালার অর্থাৎ যারা নিজেরা সদা গীতা পাঠ করে এবং পড়ায় । গীতা-জ্ঞানের প্রথম পাঠ হলো অশরীরী আত্মা হওয়া আর অন্তিম পাঠ - নষ্টমোহ, স্মৃতিস্বরূপ হওয়া । সুতরাং প্রথম পাঠ বিধি আর অন্তিম পাঠ বিধি দ্বারা সিদ্ধি । তাইতো যারা গীতা পাঠশালার তারা সবসময় এই পাঠ পড়ে নাকি শুধু মুরলী শোনায় ? কারণ প্রকৃত গীতা পাঠশালার বিধি এটাই, প্রথমে নিজের জন্য পড়া অর্থাৎ সেইরকম নিজেকে তৈরি করে তারপরে অন্যকে নিমিত্ত হয়ে পড়ানো । তাহলে, গীতা পাঠশালার তোমরা সবাই এই বিধিতে সেবা করো ? কারণ তোমরা সবাই এই বিশ্বের সামনে পরমাত্ম- পার্থের স্যাম্পল । তাইতো, স্যাম্পলের মহত্ব আছে । স্যাম্পল অনেক আত্মাকে এইরকম হওয়ার প্রেরণা দেয় । সুতরাং যারা গীতা পাঠশালার তাদের উপরে অনেক বড় দায়িত্ব । যদি স্যাম্পল হওয়াতে তোমরা সামান্য দুর্বলতাও দেখাও তাহলে অনেক আত্মার ভাগ্য বানানোর পরিবর্তে, তাদের ভাগ্য বানানো থেকে বঞ্চিত করার নিমিত্ত হয়ে যাবে কারণ, যারা তোমরা সব নিমিত্ত আত্মাকে দেখে বা শোনে, সাকার রূপে তারা সেটাই করে । বাবা গুপ্ত, তাই না ! সেইজন্য এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম করে দেখাও যাতে তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মকে দেখে, অনেক আত্মা শ্রেষ্ঠ কর্ম করে নিজের ভাগ্যের রেখা শ্রেষ্ঠ বানাতে পারে । সুতরাং এক তো নিজেদেরকে সদা স্যাম্পল মনে করা, আর দুই, সদা নিজের সিংস্বল স্মরণে রাখা । যারা গীতা পাঠশালার, সিংস্বল কি জানো তোমরা ? কমল পুষ্প । বাপদাদা তোমাদের বলেছেন কমল পুষ্প হতে আর এইরকমই আচরণ করতে । কমল হওয়ার সাধন হলো অভ্যাসে পরিণত করা । যদি অভ্যাস না করতে পারো তাহলে কমল হতে পারবে না, সেইজন্য 'স্যাম্পল' আর 'কমল পুষ্পের' সিংস্বল সদা বুদ্ধিতে রাখো । সেবা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, সেবা করার সময় কিন্তু স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে প্রিয় হও । শুধু প্রিয় হয়োনা, স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় হও, কারণ সেবার প্রতি ভালোবাসা ভালো ব্যাপার কিন্তু তোমাদের নিশ্চিত হতে হবে যে সেই ভালোবাসা মোহরূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে না । একেই বলে, স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় হওয়া । সেবার নিমিত্ত হয়েছ, এতো খুব ভালো করেছ । পুণ্য আত্মার টাইটেল তো পেয়েই গেছ, সেইজন্যই দেখ তোমাদের বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, কারণ পুণ্যের কাজ করেছ । এখন, বাবা যে সিদ্ধির পাঠ তোমাদের পড়িয়েছেন, সেই সিদ্ধির স্থিতি দ্বারা ভবিষ্যতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকো । বুঝেছ, কি করতে হবে ? আচ্ছা ।

সবাই তোমরা বিশেষ একটা ব্যাপারে প্রতীক্ষায় আছ, সেটা কোন বিষয় ? (বাবা তোমাদের রেজাল্ট শোনাবেন) রেজাল্ট তোমরা শোনাতে নাকি বাবা শোনাবেন ? বাপদাদা কি বলেছিলেন - রেজাল্ট নেবেন নাকি দেবেন ? ড্রামা প্ল্যান অনুসারে যা কিছু ঘটে, যেভাবে ঘটে সেটাকে ভালোই বলা হবে । সবাই তোমরা ভালো লক্ষ্য বজায় রেখেছ এবং যথাসক্তি অনুযায়ী তোমাদের কর্মের মাধ্যমে লক্ষ্য প্রদর্শন করেছ । বহুকালের বরদান নম্বর অনুক্রমে তোমরা ধারণও করেছ আর যে বরদান তোমরা প্রাপ্ত করেছ, এমনকি এখনও তা' বরদানীমূর্ত হয়ে বাবা সমান নিরন্তর বরদান-দাতা হতে থাকো । এখন বাপদাদা কি চান ? তোমরা বরদান প্রাপ্ত করেছ, আর এখন এই বছর বহুকাল বন্ধনমুক্ত অর্থাৎ বাবা সমান কর্মাতীত স্থিতির বিশেষ অভ্যাস করে দুনিয়াকে 'স্বতন্ত্র অথচ প্রিয়' হওয়ার অনুভব করাও । কখনো কখনো অনুভব করার এই বিধি এখন বদল করে বহুকালের অটল, অনড়, নির্বিল্ল, নির্বন্ধন, নির্বিকল্প, নির্বিকর্ম অর্থাৎ নিরাকার, নির্বিকার, নিরহঙ্কারের স্পষ্ট অনুভূতির এই স্থিতি দুনিয়ার সামনে প্রত্যক্ষ রূপে নিয়ে এসো । একেই বলে, বাবা সমান হওয়া । বুঝেছ ?

তোমাদের মধ্যে কতজন রেজাল্টে প্রথমে নিজের প্রতি নিজে সন্তুষ্ট থেকেছে ? কারণ, এক তো নিজের সন্তুষ্টতা, দ্বিতীয় হলো ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তুষ্টতা, তৃতীয় বাবার সন্তুষ্টতা । তিনের রেজাল্টে এখন আরও মার্কস নিতে হবে । সুতরাং সন্তুষ্ট হও, সন্তুষ্ট করো । বাবার সন্তুষ্টমণি হয়ে সদা নিরন্তর ঝলমলে থাকো । বাপদাদার বাচ্চাদের জন্য রিগার্ড থাকে, সেইজন্য গুপ্ত রেকর্ড বানান । ভবিষ্যতে তোমরা এইরকমই হতে চলেছ, সেইজন্য বাবা সদা সম্পন্নতার স্টেজ দেখেন । আচ্ছা ।

সবাই তোমরা সন্তুষ্টমণি, তাই না ! বৃদ্ধি দেখে খুশি হও । তোমরা সবাই তো অপেক্ষায় আছ যে আবু রোড পর্যন্ত ক্যু হবে ! এখন তো শুধু হল ভরেছে, তারপরে তোমরা কি করবে ? তারপরে নিদ্রা যাবে নাকি অথল্ড যোগ করবে ? এটাও ঘটবে, সেইজন্য অগ্নেই খুশি থাকো । তিন পা জমির পরিবর্তে যদি এক পা জমিও পাও, তাহলেও সন্তুষ্ট থাকো । আগে এইরকম হতো - এটা ভেবোনা । পরিবার বৃদ্ধির খুশি উদযাপন করো । আকাশ আর মাটি তো শেষ হয়ে যাবে না, তাই না ! পাহাড়ও তো অনেক আছে । যখন তোমরা ভাবো, এটা হওয়া উচিত ছিল, এটা পাওয়া উচিত ছিল তখনই বিষয়টা বড় হয়ে যায় । তখন দাদীদেরও ভাবনা হয় যে কি করা যায়..কীভাবে করা যায় ! এমন দিনও আসবে যে দিন- দুপুরে ঘুমাতে যাবে, রাতে জাগবে । তারা নিজেদের গরম রাখতে আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে যায়, তোমরা যোগ অগ্নি জ্বালিয়ে বসে যাবে । এটা পছন্দ নাকি খাটিয়া চাই ? বসার জন্য চেয়ার চাই ? পাহাড়ের এই পিঠকে চেয়ার বানিয়ে নিও । যতক্ষণ সাধন আছে সুখ নাও, না থাকে তো পাহাড়-পৃষ্ঠকে চেয়ার (আরাম কেদারা) বানিয়ে নিও । পিঠেরই তো আরাম চাই, আর কিছু তো না ! পাঁচ হাজার লোক যদি আসে চেয়ার তো নিয়ে নিতেই হবে, তাই না ! আর যখন ক্যু হবে তখন বিছানাও ছাড়তে হবে । এভাররেডি থাকো । যদি বিছানা পাও তাহলেও সম্মতি - 'হাঁ জী' আর মাটি পেলেও 'হাঁ জী' । শুরুতে এইরকম অনেক অভ্যাস তোমাদের করানো হয়েছে । ১৫-১৫ দিন পর্যন্ত ওষুধের দোকান বন্ধ থাকতো । এমনকি হাঁপানি পেশেন্টও বাজারার রুটি আর লসিয় পান করতো । কিন্তু অসুস্থ হয়নি, সবাই সুস্থ হয়ে গেছিল । এতো শুরুতেই অভ্যাসের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, সুতরাং অন্তেও তো হবে, তাই না ! তা' নয়তো ভাবো, হাঁপের পেশেন্ট আর তাকে যদি লসিয় দাও তাহলে আগেই সে ঘাবড়ে যাবে । কিন্তু আশীর্বাদের ওষুধ এর সাথে মিশে থাকে, সেইজন্য মন উল্লসিত হয় অর্থাৎ অব্যর্থ ও অত্যাধিক ওষুধে পরিণত হয়ে যায় । তখন সেটা পেপার বলে মনে হয় না । কঠিন মনে হয় না । ত্যাগ নয়, এক্সকার্শন হয়ে যায় । সুতরাং সবাই প্রস্তুত আছ তো নাকি ব্যবস্থাপকের কাছে টিচার্স লিস্ট নিয়ে যাবে ? এই কারণেই অনেককে ডাকা হয়নি, তাই না !

সময়মতো এইসব সাধনের উর্ধ্ব সাধনার সিদ্ধি রূপে অনুভব করবে । তোমরা আধ্যাত্মিক মিলিটারিও তো বটে, তাই না ! মিলিটারির পাটও তো পালন করতে হবে ! এতো এখন স্নেহী পরিবার, ঘর - তোমরা এটাও তো অনুভব করছ ! কিন্তু সময়মতো আত্মন-আশ্রয় মিলিটারি হয়ে উপস্থিত পরিস্থিতিকে সেই স্নেহ দ্বারা পরাস্ত করতে হবে, এটাও মিলিটারির বিশেষত্ব । আচ্ছা ।

গুজরাটের এভাররেডি থাকার বিশেষ বরদান আছে । তোমরা কোনও অজুহাত দাও না - কি করবে, কীভাবে আসবে, রিজার্ভেশন পাওয়া যায় না - কিন্তু এখানে পৌঁছে গেছ । কাছে হওয়াতে সুবিধা । গুজরাটের অজ্ঞাকারী হওয়ার বিশেষ বরদান আছে, কারণ সেবাতেও তোমরা 'হাঁ জী' বলা অর্থাৎ সদা সম্মত, তাই না ! পরিশ্রমের সেবা সদা গুজরাটকে দেওয়া হয়, নয় কি ! রুটি বানানোর সেবা কে করে ? থাকার জায়গা দেওয়ার, দৌড়ঝাঁপ করার সেবা গুজরাট করে । বাপদাদা সব দেখেন । এমন নয় যে বাপদাদা জানতে পারেন না । যারা পরিশ্রম করে তাদের প্রিয়'র প্রীতি প্রাপ্ত হয় । কাছে হওয়ার ভাগ্য আছে তোমাদের আর ভাগ্য-বৃদ্ধির ভালো যুক্তি বজায় রেখেছ । সবাই ভাগ্য-বৃদ্ধি করতে জানে না । কারও কারও ভাগ্যপ্রাপ্ত হয় ঠিকই, কিন্তু সেই পর্যন্তই থেকে যায়, কীভাবে বাড়তে হয় জানে না । কিন্তু গুজরাট থেকে আগতদের ভাগ্য আছে আর তারা জানে কীভাবে তা' বাড়তে হবে, সেইভাবে তোমরা তোমাদের ভাগ্য বাড়িয়ে যাচ্ছ - এটা দেখে বাপদাদাও খুশি । সুতরাং বাবার থেকে বিশেষ আশীর্বাদ প্রাপ্তিও ভাগ্যের একটা লক্ষণ । বুঝেছ ?

চারিদিক থেকে যে স্নেহী বাচ্চারা এখানে পৌঁছেছে, বাপদাদাও সেই সব দেশ, বিদেশ উভয় দিকের স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্নে 'সদা অবিনাশী ভব'-র বরদান দিচ্ছেন । স্নেহবশতঃ যেভাবে তোমরা দূর দূরান্ত থেকে দৌড়ে এসেছ, সেইরকমই, স্থূলভাবে যেমন দৌড়েছ, নিকটে পৌঁছেছ, সমুখে পৌঁছেছ, ঠিক সেইভাবে পুরুষার্থেও বিশেষ উড়তি কলা দ্বারা বাবা সমান হও অর্থাৎ সদা বাবার কাছেই থাক । বুঝেছ, কি করতে হবে ? এই স্নেহ, হৃদয়ের স্নেহ দিলারাম বাবার কাছে তোমরা পৌঁছাবার আগেই পৌঁছে যায় । হয় সমুখে আছ অথবা আজকের দিনে দেশে বিদেশে শারীরিকভাবে দূরে আছ, কিন্তু দূরে থেকেও সব বাচ্চা সবচেয়ে কাছে, হৃদয় সিংহাসনাসীন । সুতরাং সর্বাধিক কাছের স্থান হৃদয় । অতএব, দেশে-বিদেশে বসে

থাকা নয়, তোমরা হৃদয় সিংহাসনাসনে বসে আছ। তাহলে কাছেই তো আছ, তাই না ! সব বাচ্চার স্মরণ-স্নেহ, অনুযোগ, মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বার্তালাপ, উপহার - সবকিছু বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। বাপদাদাও স্নেহী বাচ্চাদের 'সদা

পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে ভালোবাসায় মগ্ন হওয়ার এই বরদান দিচ্ছেন। তাহলে সবার রিটার্ন তো পেয়ে গেছ, তাই না ! আচ্ছা।

সব স্নেহী আত্মাকে, সদা কাছে থাকা আত্মাদের, সদা বন্ধনমুক্ত, কর্মাতীত স্থিতিতে বহুকালের অনুভব ক'রে বিশেষ আত্মাদের, হৃদয় সিংহাসনাসীন সব সন্তুষ্টমণিকে বাপদাদার 'অব্যক্ত স্থিতি ভব'র বরদানের সাথে স্মরণ-স্নেহ আর গুড নাইট আর গুড মর্নিং।

বরদান:- পুরানো হিসেব সমাপ্ত করে, নতুন সংস্কার রূপী বস্ত্র ধারণ করে বাবা সমান সম্পন্ন ভব যেমন দীপাবলীতে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, সেইরকম তোমরা বাচ্চারা এই মরজীবা নতুন জন্মে, নতুন সংস্কার রূপী বস্ত্র ধারণ করে নতুন বছর উদযাপন কর। নিজের দুর্বলতা, অপূর্ণতা, শক্তির ঘাটতি, কোমলতা প্রভৃতির যা কিছু পুরানো হিসেব এখনও রয়েছে, সেইসব সমাপ্ত করে প্রকৃত দীপাবলী উদযাপন কর। এই নতুন জন্মে নতুন সংস্কার যদি ধারণ করে নাও, তাহলে বাবা সমান সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- শুদ্ধ সঙ্কল্পের ভান্ডার সঞ্চিত হলে তবে ব্যর্থ সঙ্কল্পে সময় নষ্ট হবে না।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সব রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ অভ্যাসের সময় নিজের শুভ ভাবনার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা মন্সা মহাদানী হয়ে সবাইকে নির্ভীক হওয়ার বরদান দেওয়ার সেবা করুন।

16-11-2020 প্রাতঃমুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, এখন তোমরা কিসের নাগাড়া(ঢাক) বাজাও এবং কোন্ কথা বোঝাও ?

*উত্তর:- তোমরা এই ঢাকই বাজাতে থাকো যে, এই নতুন দৈবী-রাজধানী পুনঃস্থাপিত হচ্ছে। বহু ধর্মের এখন বিনাশ হবে। তোমরা সকলকে বোঝাও যে, সকলে নিশ্চিত হয়ে (বেফিকর) থাকো, এ হলো আন্তর্জাতিক মহাসমর। এই যুদ্ধ অবশ্যই হবে, তারপরেই দৈবী-রাজধানী আসবে(স্থাপিত হবে)।

ওম শান্তি। এ হলো আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে যেসকল আত্মারা রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আত্মারাই পড়ে। ইউনিভার্স অর্থাৎ বিশ্ব। বাচ্চারা, এখন নিয়মানুযায়ী ইউনিভার্সিটি শব্দটি তোমাদের জন্যই। এ হলো আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়। লৌকিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়ই না। এ হলো একমাত্র গডফাদারলী ইউনিভার্সিটি। সব আত্মারাই লেসেন(পাঠ) পায়। এই সংবাদ তোমাদের কোন না কোনভাবে সকলের কাছে অবশ্যই পৌঁছে দেওয়া উচিত, ম্যাসেজ তো পৌঁছে দিতে হবে, তাই না! আর এই ম্যাসেজ অতি সাধারণ। বাচ্চারা জানে যে, তিনি আমাদের অসীম জগতের পিতা, যাঁকে সকলেই স্মরণ করে। তারা এমনও বলে যে, তিনি আমাদের অসীম জগতের প্রিয়তম, বিশ্বে যেসকল জীবাত্মারা রয়েছে, তারা সকলেই সেই প্রিয়তমকে অবশ্যই স্মরণ করে। এই পয়েন্টগুলি ভালভাবে ধারণ করতে হবে। যারা তরতাজা(ফ্রেশ) বুদ্ধিসম্পন্ন হবে তারা ভালভাবে ধারণ করতে পারবে। ব্রহ্মাণ্ডে যেসকল আত্মারা রয়েছে, তাদের সকলেরই পিতা একজনই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তো মানুষই পড়বে, তাই না! বাচ্চারা, এখন তোমরা এটাও জেনেছো যে --আমরাই ৮৪ বার জন্মলাভ করি। ৮৪ লক্ষের তো কোনো কথাই নেই। ব্রহ্মাণ্ডে যত আত্মা রয়েছে, এ'সময় সকলেই অপবিত্র। এ হলোই পতিত(ছিঃ-ছিঃ) দুনিয়া, দুঃখধাম। একজন পিতাই রয়েছেন যিনি (ওই দুনিয়াকে) সুখধামে নিয়ে যান(পরিবর্তিত করেন), ওঁনাকে মুক্তিদাতাও বলা হয়। তোমরা সমগ্র ইউনিভার্স অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হও, তাই না! বাবা সকলকেই বলেন -- এই ম্যাসেজ পৌঁছে দিয়ে এসো। বাবাকে সকলেই স্মরণ করে, ওঁনাকে গাইড, লিবারেটর, দয়াবানও বলা হয়। ভাষা তো অনেক, তাই না! সকল আত্মারাই একজনকেই ডাকে তাহলে তিনিই হলেন সকল ইউনিভার্সের একমাত্র টিচার, তাই না! বাবা তো তিনি অবশ্যই, কিন্তু একথা কেউ জানে না যে, তিনি আমাদের সকল আত্মাদের টিচারও, গুরুও। সকলকে গাইডও করে। বাচ্চারা, এই অসীম জগতের গাইডকে একমাত্র তোমরাই জানো। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা ব্যতীত অন্য আর কেউই জানেনা। আত্মাকেও তোমরা জেনেছো যে, আত্মা কি পদার্থ। দুনিয়ায় তো এমন একজনও মানুষ নেই, বিশেষতঃ ভারতে, সাধারণভাবে বিশ্বে কারোরই জানা নেই যে, আত্মা কি জিনিস। যদিও বলে ক্রকুটির মধ্যভাগে জ্বল-জ্বল করে এক আজব তারা। কিন্তু বোঝে না কিছুই। এখন তোমরা জানো যে, আত্মা তো অবিনাশী। এ কখনো বড়-ছোট হতে পারে না। যেমন তোমাদের আত্মা, বাবাও তেমনই বিন্দু। বড় বা ছোট নয়। তিনিও আত্মা, তিনি কেবল পরমাত্মা, সুপ্রীম। বরাবরই সব আত্মারাই পরমধাম-নিবাসী। এখানে আসে নিজ ভূমিকা পালন করতে। পুনরায় নিজের পরমধামে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে। পরমপিতা পরমাত্মাকে সকলেই স্মরণ করে কারণ আত্মাদের তো পরমপিতাই মুক্তিতে পাঠিয়েছিল তাই ওঁনাকে স্মরণ করে। আত্মাই তমোপ্রধান হয়েছে। স্মরণ কেন করে ? সেটুকুও জানে না। যেমন বাচ্চা বলবে -- "বাবা", ব্যস। তাদের কিছুই জানা নেই। তোমরাও বাবা-মাঝাঝা বলো, কিন্তু জানো না কিছুই। ভারতে এক জাতি ছিল, তাকে দৈব-জাতীয়তা বলা হতো। পুনরায় পরে এরমধ্যে আরো প্রবেশ করেছে। এখন কত অধিকমাত্রায় হয়ে গেছে, তাই এত ঝগড়াহুতা হয়। যেখানে-যেখানে অধিকমাত্রায় প্রবেশ করেছে, সেখান থেকে তাদের বের করে আনার প্রচেষ্টা করতে থাকে। ঝগড়া অনেক হয়েছে। অনেক অন্ধকারও হয়ে গেছে। কিছু সীমা তো থাকা উচিত, তাই না! অ্যাক্টরদের লিমিট থাকা উচিত। এও পূর্ব-নির্ধারিত খেলা (ড্রামা)। এখানে যত অ্যাক্টর আছে তাতে কম-বেশী হতে পারে না। যখন সমস্ত অ্যাক্টররা রঙ্গমঞ্চে (স্টেজে) চলে আসে তখন পুনরায় তাদের ফিরে যেতে হয়। যেসকল অ্যাক্টররা রয়ে গেছে, তারাও আসতে থাকবে। যদিও কন্ট্রোল (জন্ম-নিয়ন্ত্রণ) করার জন্য কত মাথা কুটতে থাকে, কিন্তু করতে পারে না। তাদের বলো -- আমরা অর্থাৎ বি.কে.-রা এমনভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করবো যে তাতে আর বাকি ৯ লক্ষ রয়ে যাবে। তখন সমগ্র জনগননাই কম হয়ে যাবে। আমরা তোমাদের সত্য বলি, এখন স্থাপনা করছে। নতুন দুনিয়া, নতুন বৃক্ষ অবশ্য ছোটই হবে। এখানে তো এ'সব কন্ট্রোল (জন্ম-নিয়ন্ত্রণ) করতে পারবে না কারণ আরও তমোপ্রধান হতে থাকে। বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হতে থাকে। যেসকল অ্যাক্টররা আসবে, তারা এখানে এসেই শরীর ধারণ করবে। এ'সকল কথা কেউ বোঝেই না। প্রথরবুদ্ধিসম্পন্নেরা বোঝে যে, রাজধানীতে সকলপ্রকারের অ্যাক্টরই থাকে। সত্যযুগে যে রাজধানী ছিল তা পুনরায়

স্থাপিত হচ্ছে। ট্রান্সফার হয়ে যাবে। তোমরা এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান শ্রেণীতে ট্রান্সফার হয়ে যাও। পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় চলে যাও। তোমাদের অধ্যয়ন এই দুনিয়ার জন্য নয়। এমন ইউনিভার্সিটি আর হতে পারে না। গডফাদারই বলেন যে, আমি তোমাদের অমরলোকের জন্য পড়াই। এই মৃত্যুলোক বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। সত্যযুগে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী ছিল। এই স্থাপনা কিভাবে হয়েছে, তা কেউই জানে না। বাবা সর্বদাই বলেন -- যেখানে তোমরা ভাষণ করো সেখানে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অবশ্যই রাখো। এতে তারিখ যেন অবশ্যই লেখা থাকে। তোমরা বোঝাতে পারো যে, নতুন বিশ্বের প্রারম্ভ থেকে ১২৫০ বছর পর্যন্ত এই রাজবংশের রাজ্য ছিল। যেমন বলা হয়, তাই না -- খ্রিস্টান রাজবংশীয় রাজ্য ছিল। একে অপরের পরে চলে আসে। যখন এই দেবতা রাজবংশ ছিল তখন দ্বিতীয় কেউ ছিল না। এখন পুনরায় এই রাজবংশ স্থাপিত হচ্ছে। বাকি সবের বিনাশ হতেই হবে। লড়াই-ও সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাগবত ইত্যাদিতে এর উপরেও কাহিনী রচিত হয়েছে। শৈশবে এসব গল্পকথা শুনতে। এখন তোমরা জানো যে, এই রাজত্ব কীভাবে স্থাপিত হয়। অবশ্য বাবা-ই রাজযোগ শিখিয়েছেন। যারা উত্তীর্ণ হয় তারা বিজয়মালার দানা হয়, আর কেউ এই মালাকে জানে না। তোমরাই জানো। তোমাদের হলো প্রবৃত্তিমার্গ। উপরে বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁনার তো নিজের শরীর নেই। তারপর ব্রহ্মা-সরস্বতী তথা লক্ষ্মী-নারায়ণ। প্রথমে চাই বাবা তারপর যুগল। রুদ্রাক্ষের তো দানা হয়, তাই না! নেপালে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যেখান থেকে এই রুদ্রাক্ষের দানা আসে। এরমধ্যে আসলও থাকে। যত ছোট ততই মূল্য অধিক। এখন তোমরা এর অর্থ বুঝে গেছো। এ বিষ্ণুর মালা অর্থাৎ রুদ্ভমালা তৈরী হয়। ওইসমস্ত মানুষেরা তো কেবল মালা জপ করতে-করতে রাম-রাম করতে থাকে, অর্থ কিছুই নেই। কেবল মালা জপ করে। এখানে তো বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো। এ হলো অজপাজপ। মুখে কিছু বলতে হবে না। গানও শুন হয়ে যায়। বাচ্চাদের কেবল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তা নাহলে আবার গানই স্মরণে আসতে থাকবে। এখানে মুখ্য কথাই হলো স্মরণের। তোমাদের আওয়াজের(বাণীর) উর্ধ্বে যেতে হবে। বাবার ডায়রেকশনই হলো 'মনমনাভব'। বাবা কি বলেন যে -- গান গাও, চিংকার-চঁচামেচি করো। আমার মহিমা-কীর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই। এ তো তোমরা জানো যে, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখ-শান্তির সাগর। মানুষ জানে না। এমনি-এমনিই নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা ব্যতীত আর কেউই জানে না। বাবা-ই এসে নিজের নাম-রূপ ইত্যাদি বলেন -- আমি কেমন? তোমরা অর্থাৎ আত্মারা কেমন? তোমরা প্রচুর পরিশ্রম করো -- (নিজ-নিজ) ভূমিকা পালনের জন্য। অধিককল্প ভক্তি করেছে, আমি তো এইভাবে ভূমিকা পালন করতে আসি না। আমি দুঃখ-সুখ থেকে মুক্ত। তোমরাই দুঃখভোগ করো পুনরায় তোমরাই সুখভোগ করো -- সত্যযুগে। তোমাদের ভূমিকা আমার চেয়েও উচ্চ। আমি তো আধাকল্প ওখানেই বাণপ্রস্থে আরাম করে বসে থাকি। তোমরা আমাকে ডাকতে থাকো। এমন নয় যে, আমি ওখানে বসে তোমাদের ডাক শুনি। আমার ভূমিকা রয়েছে এইসময়েই। ড্রামার পার্ট আমি জানি। এখন ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে, আমাকে গিয়ে পতিতদের পবিত্র করার ভূমিকা পালন করতে হবে এছাড়া আর কোনো কথাই নেই। মানুষ মনে করে যে, পরমাত্মা সর্বশক্তিমান, তিনি অন্তর্যামী। সকলের অন্তরে কি চলছে, তা তিনি জানেন। কিন্তু বাবা বলেন, এরকম হয় না। তোমরা যখন সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে যাও -- তখন সঠিক সময়ানুসারে আমাকে আসতে হয়। সাধারণ শরীরেই আসি। বাচ্চারা, এসে তোমাদেরকে দুঃখ থেকে মুক্ত করি। এক ধর্মের স্থাপনা ব্রহ্মার দ্বারা, অনেক ধর্মের বিনাশ শঙ্করের দ্বারা..... হাহাকারের পর জয়-জয়কার হয়ে যাবে। কত হাহাকার হবে। বিপর্যয়ের ফলে মরতে থাকবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক সহায়তা প্রদান করে। তা নাহলে তো মানুষ রুগী, দুঃখী হয়ে পড়বে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা যাতে দুঃখী হয়ে না পড়ে তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয় এমন তীব্রবেগে আসে যে সকলকে শেষ করে দেয়। বোমা তো কিছুই নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক সাহায্য করে। ভূমিকম্প অনেককিছু শেষ হয়ে যায়। জলের এক-দুই ঝাপট আসলেই সবকিছু শেষ। সমুদ্রও অবশ্যই উচ্ছলে পড়বে। ধরনীকে গ্রাস করবে, ১০০ ফুট পর্যন্ত জল উচ্ছলে উঠলে তখন কিরকম অবস্থার সৃষ্টি হবে। এ হলো হাহাকারের দৃশ্যপট। এমন দৃশ্য দেখার জন্য সাহস চাই। পরিশ্রমও করতে হবে, ভয়শূণ্যও হতে হবে। বাচ্চারা, তোমাদের ভিতর একদম অহঙ্কার থাকা উচিত নয়। দেহী-অভিমানী হও। যারা দেহী-অভিমানী হয়ে থাকে তারা অত্যন্ত মিষ্টি হয়। বাবা বলেন -- আমি হলাম নিরাকার এবং বিচিত্র(চিত্র-বিহীন)। এখানে আসি সার্ভিস করার জন্য। দেখো, আমার কত মহিমা-কীর্তন করে। জ্ঞানের সাগর..... হে বাবা আর পুনরায় বলে পতিত দুনিয়ায় এসো। তোমরা অত্যন্ত ভালভাবে নিমন্ত্রণ করো। তোমরা এমনও তো বলো না যে, স্বর্গে এসে দেখো কত সুখ। তারা বলেও যে -- হে পতিত-পাবন, আমরা তো অপবিত্র, আমাদের পবিত্র করতে এসো। তাদের নিমন্ত্রণও দেখো কেমন। সম্পূর্ণ তমোপ্রধান পতিত দুনিয়া আর তারপর পতিত শরীরে আবাহন করে। ভারতবাসীরা বড় ভালভাবে নিমন্ত্রণ জানায়! ড্রামায় রহস্য এইভাবেই রয়েছে। এঁনারও কি জানা ছিল যে, এ হলো এঁনার বহু জন্মের অন্তিম জন্ম। বাবা যখন প্রবেশ করেছেন তখন বলেছেন। বাবা প্রত্যেকটি কথার(বিষয়) রহস্য বুঝিয়েছেন। ব্রহ্মাকেই তাঁর পত্নী হতে হবে। বাবা স্বয়ং বলেন -- ইনি আমার স্ত্রী। আমি এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে এঁনার মাধ্যমে তোমাদের নিজের করে(অ্যাডপ্ট) নিই। ইনি হয়ে গেলেন তবে সত্যিকারের মা, আর উনি হলেন অ্যাডপ্টেড মা(মাম্মা)। তোমরা মা-বাবা এঁনাদের বলতে পারো।

শিববাবাকে কেবল বাবা-ই বলবে। ইনি হলেন ব্রহ্মাবাবা, মাম্মা হলেন গুপ্ত। ব্রহ্মা হলেন মা কিন্তু শরীর পুরুষের। ইনি তো প্রতিপালন করতে পারবেন না তাই অ্যাডস্ট করেছেন কন্যাকে। নাম রেখেছেন মাতেশ্বরী। তিনি হলেন প্রধান। ড্রামানুসারে সরস্বতী হলেন একজনই। এছাড়া দুর্গা, কালী ইত্যাদি অনেকপ্রকারের নাম আছে। মা-বাবা তো একজন করেই হয়, তাই না! তোমরা সকলে হলে তাঁদের সন্তান। গায়নও রয়েছে, ব্রহ্মপুত্রী সরস্বতী। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাই না! তোমাদেরও অনেক নাম রয়েছে। এ'সমস্ত কথাও তোমাদের মধ্যে নম্বরের ক্রমানুসারেই বুঝবে। পড়াশোনায়ও ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী হয়। একের সঙ্গে অন্যের মিল হয় না। এখানে রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। একে বিস্তারিত বুঝতে হবে। অসংখ্য পয়েন্টস্ রয়েছে। ব্যারিস্টারী পড়ে, সেখানেও নম্বরের ক্রমানুযায়ী (ব্যারিস্টার) হয়। কোনো ব্যারিস্টার ২-৩ লক্ষ উপার্জন করে আবার দেখো, কেউ ছেঁড়া পোশাকও পড়ে। এখানেও তেমনই রয়েছে। তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে -- এ হলো আন্তর্জাতিক মহাসমর। এখন তোমরা বোঝাও যে, সকলেই নিশ্চিত হয়ে থাকো। লড়াই তো অবশ্যই হবে। তোমরা ঢাক বাজাও যে, নতুন দৈব-রাজধানী পুনরায় স্থাপন করা হচ্ছে। অনেক ধর্মের বিনাশ হবে। কত পরিস্কার। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাহায্যে এই প্রজা রচনা করা হয়। তিনি বলেন, এ হলো আমার মুখ-বংশজাত। তোমরা হলে মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণ। ওরা হলো গর্ভজাত ব্রাহ্মণ। ওরা পূজারী, আর তোমরা এখন পূজ্য হচ্ছে। তোমরা জানো যে -- আমরাই সেই দেবতা হতে চলেছি। তোমাদের কাছে (মাথায়) এখন আলোর মুকুট নেই। তোমাদের আত্মা যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই শরীর পরিত্যাগ করবে। তোমাদের এই শরীরে আলোর মুকুট দেওয়া যাবে না, তা শোভনীয় নয়। এ'সময় তোমরা গায়ন যোগ্য হচ্ছে। এ'সময় কারোর আত্মাই পবিত্র নয়, সে'জন্য এ'সময় কারোর উপরেই আলো(পবিত্রতার তাজ) থাকা উচিত নয়। প্রভামন্ডল থাকে সত্যযুগে। দু'কলা যাদের কম, তাদেরও এই প্রভামন্ডল দেওয়া উচিত নয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন ও সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের স্থিতি এমন অচল এবং ভয়হীন করতে হবে যাতে অন্তিম বিনাশের দৃশ্যকে দেখতে পারা যায়। দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।

২) নতুন রাজধানীতে উচ্চ-পদ প্রাপ্ত করার জন্য অধ্যয়নের উপর পুরোপুরি মনোসংযোগ করতে হবে। উত্তীর্ণ হয়ে বিজয় মালার দানা হতে হবে।

বরদান:- নির্বল, হতাশ(ভগ্ন মনোরথ) , অসমর্থ আত্মাকে অতিরিক্ত শক্তি প্রদানকারী আধ্যাত্মবাদী (রুহানী) দয়াশীল ভব
যারা আধ্যাত্মবাদী দয়াশীল বাচ্চা -- তারা মহাদানী হয়ে সম্পূর্ণ নিরাশাজনক বিষয়েও আশা জাগিয়ে তুলতে পারে। নির্বলকে বলবান করে দিতে পারে। দান সদা দরিদ্রকে, অসহায়কে দেওয়া হয়ে থাকে। তাই যারা নির্বল, হতাশ, অসমর্থ প্রজাশ্রেনীর আত্মা, তাদের প্রতি আধ্যাত্মবাদী দয়াশীল হয়ে মহাদানী হও। নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি মহাদানী নয়। তোমরা হলে সহযোগী সাথী, ভাই-ভাই , সম-উদ্যমী পুরুষাথী, তাই সহযোগ দাও, দান নয়।

স্লোগান:- সদা অদ্বিতীয় পিতার শ্রেষ্ঠ সঙ্গ-তে থাকো তাহলে আর কারোর সঙ্গে রঙ প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

17-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** বাচ্চারা, তোমরা হলে নিশ্চিত বাদশাহ, তবুও তোমাদের একটি মূল চিন্তা অবশ্যই থাকা উচিত - সেটা কি ?

***উত্তর:-** তোমরা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হবে, এই হলো মূল চিন্তা । এমন যেন না হয় যে, বাবার হয়ে বাবার সামনে সাজা ভোগ করতে হয় । সাজা থেকে মুক্ত থাকার চিন্তা থাকা চাই, না হলে সেইসময় অনেক লজ্জা হবে । বাকি তোমরা হলে বেপরোয়া বাদশাহ, তোমাদের সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । কেউ যদি বুঝতে পারে তাহলে সে অসীম জগতের মালিক হয়ে যাবে, না বুঝতে পারলে তার ভাগ্য । তোমাদের কোনো পরোয়া নেই ।

ওম শান্তি । আত্মাদের পিতা, যাঁর নাম শিব, তিনি বসে তাঁর বাচ্চাদের বোঝান । সকল আত্মাদের পিতাই এক । সর্ব প্রথমে এই কথা বোঝাতে হবে, তার পরের দিকে বোঝাতে সহজ হবে । বাবার পরিচয়ই যদি না পায় তখন প্রশ্ন করতে থাকবে । সবার আগে তো একথা নিশ্চিত করতে হবে । সম্পূর্ণ দুনিয়া এই কথা জানেই না যে, গীতার ভগবান কে । ওরা কৃষ্ণের নাম বলে দেয়, আমরা বলি পরমপিতা পরমাত্মা শিব হলেন গীতার ভগবান । তিনিই জ্ঞানের সাগর । মুখ্য হলো সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি গীতা । ভগবানের নামে বলা হয়, হে প্রভু, তোমার মতি - গতি আলাদা । কৃষ্ণের জন্য এমন কথা বলা হবে না । বাবা, যিনি সত্য, তিনি অবশ্যই সত্য কথা শোনাবেন । দুনিয়া প্রথমে নতুন সতোপ্রধান ছিলো । এখন দুনিয়া পুরানো তমোপ্রধান । এই দুনিয়ার পরিবর্তনকারী একমাত্র বাবা । বাবা কিভাবে তা পরিবর্তন করেন, তাও বুঝতে হবে । আত্মা যখন সতোপ্রধান হবে, তখনই এই দুনিয়াও সতোপ্রধান স্থাপন হবে । সবার আগে বাচ্চারা, তোমাদের অন্তর্মুখী হতে হবে । বেশী কথা বলবে না । ভেতরে যখন প্রবেশ করে তখন অনেক চিত্র দেখে জিজ্ঞেস করতেই থাকে । সবার প্রথমে একটা কথাই বোঝানোর প্রয়োজন, বেশী জিজ্ঞাসা করার অনুমতি যেন না পায় । বলো, প্রথমে তো একটি কথা নিশ্চিত করো, তারপর পরবর্তী কথা বোঝাবে, অবশেষে তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্বন্ধে বোঝাতে পারো । বাবা বলেন যে, আমি এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এনার মধ্যে প্রবেশ করি । এনাকেও বাবা বলেন - তুমি তোমার জন্মকেই জানো না । বাবা আমাদের প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান । প্রথম - প্রথম অল্ক(আল্লাহ) এর উপর বোঝাতে হবে । অল্ক(আল্লাহ) সম্বন্ধে বোঝাতে পারলে তখন কোনো সংশয় হবে না । বলো যে, বাবা হলেন সত্য, তিনি অসত্য শোনাবেনই না । অসীম জগতের বাবাই রাজযোগ শেখান । শিবরাত্রির মহিমা করা হয়, তাহলে অবশ্যই শিব এখানে এসেছিলেন, তাই না । কৃষ্ণ জয়ন্তীও যেমন এখানে পালন করা হয় । বলা হয়, আমি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করি । ওই এক নিরাকার বাবার সকলেই হলো সন্তান । তোমরাও তাঁর সন্তান, আবার তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মারও সন্তান । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়েছে, তাহলে অবশ্যই ব্রাহ্মণ - ব্রহ্মাণীরাও থাকবে । সকলেই ভাই - বোন, এতে পবিত্রতাও থাকে । গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকার এমন ভয় থাকে । ভাই - ভাই হলে কখনোই ক্রিমিনাল দৃষ্টি থাকা উচিত নয় । ২১ জন্মের জন্য এই দৃষ্টির পরিবর্তন হয়ে যায় । বাবাই তো বাচ্চাদের শিক্ষা দেবেন, তাই না । তিনি চরিত্রের পরিবর্তন করেন । এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার চরিত্রের পরিবর্তন করতে হবে । এই পুরানো পতিত দুনিয়ার কোনো চারিত্রিক গুণ নেই । সকলের মধ্যেই বিকার বর্তমান । এ হলো পতিত, বিকারী দুনিয়া । এরপর নির্বিকারী দুনিয়া কিভাবে তৈরী হবে ? বাবা ছাড়া কেউই তা তৈরী করতে পারবে না । বাবা এখন তোমাদের পবিত্র তৈরী করছেন । এ সব হলো গুপ্ত কথা । আমরা হলাম আত্মা, আত্মাকে পরমাত্মা বাবার সঙ্গে মিলিত হতে হবে । সকলেই ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে । ভগবান হলেন এক, নিরাকার । ভগবানকেই উদ্ধারকর্তা, গাইড বলা হয় । অন্য ধর্মের যারা, তারা কাউকে উদ্ধারকর্তা বা গাইড বলবে না । পরমপিতা, পরমাত্মা এসেই উদ্ধার করেন অর্থাৎ তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান তৈরী করেন । তাঁকে গাইডও বলা হয়, তাই প্রথম - প্রথম এই একটি কথা বুদ্ধিতে বসাও । যদি না বুঝতে পারে তাহলে ছেড়ে দেওয়া উচিত । অল্ককে (আল্লাহ) যদি না বুঝতে পারে, তাহলে কি লাভ । যদি চলেও যায়, তাহলেও তোমরা ঝিমিয়ে যেও না । তোমরা হলে বেপরোয়া বাদশাহ । অসুরদের বিঘ্ন আসবেই । এ হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । তাই প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা বলেন যে, "মনমনাভব" । তোমরা যত পুরুষার্থ করবে, সেই অনুসারে পদ প্রাপ্ত করবে । এখন আদি সনাতন দেবী দেবতার রাজ্য স্থাপন হচ্ছে । এই সাম্রাজ্য হলো লক্ষ্মী - নারায়ণের । অন্য ধর্মের যারা, তারা কোনো সাম্রাজ্য স্থাপন করেন না । বাবা তো এসে সকলকেই মুক্ত করেন । তারপর অন্য - অন্য ধর্মস্থাপকদের তাদের নিজের - নিজের সময়ে এসে ধর্ম স্থাপন করতে হবে । এই বুদ্ধি

হতে হবে । পতিতও হতেই হবে । পতিত থেকে পবিত্র করা, এ তো হলো বাবার কাজ । ওনারা তো কেবল এসে ধর্ম স্থাপন করবেন । এখানে বড়াই করার মতো কোনো কথাই নেই । মহিমা তো হলো একজনেরই । ওরা তো ক্রাইস্টের জন্য কতকিছু করে । ওদেরও বোঝাতে হবে যে, উদ্ধারকর্তা এবং গাইড তো গড ফাদারই । বাকি ক্রাইস্ট কি করেছেন ? ওনার পরে খৃষ্টান ধর্মের আত্মারা আসতে থাকে, তারপর নীচে নামতে থাকে । এক বাবাই তো দুঃখ থেকে মুক্তি দেন । এই সব পয়েন্টস বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । এক ভগবানকেই দয়ালু বলা হয় । ক্রাইস্ট কোনো দয়া করেন না । একজন মানুষও কারোর প্রতি দয়া করে না । দয়া হয় অসীম জগতের । এক বাবাই সকলের উপর দয়া করেন । সত্যযুগে সবাই সুখ - শান্তিতে থাকে । সেখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই । বাচ্চারা, এই একটি কথা, অফের উপর কাউকে নিশ্চিত করায় না, অন্য - অন্য কথায় চলে যায়, তারপর বলে গলাই খারাপ হয়ে গেলো । তোমাদের প্রথমদিকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । তোমরা অন্য কোনো বিষয়ে যেও না । বোলো, বাবা তো সত্য কথাই বলবেন, তাই না । আমাদের মতো বি.কে.দের বাবাই শোনান । এই চিত্র সব উনিই বানিয়েছেন, এতে সংশয় আনা উচিত নয় । সংশয়বুদ্ধি বিনশ্যক্তি । প্রথমে তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে যদি বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । আর কোনো উপায় নেই । পতিত - পাবন তো একজনই, তাই না । বাবা বলেন যে, দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে মামেকম (আমাকে) স্মরণ করো । বাবা যাঁর মধ্যে প্রবেশ করেন, তাঁকেও পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান হতে হবে । পুরুষার্থের দ্বারাই এমন তৈরী হয়, তারপর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর সম্পর্কও বলে দেন । বাবা তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখান, তখন তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে যাও । তারপর আবার তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে শূদ্র হয়ে যাও । তখন বাবা আবার এসে তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ তৈরী করেন । এমনভাবে আর কেউই বলতে পারে না । প্রথম কথাই হলো, বাবার পরিচয় দেওয়া । বাবা বলেন, আমাকেই পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য এখানে আসতে হয় । এমন নয় যে, আমি উপর থেকে প্রেরণা দিই । এনার নামই হলো ভাগীরথ । তাহলে অবশ্যই এনার মধ্যেই প্রবেশ করবেন । এ হলো এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । তারপর তিনি সতোপ্রধান হন । এরজন্য বাবা যুক্তি বলে দেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো । আমিই হলাম সর্বশক্তিমান । আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের মধ্যে শক্তি আসবে । তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারবে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ এই উত্তরাধিকার এই বাবার থেকেই পেয়েছেন । কিভাবে পেয়েছেন, তাই বাবা বোঝান । প্রদর্শনী, মিউজিয়ামেও তোমরা বলে দাও যে, প্রথমে একটা কথা বোঝো, তারপর অন্য বিষয়ে যেও । একথা বোঝা অত্যন্ত জরুরী । নাহলে তোমরা দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না । প্রথমে তোমরা যদি নিশ্চিত না করো তাহলে কিছুই বুঝতে পারবে না । এই সময় হলোই ব্রষ্টাচারী দুনিয়া । দেবী - দেবতাদের দুনিয়া শ্রেষ্ঠাচারী ছিলো । তোমাদের এমনভাবে বোঝাতে হবে । মানুষের নারিও দেখা চাই - কিছু বুঝতে পেরেছে কি, নাকি না বুঝেই অবুঝের মতো বসে আছে ? যদি অবুঝ হয়, তাহলে ছেড়ে দেওয়া উচিত । যারা বুঝতে পারবে, তাদের চেহারারও পরিবর্তন হয়ে যাবে । প্রথম - প্রথম খুশীর খবর দিতে হবে । অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তাই না । বাবা জানেন যে, স্মরণের যাত্রায় বাচ্চারা খুব ডিলা । বাবাকে স্মরণ করারই পরিশ্রম । তাতেই মায়া অনেক বিঘ্ন উপস্থিত করে । এক খেলাও বানানো আছে । বাবা বসে বোঝান - কেমনভাবে এই খেলা বানানো আছে । দুনিয়ার মানুষ তো সামান্যতমও কিছু জানে না ।

বাবার স্মরণে থাকলে তোমরা কাউকে বোঝানোতেও একরস থাকবে । না হলে কিছু না কিছু দুর্বলতা বের করতে থাকবে । বাবা বলেন যে, তোমরা খুব বেশী চিন্তাও করো না । স্থাপনা তো অবশ্যই হতে হবে । ভবিষ্যৎকে কেউই টলাতে পারবে না । উল্লাসের সঙ্গে থাকা চাই । বাবার থেকে আমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । বাবা বলেন যে, মামেকম (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো । তিনি খুব ভালোবেসে বসে বোঝান । বাবাকে স্মরণ করতে করতে প্রেমের অশ্রু বের হওয়া উচিত । আর তো সব সম্বন্ধই হলো কলিযুগী । এ হলো আত্মাদের পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ । তোমাদের এই চোখের জলও বিজয় মালার দানা হয় । খুব অল্পই আছে যারা এমনভাবে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করে । যতটা সম্ভব খুব চেষ্টা করে সময় বের করে নিজের ভবিষ্যৎকে উঁচু বানানো চাই । প্রদর্শনীতে এতো বেশী বাচ্চা থাকা উচিত নয় । না এতো চিত্রের প্রয়োজন আছে । এক নম্বর চিত্র হলো গীতার ভগবান কে ? তার পাশে লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং সিঁড়ির । ব্যস্ । বাকি এতো চিত্র কোনো কাজের নয় । বাচ্চারা, তোমাদের যতটা সম্ভব স্মরণের যাত্রাকে বৃদ্ধি করতে হবে । মূল চিন্তা করতে হবে যে, পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে হবে । বাবার হয়ে তারপর বাবার কাছে গিয়ে সাজা ভোগ করবে, তখন সেই সময় খুবই অনুতাপ হবে । সাজা যাতে না ভোগ করতে হয়, এই ইচ্ছা সবথেকে বেশী থাকতে হবে । তোমরা যেমন রূপও তেমনই বসন্তও । বাবাও বলেন, আমি রূপও, আবার বসন্তও । আমি ছোটো এক বিন্দু, আবার আমি জ্ঞানের সাগরও । আমি তোমাদের আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরে দিই । তাই ৮৪ জন্মের সম্পূর্ণ রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমরা জ্ঞানের স্বরূপ হয়ে জ্ঞানের বর্ষণ করো । জ্ঞানের এক - এক রত্ন কতো অমূল্য, এর মূল্য কেউই দিতে পারে না, তাই বাবা

বলেন, তোমরা পদমাপদম ভাগ্যশালী । তোমাদের চরণে পদ্মের নিদর্শনও দেখানো হয়, একথা কেউই বুঝতে পারে না । মানুষ পদ্মপতি নাম রাখে । মনে করে এনার কাছে অনেক ধন আছে । পদমপতি নামে পদবীও রাখা হয় । বাবা সব কথা বুঝিয়ে বলেন । আবারও বলেন - মূল কথা হলো বাবাকে আর ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করো । এই জ্ঞান হলো ভারতবাসীদের জন্য । তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । এও তো বোঝার মতো কথা, তাই না । আর কোনো সন্ন্যাসীদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা হবে না । দেবতাদেরও বলা হবে না । দেবতাদের মধ্যে জ্ঞান থাকে না । তোমরা বলবে যে, আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, যা এই লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে নেই । বাবা তো যথার্থ কথা বুঝিয়ে বলেন ।

এই জ্ঞান খুব আশ্চর্যের । তোমরা কতো গুপ্ত ছাত্র । তোমরা বলবে যে, আমরা পাঠশালাতে যাই, ভগবান আমাদের পড়ান । এইম অবজেক্ট কি ? আমরা এমন (লক্ষ্মী - নারায়ণ) হবো । মানুষ শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে । আমরা আমাদের হেড অফিসে যাই । সেখানে কি পড়ো ? মানুষ থেকে দেবতা, বেগার থেকে প্রিন্স হওয়ার পড়া পড়ছো । তোমাদের চিত্রও একনম্বর । ধন দানও সবসময় পাত্র বুঝে করা হয় । এই পাত্র তোমরা কোথায় পাবে ? শিব, লক্ষ্মী - নারায়ণ, রাম - সীতার মন্দিরে । ওখানে গিয়ে তোমরা ওদের সেবা করো । নিজেদের সময় নষ্ট করো না । গঙ্গা নদীতে গিয়েও তোমরা বোঝাও - পতিত পাবন কি গঙ্গা, নাকি পরমপিতা পরমাত্মা ? সকলের সদগতি কি জল করবে, নাকি অসীম জগতের পিতা করবেন ? তোমরা এর উপর খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো । তোমরা এই বিশ্বের মালিক হওয়ার পথ বলে দাও । তোমরা দান করো, কড়ি তুল্য মানুষকে হীরের সমান বিশ্বের মালিক বানাও । ভারত তো বিশ্বের মালিক ছিলো, তাই না । তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের কুল হলো দেবতাদের থেকেও উত্তম । এই বাবা তো বোঝান - আমি বাবার একমাত্র হারানিধি বাচ্চা । বাবা আমার এই শরীর ধার হিসাবে নিয়েছেন । তোমরা ছাড়া আর কেউই এই কথা বুঝতে পারবে না । বাবা আমার উপর সাওয়ার হয়েছেন । আমি বাবাকে কাঁধে বসিয়েছি অর্থাৎ এই শরীর দিয়েছি যে এর দ্বারা সেবা করো । এর পরিবর্তে তিনি কতকিছু দেন, তিনি আমাদের কতো উঁচু কাঁধে চড়ান । মা তো বাচ্চাকে কোলে নিতে পারে, কিন্তু বাবা বাচ্চাকে কাঁধে চড়ায়, তাই না । পাঠশালাকে কখনো কল্পনা বলা হয় না । স্কুলে হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি পড়ায়, সে কি কল্পনা হলো ? এও তো এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি, তাই না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) খুব প্রেমের সঙ্গে বসে আত্মিক পিতাকে স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণে যদি প্রেমের অশ্রু এসে যায় তাহলে তা বিজয় মালার দানা হয়ে যাবে । নিজের সময় ভবিষ্যতের প্রালব্ধ তৈরীতে সফল করতে হবে ।

২) অন্তর্মুখী হয়ে সকলকে অল্ফের (আল্লাহ) পরিচয় দিতে হবে, বেশী কথা বলতে হবে না । একই যেন নেশা থাকে যে, এমন কোনো কর্তব্য না হয় যাতে সাজা ভোগ করতে হয় ।

বরদান:- শুভ ভাবনার দ্বারা সেবা করে বাবার সমান অপকারীদেরও উপকারী ভব
বাবা যেমন অপকারীদেরও উপকার করেন, তেমনই তোমাদের সামনে যেমনই আত্মা আসুক না কেন, তোমরা কিন্তু তোমাদের দয়ার বৃত্তিতে, শুভ ভাবনার দ্বারা তাকে পরিবর্তন করে দাও - এই হলো প্রকৃত সেবা । বৈজ্ঞানিকরা যেমন বালির জমিতেও ফসল ফলিয়ে দেয়, তেমনই শান্তির শক্তির দ্বারা দয়ালু হয়ে অপকারীদেরও উপকার করে এই ধরণীকে পরিবর্তন করো । স্ব পরিবর্তনের দ্বারা, শুভ ভাবনার দ্বারা যেমনই আত্মা হোক না কেনপরিবর্তিত হয়ে যাবে কেননা শুভ ভাবনা অবশ্যই সফলতা প্রাপ্ত করায় ।

স্লোগান:- জ্ঞানের স্মরণ করাই হলো সদা আনন্দিত থাকার আধার ।

18-11-20 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন: - কেন সত্যযুগে দেবতাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হওয়া সম্ভব নয় ?

*উত্তর: - কারণ তারা সৎ বাবার কাছ থেকে বর পেয়েছে। রাবণ অভিষাপ দিলেই বিকর্ম হয়ে যায়। সত্য এবং ত্রেতাযুগে তো কেবল সদগতি থাকবে, তখন দুর্গতির নামও থাকবে না। কোনো বিকার-ই থাকবে না যার জন্য বিকর্ম হতে পারে। দ্বাপর এবং কলিযুগে সকলের দুর্গতি হয়ে যায়, তাই বিকর্ম হতে থাকে। এটাও বোঝার বিষয়।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বাবা বসে থেকে বোঝাচ্ছেন - ইনি একাধারে সুপ্রীম বাবা, সুপ্রীম টিচার এবং সুপ্রীম সদগুরু। বাবার এইরকম গুণগান করলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রমাণিত হবে যে কৃষ্ণ কারোর বাবা হতে পারে না। সে তো ছোটো বাচ্চা, সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স। তার পক্ষে টিচার হওয়াও সম্ভব নয়। সে নিজেই টিচারের কাছ পড়তে যায়। আর ওখানে তো গুরু থাকবেই না। কারণ ওখানে সকলেই সদগতিতে থাকে। অর্ধেক কল্প সদগতিতে থাকে, তারপর অর্ধেক কল্প দুর্গতি হয়ে যায়। অতএব, ওখানে সদগতিতে থাকে বলে জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানের নামও থাকে না। কারণ জ্ঞানের দ্বারাই ২১ জন্মের জন্য সদগতি পাওয়া যায়। তারপর দ্বাপর থেকে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত দুর্গতি হয়ে যায়। তাহলে কৃষ্ণ কিভাবে দ্বাপরযুগে আসবে ? এই বিষয়টা কারোর বুদ্ধিতে আসে না। প্রত্যেকটা বিষয়ে অনেক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। সেগুলো বোঝানো দরকার। তিনিই হলেন সুপ্রীম বাবা এবং সুপ্রীম টিচার। ইংরেজিতেও সুপ্রীম বলা হয়। কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ খুব ভালো হয়। যেমন 'ড্রামা' শব্দটা। ড্রামাকে নাটক বলা যাবে না। নাটকে তো পরিবর্তন হয়। অনেকেই বলে যে এই সৃষ্টির চক্র আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু কিভাবে আবর্তিত হচ্ছে, হুবহু আবর্তিত হচ্ছে নাকি চেঞ্জ হচ্ছে - সেটা কেউই জানে না। বলা হয় - বানানোই আছে এবং বানানো হচ্ছে...। সুতরাং অবশ্যই কোনো খেলা আছে যার চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এই চক্রে মানুষকেই আবর্তন করতে হয়। আচ্ছা, এই চক্রের সময়সীমা কত ? কিভাবে এটা রিপিট হয় ? একবার আবর্তন করতে কত সময় লাগে ? এগুলো কেউই জানে না। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মগুলো হলো এক একটা ঘরানা, যাদের এই ড্রামাতে ভূমিকা আছে। তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের কোনো রাজস্ব হয় না। এটা হলো ব্রাহ্মণ বংশ যাকে সর্বোত্তম বংশ বলা হয়। দেবী-দেবতাদেরও বংশ রয়েছে। এই কথাগুলো খুব সহজেই বোঝানো যায়। সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তারা থাকে। ওখানে হাড়, মাংসের শরীর হয় না। দেবতাদের তো হাড়, মাংস থাকে। ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন এবং বিষ্ণুই ব্রহ্মা হন। কেন বিষ্ণুর নাভি কমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি দেখানো হয়েছে ? সূক্ষ্মবতনে তো এইসব ঘটনা ঘটে না। সেখানে কোনো মূল্যবান রত্নও থাকতে পারে না। সেইজন্যই ব্রহ্মাকে শ্বেতবস্ত্রধারী ব্রাহ্মণ দেখানো হয়। সাধারণ মানব জন্মের অন্তিমে ব্রহ্মা গরিব হয়ে যায়। এখন তো ইনি খাদির কাপড় ব্যবহার করেন। ওরা বোঝে না যে সূক্ষ্ম শরীর আসলে কি ? তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন যে ওখানে ফরিস্তারা থাকে যাদের কোনো হাড়, মাংস থাকে না। সূক্ষ্মবতনে এইরকম সাজসজ্জা থাকার কথা নয়। কিন্তু যেহেতু ছবিতে দেখানো হয়, তাই বাবা আগে ঐরকম সাজসজ্জা করার করান, তারপর তার অর্থ বোঝান। যেভাবে কেউ হনুমানের দর্শন পায়। কিন্তু কোনো মানুষই হনুমানের মতো হয় না। ভক্তিমার্গে এইরকম অনেক ছবি বানায়। যাদের সেই ছবির ওপরে বিশ্বাস হয়ে যায়, তাদেরকে অন্য কিছু বললে রেগে যায়। দেবীদের কতো পূজা করে, তারপর বিসর্জন দিয়ে দেয়। এগুলো সব ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গের পাঁকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। এদের বাইরে বের করবে কীভাবে ? বের করে আনতে খুব সমস্যা হয়। কেউ আবার অন্যকে বের করে আনার নিমিত্ত হতে গিয়ে নিজেই ডুবে যায়। নিজেই গলা পর্যন্ত পাঁকে ডুবে যায় অর্থাৎ কাম বিকারের মধ্যে পড়ে যায়। এটাই হলো সবথেকে জঘন্য পাঁক। সত্যযুগে এই ব্যাপারটা থাকে না। এখন তোমরা সৎ বাবার দ্বারা সৎ দেবতা হচ্ছে। এরপর ওখানে আর কোনো সৎসঙ্গ হবে না। এখানেই ভক্তিমার্গে সৎসঙ্গ করে। মনে করে, সকলেই ঈশ্বরের রূপ। কিছুই বোঝে না। বাবা এখন বসে থেকে বোঝাচ্ছেন - কলিযুগে সকলেই পাপাত্মা আর সত্যযুগে সকলেই পুণ্যাত্মা। রাত-দিনের পার্থক্য। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে আছ। কলিযুগ এবং সত্যযুগ উভয়ের জ্ঞান রয়েছে। আসল ব্যাপার হলো এ'পার থেকে ও'পারে যাওয়া। ক্ষীরসাগর এবং বিষয় সাগর নিয়ে গানও আছে, কিন্তু তার অর্থ বোঝে না। এখন বাবা বসে থেকে কর্ম এবং অকর্মের রহস্য বোঝাচ্ছেন। সকল মানুষই কর্ম করে, কিন্তু কিছু কর্ম অকর্ম হয় আর কিছু কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। রাবণের রাজস্বে সকল কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়, আর সত্যযুগে কোনো বিকর্ম হয় না কারণ ওটা রামরাজ্য - বাবার কাছ থেকে বর পেয়েছে। রাবণ অভিষাপ দেয়। এটাই হলো সুখ-দুঃখের খেলা। দুঃখের সময়ে সকলেই বাবাকে স্মরণ করে। সুখের সময়ে কেউই তাঁর

কথা স্মরণ করে না। ওখানে কোনো বিকার থাকে না। এভাবে তিনি বাম্বাদেরকে বোঝান - চারা রোপণ করেন। এখনই চারা লাগানোর প্রচলন হয়েছে। আগে যখন ব্রিটিশ সরকার ছিল, তখন খবরের কাগজে গাছের চারা রোপণের খবর থাকত না। এখন বাবা বসে থেকে দেবী-দেবতা ধর্মের চারা লাগাচ্ছেন। অন্য কেউ এভাবে চারা রোপণ করে না। এখন অনেক ধর্ম রয়েছে, কিন্তু দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত। ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে নামটাই পাল্টে দিয়েছে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, তাদেরকে পুনরায় সেই দেবী-দেবতা ধর্মে ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রত্যেককে নিজের ধর্মেই ফিরে যেতে হবে। খ্রিস্টান ধর্মের কেউ বেরিয়ে এসে দেবী-দেবতা ধর্মে ঢুকতে পারবে না। চিরমুক্তিও কেউ পাবে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি দেবী-দেবতা ধর্ম থেকে কনভার্ট হয়ে খ্রিস্টান ধর্মে চলে গিয়ে থাকে, তবে সে অবশ্যই নিজের দেবী-দেবতা ধর্মে ফিরে আসবে। এই জ্ঞান এবং যোগ তার খুব ভালো লাগবে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, সে আমাদের ধর্মের। এগুলো বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য অনেক বুদ্ধির দরকার। ধারণ করতে হবে। যেমন কেউ গীতা পাঠ করে আর মানুষ বসে বসে শোনে, সেইরকম কেবল বই পড়ে শোনাতে হবে না। অনেকে গীতার শ্লোক হুবহু মুখস্থ করে নেয়। তবে যে যার নিজের মতো করে এর অর্থ বিশ্লেষণ করে। সব শ্লোকই সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে। দুনিয়ায় গান আছে - সাগরকে কালি এবং সমস্ত অরণ্য দিয়ে কলম তৈরি করলেও জ্ঞানের অন্ত পাওয়া যাবে না। গীতা তো খুব ছোট। কেবল আঠারো অধ্যায় আছে। খুব ছোট গীতা তৈরি করে গলায় ঝুলিয়ে রাখে। খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা থাকে। গলায় ঝুলিয়ে রাখার অভ্যাস হয়ে যায়। খুব ছোট লকেট তৈরি করে। বাস্তবে এটা তো এক সেকেন্ডের ব্যাপার। বাবার বাম্বা হওয়া মানেই বিশ্বের মালিক হওয়া। 'বাবা, আমি তোমার একদিনের সন্তান' - এভাবেও লেখা শুরু করে। একদিনেই নিশ্চিত হয়ে যায় আর পত্রও লিখে ফেলে। বাম্বা হওয়া মানেই বিশ্বের মালিক হওয়া। এটা বোঝার জন্যেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। ওখানে অন্য কোনো ভূখণ্ড থাকবে না। নাম-চিহ্ন কিছুই থাকবে না। কেউ বুঝতেই পারবে না যে এখানেও কোনো ভূখণ্ড ছিল। যদি ছিল, তাহলে অবশ্যই তার ইতিহাস-ভূগোল থাকবে। কিন্তু ওখানে এইসব থাকবে না। তাই বলা হয়, তোমরা বিশ্বের মালিক হবে। বাবা বুঝিয়েছেন, আমি যেমন তোমাদের বাবা, তেমনই আবার জ্ঞানের সাগর। এগুলো হলো সর্বোত্তম জ্ঞান, যার দ্বারা আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। আমাদের বাবা হলেন সুপ্রীম। তিনিই সৎ বাবা এবং সৎ টিচার - সর্বদাই সত্য কথা বলেন। অসীম শিক্ষা দেন। তিনি হলেন অসীম জগতের গুরু, সকলের সদগতি করেন। যদি একজনের মহিমা করা হয়, তাহলে তিনি যতক্ষণ না অন্যদেরকেও নিজের সমান বানাচ্ছেন, ততক্ষণ সেই মহিমা অন্য কারোর হতে পারে না। তাই, তোমাদেরকেও পতিত-পাবন বলা যায়। মানুষ 'সৎ নাম' লেখে। এই মাতা-রাই হলো পতিত-পাবনী গঙ্গা। শিবশক্তি বলো কিংবা শিব বংশী, একই ব্যাপার। শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী। সকলেই শিব বংশী। যেহেতু ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করা হয়, তাই ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা এই সঙ্গমযুগেই থাকে। ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেওয়া হয়। সবার আগে ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরাই থাকে। যদি কেউ মানতে না চায়, তাকে বলা - ইনি হলেন প্রজাপিতা, এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। বাবা বলেন, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এসে প্রবেশ করি। দেখানো হয়েছে - বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছে। আচ্ছা, তাহলে বিষ্ণু কার নাভি থেকে বেরিয়েছে? এক্ষেত্রে তীরচিহ্ন দিয়ে বোঝাতে পারো যে দুজনেই অভিন্ন। ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন এবং বিষ্ণুই আবার ব্রহ্মা হন। ওনার থেকে এনার, এবং এনার থেকে ওনার জন্ম হয়েছে। এনার এক সেকেন্ড সময় লাগে আর ওনার ৫ হাজার বছর সময় লাগে। কতো ওয়ান্ডারফুল বিষয়, তাই না? তোমরাও অন্যকে বোঝাবে। বাবা বলছেন - লক্ষ্মী ৮৪ বার জন্ম নেয় এবং ওদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি প্রবেশ করে আবার এইরকম বানিয়ে দিই। এগুলো ভালোভাবে বুঝতে হয়। কিছুক্ষণ যদি বসতে পারো, তবে বুঝিয়ে দেব যে এনাকে কেন ব্রহ্মা বলা হয়। এইসব ছবি গোটা পৃথিবীকে দেখানোর জন্য বানানো হয়েছে। আমরা বুঝিয়ে দেব, যার বোঝার সে ঠিক বুঝবে। যে বুঝবে না, সে আমাদের বংশের নয়। সেই বেচারীও ওখানে আসবে, কিন্তু প্রজা হবে। আমাদের কাছে তো সকলেই 'বেচারী'। গরিব মানুষকে বেচারী বলা হয়। বাম্বাদেরকে অনেক পয়েন্ট ধারণ করতে হবে। বিভিন্ন টপিকের ওপর ভাষণ করতে হয়। এই টপিকগুলোও কোনো অংশে কম নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং সরস্বতী - চার হাত দেখানো হয়, যার মধ্যে দুটো হাত কন্যার। ইনি তো যুগল (জোড়া) নন। বাস্তবে কেবল বিষ্ণুই হলো যুগল রূপ। সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার কন্যা। শঙ্করেরও যুগল নেই, তাই শিব-শঙ্কর বলে দেয়। কিন্তু শঙ্কর কি করে? বিনাশ তো পরমাণু বোম্বার দ্বারা হয়। পিতা কিভাবে সন্তানদের সংহার করবে? তাহলে তো পাপ হয়ে যাবে। উল্টে বাবা তো কোনো পরিশ্রম ছাড়াই সবাইকে শান্তিধামে নিয়ে যান। এটা কেয়ামতের (বিনাশ) সময়, তাই সমস্ত হিসাব মিটিয়ে সবাই ঘরে ফিরে যায়। বাবা সেবা করার জন্যই আসেন। সবাইকে সদগতি প্রদান করেন। তোমরাও প্রথমে গতিতে গিয়ে তারপর সদগতিতে আসবে। এগুলো সব বোঝার বিষয়। এইসব বিষয়ে কেউ বিন্দুমাত্রও জানে না। তোমরা দেখতে পাও যে কেউ কেউ কিছুই বোঝে না, মাথা খারাপ করে দেয়। যার ভাগ্যে ভালো কিছু বোঝার থাকবে, সে এসে বুঝবে। বলা - যদি এতো বিশদ ভাবে বুঝতে চান, তাহলে সময় দিতে হবে। এখানে তো কেবল বাবার পরিচয় দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা হলো কাঁটার জঙ্গল, একে অপরকে কেবল দুঃখই দেয়। তাই এই দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয়। সত্যযুগ হলো সুখধাম। কিভাবে

দুঃখধাম থেকে সুখধামের রচনা হয়, সেটাই আপনাদেরকে বোঝাবো। লক্ষ্মী-নারায়ণ সুখধামে ছিলেন, তারপর ৮৪ বার জন্ম নিয়ে এই দুঃখধামে আসেন। কিভাবে ব্রহ্মার নামকরণ হয়েছে ? বাবা বলছেন, আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি এবং এনাকে অসীম জগতের থেকে সন্ধ্যাস নেওয়া করাই। ঝট করেই সন্ধ্যাস নেওয়া করান, কারণ বাবাকে তো সেবা করাতে হবে। সেই কাজই তিনি করছেন। এনার পরে আরও অনেকেই এসেছিল যাদের নাম রাখা হয়েছিল। দুনিয়ার মানুষ তো বিড়াল ছানার কথা বলে। এগুলো গল্পকথা। বিড়াল ছানা কিভাবে থাকবে ? বিড়াল ছানা কি বসে বসে জ্ঞান শুনবে ? বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। কেউ যদি কোনো বিষয় বুঝতে না পারে, তবে তাকে বলো - যতক্ষণ না বাবাকে বুঝতে পারছেন ততক্ষণ কিছুই বুঝতে পারবেন না। এক একটা বিষয়ে নিশ্চিত হন, তারপর সেটা লিখে নিন। নয়তো ভুলে যাবেন। মায়া ভুলিয়ে দেবে। বাবার পরিচয় হলো মুখ্য বিষয়। আমাদের বাবা হলেন সুপ্রীম বাবা এবং সুপ্রীম টিচার। তিনি সমগ্র বিশ্বের আদি, মধ্য এবং অন্তিমের রহস্য বোঝান। অন্য কেউ এই বিষয়ে কিছুই জানে না। এগুলো বোঝানোর জন্য সময় লাগে। যতক্ষণ না বাবাকে বুঝতে পারছে, ততক্ষণ প্রশ্ন উঠতেই থাকবে। বাবাকে বুঝতে না পারলে কিছুই বুঝতে পারবে না, কেবল সংশয় প্রকাশ করবে আর বলবে - এটা কিভাবে সম্ভব, শাস্ত্রে তো এইরকম আছে। তাই সবাইকে আগে বাবার পরিচয় দাও। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের সূক্ষ্ম পরিণামকে বুদ্ধিতে রেখে, এখন আর কোনো বিকর্ম করা যাবে না। জ্ঞান এবং যোগের ধারণা করে, অন্যকেও শোনাতে হবে।

২) সৎ বাবার সত্য জ্ঞান দান করে মানুষ থেকে দেবতা বানানোর সেবা করতে হবে। বিকারের পাঁক থেকে সবাইকে উদ্ধার করতে হবে।

বরদানঃ- নিজের শক্তিশালী অবস্থার দ্বারা মনসা সেবার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করা স্ব-অভ্যাসী ভব সমগ্র বিশ্বে লাইট এবং মাইটের বরদান দেওয়ার জন্য অমৃতবেলায় স্মরণের স্ব-অভ্যাস দ্বারা শক্তিশালী বাতাবরণ তৈরি করো, তাহলেই মনসা সেবার সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। অন্তিম সময়ে মনের দ্বারা-ই দৃষ্টির মাধ্যমে তৃপ্ত করার এবং নিজের বৃত্তির মাধ্যমে অপরের বৃত্তি পরিবর্তন করার সেবা করতে হবে। নিজের শ্রেষ্ঠ স্মৃতির দ্বারা সবাইকে সমর্থ করতে হবে। যখন এইরকম লাইট এবং মাইট দেওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে, তখনই বাতাবরণ নির্বিঘ্ন হবে এবং এই দুর্গও মজবুত হবে।

স্লোগানঃ- তিনিই বুদ্ধিমান, যিনি একই সাথে মন, বাণী এবং কর্মের দ্বারা সেবা করেন।

19-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

- *প্রশ্ন:- কোন্ স্মৃতিটি থাকলে কখনও মন খারাপ বা দুঃখের অনুভূতি হতে পারে না ?
- *উত্তর:- এখন আমরা এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর ত্যাগ করে পরমধামে যাবো তারপরে নতুন দুনিয়ায় পুনর্জন্ম নেবো। আমরা এখন রাজযোগ শিখছি - রাজস্ব প্রাপ্তির জন্যে। বাবা বাচ্চাদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের জন্যে আত্মিক রাজস্থান স্থাপন করছেন, এই স্মৃতি থাকলে দুঃখের অনুভূতি হতে পারে না।
- *গীত:- তুমি মাতা তুমি পিতা....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, এই গীত তোমাদের জন্যে নয়, নতুনদের বোঝানোর জন্যে। এমন তো নয় এখানে সবাই বুদ্ধিমানরা-ই আছে। না, বোধহীনদের বুদ্ধিমান করা হয়েছে। বাচ্চারা জানে আমরা কিরূপ বোধহীন ছিলাম, এখন বাবা আমাদের বুদ্ধিমান বানিয়েছেন। যেমন স্কুলে পড়াশোনা করে বাচ্চারা বুদ্ধিমান হয়ে যায়। প্রত্যেকে নিজের নিজের বুদ্ধির আধারে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়। এইখানে তো আত্মাকে বোধযুক্ত করার কথা। আত্মা-ই পড়ে শরীর দ্বারা। কিন্তু বাইরে যা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সেসব হল অল্পকালের শরীর নির্বাহের জন্যে। যদিও কেউ ধর্ম পরিবর্তনও করে, হিন্দুদের খ্রিস্টান বানিয়ে দেয় - কেন ? অল্প সুখের প্রাপ্তির জন্যে। টাকা পয়সা চাকরী ইত্যাদি সহজ প্রাপ্তির জন্যে, জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদেরকে সর্ব প্রথমে আত্ম-অভিমानी হতে হবে। এটাই হল মুখ্য কথা, কারণ এই দুনিয়া হল রুগীদের দুনিয়া। এমন কোনও মানুষ নেই যে রুগী হয়নি। কিছু তো নিশ্চয়ই হয়েছে। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া হল বিশালকায় হাসপাতাল, যেখানে সব মানুষ হল পতিত রুগী। আয়ুও অনেক কম থাকে। হঠাৎ মৃত্যু হয়। কালের কবলে পড়ে যায়। এইসব কথাও তোমরা বাচ্চারা জানো। তোমরা বাচ্চারা শুধুমাত্র ভারতের নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বের সার্ভিস করো গুপ্ত রূপে। মুখ্য কথা হল যে, বাবাকে কেউ জানে না। মানুষ হয়েও পারলৌকিক পিতাকে জানেনা, তাঁর সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না। এখন বাবা বলেন, আমার সঙ্গে ভালোবাসা যুক্ত হয়ে থাকো। আমার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক রেখে তোমাদের আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। যতক্ষণ না ফিরছে ততক্ষণ তোমাদের এই অপবিত্র ছিঃ ছিঃ দুনিয়ায় থাকতে হয়। সর্বপ্রথমে তো দেহ-অভিমानी থেকে দেহী-অভিমानी হও, তবে তোমরা ধারণ করতে পারবে এবং বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। যদি দেহী-অভিমानी না হও তাহলে কোনও কাজের থাকবে না। দেহ-অভিমानी তো হল সবাই। তোমরা জানো যে, আমরা যদি আত্ম-অভিমानी না হই, বাবাকে স্মরণ না করি, তাহলে আমরা তো আগের মতনই রইলাম। মুখ্য কথা হল দেহী-অভিমानी হওয়ার, রচনাকে জানা নয়। যদিও গায়ন আছে রচয়িতা ও রচনার জ্ঞান। এমন নয় প্রথমে রচনা তারপরে রচয়িতার জ্ঞান বলবে। না, প্রথমে রচয়িতা, তিনি হলেন পিতা। বলাও হয় - গড ফাদার। বাচ্চারা, উনি এসে তোমাদের নিজের মতন তৈরি করেন। বাবা তো হলেন সর্বদা আত্ম-অভিমानी, তাই তিনি হলেন সুপ্রিম। বাবা বলেন, আমি তো আত্ম-অভিমानी। যার মধ্যে প্রবেশ করি তাকেও আত্ম-অভিমानी করি। এনার (ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে প্রবেশ করি এনাকে কনভার্ট করার জন্যে। কারণ ইনি দেহ-অভিমानी ছিলেন, এনাকেও বলি নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে যথার্থ ভাবে স্মরণ করো। এমন অনেক মানুষ আছে যারা ভাবে আত্মা ও জীব দুটি আলাদা। আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, সুতরাং দুটি আলাদা জিনিস তাইনা। বাবা বোঝান তোমরা হলে আত্মা। আত্মা-ই পুনর্জন্ম নেয়। আত্মা-ই শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে। বাবা বার-বার বোঝান নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, এতেই খুব পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। যেমন স্টুডেন্ট পড়াশোনা করার জন্যে একাকী স্থানে, বাগানে ইত্যাদি স্থানে গিয়ে বসে পড়ে। পাদরিরাও পায়চারি করার সময়ে শান্ত হয়ে থাকে। তারা আত্ম-অভিমानी হয় না। ক্রাইস্টকে স্মরণ করে। ঘরে থেকেও স্মরণ করতে পারে কিন্তু বিশেষ ভাবে ক্রাইস্টকে স্মরণ করার জন্যে একাকী স্থানে যায়, অন্য কোনো দিকে নজর দেয় না। যারা ভালো, তারা ভাবে আমরা ক্রাইস্টকে স্মরণ করতে করতে তার কাছে চলে যাবো। ক্রাইস্ট হেভেনে বসে আছেন, আমরাও হেভেনে চলে যাবো। এই কথাও বোঝেন যে ক্রাইস্ট হেভেনলী গড ফাদারের কাছে গেছেন। আমরাও স্মরণ করতে করতে তার কাছে যাবো। সব খ্রিস্টানরা এক তারই সন্তান। জ্ঞানের কিছুটা অংশ তাদের ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা বলবে যে, তাদের জ্ঞানের এই কথাটি তো ভুল যে ক্রাইস্টের আত্মা উপরে গেছে। ক্রাইস্ট নাম তো শরীরের, যাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। আত্মা তো ফাঁসিতে ঝোলে না। এখন ক্রাইস্টের আত্মা গড ফাদারের কাছে গেছে, এই রূপ বলাও ভুল হয়ে যায়। কেউ ফিরে যাবে কীভাবে ? প্রত্যেককে স্থাপন তারপরে পালন অবশ্যই করতে হয়। বাড়িতে রঙ করানো হয়, এই হল পালন করা অর্থাৎ

এখন অসীমের পিতাকে তোমরা স্মরণ করো। এই নলেজ অসীমের পিতা ব্যতীত কেউ দিতে পারে না। নিজেরই কল্যাণ করতে হবে। রুগী বা অসুস্থ থেকে নিরোগী অর্থাৎ সুস্থ হতে হবে। এই দুনিয়া হল রুগীদের বিশাল হাসপাতাল। সম্পূর্ণ বিশ্ব হল রুগীদের হাসপাতাল। রুগীর মৃত্যু নিশ্চয়ই শীঘ্র হবে, বাবা এসে এই সম্পূর্ণ বিশ্ব কে সুস্থ করেন। এমন নয় এখানেই সুস্থ হবে। বাবা বলেন - সুস্থ হয় সবাই নতুন দুনিয়ায়। পুরানো দুনিয়ায় সুস্থ হতে পারে না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন সুস্থ, এভার হেলদী। সেখানে আয়ু বেশি হয়, রুগী হয় ভিশশ। ভাইসলেস রুগী হয় না। ওটা হলই সম্পূর্ণ নির্বিকারী। বাবা নিজে বলেন এই সময় সম্পূর্ণ বিশ্ব, বিশেষ ভাবে ভারত হল রুগী। তোমরা বাচ্চারা প্রথমে সুস্থ দুনিয়ায় আসো, সুস্থ হও স্মরণের যাত্রা দ্বারা। স্মরণের সাহায্যে তোমরা ফিরে যাবে নিজের সুইট হোমে। এও হল একরকমের যাত্রা। আত্মার যাত্রা, পিতা পরমাত্মার কাছে ফিরে যাওয়ার যাত্রা। এ হল স্পিরিচুয়াল যাত্রা। এই শব্দটি কেউ বুঝবে না। তোমরাও নম্বর অনুসারে জানো, কিন্তু ভুলে যাও। মুখ্য কথা হল এই, যা বোঝানো খুব সহজ। কিন্তু বোঝাবে সে যে নিজেও আত্মিক যাত্রা করবে। নিজে না থাকলে, অন্যদের বললেও গুণের তীর সেরকম ভাবে লাগবে না। সত্যতার শক্তি চাই। আমরা বাবাকে এমন স্মরণ করি যেমন স্ত্রী নিজের স্বামীকে স্মরণ করে। পরমাত্মা হলেন স্বামীদের স্বামী, পিতাদের পিতা, গুরুদের গুরু। গুরুরাও ওই পিতাকেই স্মরণ করে। ক্রাইস্টও পিতাকেই স্মরণ করতেন। কিন্তু তাঁকে কেউ জানেনা। বাবা যখন আসবেন তখন নিজের পরিচয় দেবেন। ভারতবাসী নিজেরাই পিতাকে জানেনা, তাহলে অন্যরা কীভাবে জানবে। বিদেশ থেকে মানুষ এখানে আসে, যোগ শিখতে। ভাবে প্রাচীন যোগ ভগবান শিখিয়েছেন। এইরূপ থাকে ভাবনা। বাবা বোঝান প্রকৃত সত্য যোগ তো আমি ই কল্প কল্প এসে শেখাই, কেবল একবার। মুখ্য কথা হল নিজেকে আত্মা ভেবে পিতাকে স্মরণ করো, একেই আত্মিক যোগ বলা হয়। বাকি সবার হলো দৈহিক যোগ। ব্রহ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়। ব্রহ্ম তো পিতা নয়। ওটা হল মহাতত্ত্ব, আত্মাদের নিবাস স্থান। অতএব বাবা হলেন একমাত্র রাইট। একমাত্র বাবাকেই সত্য বলা হয়। এই কথাও ভারতবাসী জানেনা যে, বাবা সত্য হন কীভাবে। তিনি সত্যথণ্ডের স্থাপনা করেন। সত্যখন্ড ও মিথ্যাখন্ড। তোমরা যখন সত্যথণ্ডে থাকো তখন সেখানে রাবণের রাজ্য থাকে না। অর্ধকল্প পরে রাবণ রাজ্য মিথ্যাখন্ড আরম্ভ হয়। সত্যখন্ড সম্পূর্ণ সত্যযুগকে বলা হবে। তারপরে মিথ্যাখন্ড সম্পূর্ণ কলিযুগের অন্তিম কাল। এখন তোমরা বসে আছো সঙ্গমে। না এদিকে, না ওইদিকে। তোমরা যাত্রা করছো। আত্মা যাত্রা করছে, শরীর নয়। বাবা এসে যাত্রা করা শেখান। এখান থেকে ওইখানে যেতে হবে। তোমাদেরকে এইটাই শেখাচ্ছেন। তারা স্টার, মুন ইত্যাদির দিকে যাওয়ার যাত্রা করে। এখন তোমরা জানো তাতে কোনো লাভ নেই। এইসব জিনিস দিয়ে সম্পূর্ণ বিনাশ হবে। এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হবে। তোমরা জানো এইসব জিনিস যা বিজ্ঞান দ্বারা তৈরি হয়েছে সেসব ভবিষ্যতে তোমাদের কাজে লাগবে। এইরূপ ড্রামা নির্দিষ্ট আছে। অসীম জগতের পিতা এসে পড়ান, সুতরাং খুব সম্মান করা উচিত। টিচারের সম্মান করা হয়। টিচার আদেশ করেন - ভালো ভাবে পড়াশোনা করে পাস করো। আদেশ পালন না করলে ফেল হয়ে যাবে। বাবা নিজেও বলেন, তোমাদের পড়াই হল বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন মালিক। যদিও প্রজারাও হয় মালিক, কিন্তু পদমর্যাদায় তফাৎ থেকে যায়। ভারতবাসীরা সবাই বলে - আমরা হলাম মালিক। গরিব মানুষও নিজেদেরকে ভারতের মালিক ভাবে। কিন্তু রাজা এবং প্রজায় অনেক তফাৎ আছে। নলেজ দ্বারা পদমর্যাদায় এইরূপ পার্থক্য এসে যায়। নলেজেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাই। পবিত্রতাও জরুরী তো হেল্‌থ-ওয়েল্‌থও চাই। স্বর্গে তো সব আছে, তাইনা। বাবা মুখ্য উদ্দেশ্য বোঝান। দুনিয়ায় অন্য কারো বুদ্ধিতে এই মুখ্য উদ্দেশ্যটি থাকবে না। তোমরা অবিলম্বে বলবে আমরা এমন হবো। সম্পূর্ণ বিশ্বে আমাদের রাজধানী থাকবে। বর্তমানে

এই রাজ্য হল পঞ্চায়েত রাজ্য। প্রথমে স্বরূপ ছিল ডবল মুকুটধারী, তারপরে একটি মুকুটধারী, এখন কোনও মুকুট নেই। বাবা মুরলীতে বলে ছিলেন - এই চিত্রও যেন থাকে - ডবল মুকুটধারী রাজাদের সামনে সিংগল মুকুটধারী রাজারা প্রণাম করছে। এখন বাবা বলছেন আমি তোমাদেরকে রাজার রাজা ডবল মুকুটধারী বানাই। ওই হল অল্পকালের জন্য, এই হল ২১ জন্মের কথা। প্রথম মুখ্য কথা হল পবিত্র হওয়ার। ডাকাও হয় যে এসে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। এমন বলা হয় না এসে রাজা বানাও। বাচ্চারা, এখন তোমাদের হল অসীমের সল্যাস। এই দুনিয়া থেকে চলে যাবে নিজের ঘর পরমধাম। তারপরে আসবে স্বর্গে, হেভেনে। অন্তরে খুশীর অনুভূতি থাকা উচিত যখন বুঝবে আমরা ঘরে যাবো পরে রাজত্ব করতে আসবো তাহলে মন খারাপ ও দুঃখের অনুভূতি ইত্যাদি এইসব থাকা উচিত নয়। আমরা আত্মারা ঘরে ফিরে যাব তারপরে পুনর্জন্ম নতুন দুনিয়ায় নেব। বাচ্চাদের খুশী স্থায়ীভাবে থাকে না কেন? মায়ার বিরোধিতা খুব বেশি তাই খুশী কমে যায়। পতিত-পাবন নিজে বলেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ বিনষ্ট হবে। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও। তোমরা জানো যে এর পরে আমরা নিজের রাজস্থানে চলে যাবো। এখানে বিভিন্ন ধরনের রাজারা ছিল,

এখন পুনরায় আত্মিক রাজস্থান তৈরি হবে। স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। খ্রিস্টানরা হেভেনের অর্থ বোঝে না। তারা মুক্তিধামকে হেভেন বলে। এমন নয় যে হেভেনলী গড ফাদার হেভেনে বাস করেন। তিনি তো থাকেন শান্তিধামে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো স্বর্গে যাওয়ার জন্যে। এই তফাৎ টি বলতে হবে। গড ফাদার হলেন মুক্তিধাম নিবাসী। হেভেন নতুন দুনিয়াকে বলা হয়। সেখানে তো খ্রিস্টানরা থাকে না। ফাদার এসে স্বর্গ স্থাপন করেন। তোমরা যাকে শান্তিধাম বলা খ্রিস্টানরা তাকেই হেভেন বলে। এইসব কথা বুঝতে হবে।

বাবা বলেন, নলেজ তো খুব সহজ। এই হল পবিত্র হওয়ার নলেজ, মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যাওয়ার নলেজ, যা কেবলমাত্র বাবা দিতে পারেন। যখন কাউকে ফাঁসি দেওয়া হয় তখন অন্তরে এই বোধ থাকে আমরা ভগবানের কাছে যাচ্ছি। যে ফাঁসি দেয় সেও বলে গড'কে স্মরণ করো। গড -কে দুইজনেই জানে না। সেই সময় তো তাদের মিত্র আত্মীয়স্বজন স্মরণে আসে। গায়নও আছে অন্ত কালে যে স্ত্রীকে স্মরণ করে কেউ তো নিশ্চয়ই স্মরণে আসে। সত্যযুগে মোহজিত থাকে। সেখানে জ্ঞান থাকে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য ধারণ করতে হবে। সেখানে স্মরণ করার দরকার নেই তাই বলা হয় দুঃখে স্মরণ সবাই করে এখানে দুঃখ আছে তাই স্মরণ করে যাতে ভগবানের কাছে যদি কিছু প্রাপ্ত হয়। স্বর্গে তো সব কিছু প্রাপ্ত হয়েই থাকে। তোমরা বলতে পারো আমাদের উদ্দেশ্য হল মানুষকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী করা, সনাথ করা। এখন সবাই অনাথ হয়েছে। আমরা স-নাথ করি। সুখ, শান্তি, সম্পত্তির উত্তরাধিকার একমাত্র বাবা প্রদান করেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের বিশাল আয়ু ছিল। এই কথাও জানো যে প্রথমে ভারতবাসীদের আয়ু বেশি ছিল। এখন ছোট হয়েছে। কেন ছোট হয়েছে - তা কেউ জানে না। তোমাদের জন্যে খুব সহজ হয়েছে নিজে বোঝা এবং অন্যদের বোঝানো। তাও নম্বর অনুসারে। বোঝানোর শক্তি প্রত্যেকের নিজস্ব, যে যেমন ধারণ করে সে তেমন বোঝায়। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যেমন বাবা সর্বদা আত্ম-অভিমানী, তেমন আত্ম-অভিমানী থাকার পুরোপুরি পুরুষার্থ করতে হবে। এক বাবাকে সত্যতার সঙ্গে ভালোবেসে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরতে হবে।

২) অসীম জগতের বাবার পুরোপুরি সম্মান করতে হবে অর্থাৎ বাবার আদেশ অনুসারে চলতে হবে। বাবার প্রথম আদেশ হল - বাচ্চারা, ভালো রীতি পড়াশোনা করে পাস করো। এই আদেশটি পালন করতে হবে।

বরদান:- সেন্স (বোধ) এবং ইসেন্সের (সৌরভ) ব্যালাক্স দ্বারা নিজস্বতাকে ভস্মীভূত করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব সেন্স অর্থাৎ জ্ঞানের পয়েন্ট, বোধ শক্তি এবং ইসেন্স অর্থাৎ সর্ব শক্তি স্বরূপ স্মৃতি এবং সমর্থ স্বরূপ। এই দুটির ব্যালাক্স থাকলে নিজস্বতা বা পুরাতন স্বরূপ ভস্ম হয়ে যাবে। প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি বচন, এবং প্রতিটি কর্ম বিশ্ব পরিবর্তনের সেবার উদ্দেশ্যে ভস্ম হলে বিশ্ব পরিবর্তক স্বতঃই হয়ে যাবে। যে নিজের দেহের স্মৃতি সহ ভস্মীভূত হয় তার শ্রেষ্ঠ ভাইরেশন দ্বারা বায়ু মন্ডলের পরিবর্তন সহজ হয়।

স্লোগান:- প্রাপ্তি গুলিকে স্মরণ করো, তাহলে দুঃখ অশান্তির কথা ভুলে যাবে।

20-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- কোন্ বিষয়টিকে স্মরণে রাখলে তোমাদের অবস্থা অচল - অটল হয়ে যাবে ?

*উত্তর:- পাস্ট ইজ পাস্ট। বিগত বিষয়কে নিয়ে চিন্তা করতে নেই। এগিয়ে যেতে হয়। সদা একই দিকে যদি দেখতে থাকো, তবে অবস্থা অচল-অটল হয়ে যাবে। তোমরা এখন কলিযুগের সীমিত সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছো। এখন পিছন দিকে কেন দেখছো ? তাতে এতটুকুও যেন বুদ্ধি না যায় - এটাই হল সূক্ষ্ম পড়াশোনা।

ওম শান্তি। দিন বদলে যায়, টাইম পাস হয়ে যায়। ভেবে দেখো, সত্যযুগ থেকে টাইম পার হতে হতে এখন এসে কলিযুগেরও শেষ কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছ। এই সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগের চিত্রও যেন মডেল। সৃষ্টি তো অনেক বড়। তার মডেল রূপকে বাচ্চারা এখন জেনে গেছে। পূর্বে এটা জানা ছিল না যে, এখন এই কলিযুগ সমাপ্ত হচ্ছে। এখন তোমরা জেনেছ। অতএব বাচ্চাদেরও বুদ্ধিতে সত্যযুগ থেকে শুরু করে চক্র পরিক্রমা করে কলিযুগের অন্তিমে কিনারায় (তীরে) এসে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। বাচ্চাদের এটা বোঝা উচিত যে, সময় টিক টিক করে অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। ড্রামা ক্রমাগত পরিক্রমণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। ড্রামার তবে আর কতটা বাকি থাকতে পারে ? সামান্যই বাকি রয়েছে নিশ্চয়ই। আগে জানা ছিল না। এখন বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে - কোণে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দুনিয়া থেকে ওই দুনিয়াতে যাওয়ার এখন বাকি আর সামান্যই সময়। এই জ্ঞানও এখনই প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা সত্যযুগ থেকে শুরু করে চক্র পরিক্রমণ করতে করতে এখন কলিযুগের অন্তিমে এসে পৌঁছেছি। এখন পুনরায় ফিরে যেতে হবে। আসার আর যাওয়ার গেট হয়, তাই না ! এও তেমন। বাচ্চাদের এখন বুঝতে হবে - প্রায় তীরে বা তটে এসে দাঁড়িয়েছি। এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, তাই না ! এখন আমরা কিনারায় উপস্থিত হয়েছি। খুব অল্প সময় আর আছে। এখন এই পুরানো দুনিয়ার থেকে আসক্তি দূর করতে হবে। এখন তো নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। বাবা এসব বাচ্চাদের সহজভাবেই সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বুদ্ধিতে এ'সব ভালো ভাবে রাখা উচিত। সৃষ্টি চক্রকে বুদ্ধিতে ঘোরাতে হবে। এখন তোমরা আর কলিযুগে নেই। তোমরা এখন সীমিত সব কিছুকে ত্যাগ করেছো, তাহলে তোমাদের কী ওই তরফে স্মরণ করা উচিত ? যখন ছেড়েই এসেছো পুরানো দুনিয়াকে। আমরা এখন রয়েছি পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে, তাহলে পিছন দিকে তাকাবোই বা কেন ? বুদ্ধিযোগ বিকারী দুনিয়াতে কেন যুক্ত রাখবো ? এ হল খুব সূক্ষ্ম সব বিষয়। বাবা জানেন, কেউ কেউ তো এক টাকার মধ্যে এক আনাও বোঝে না। শুনল আর ভুলে গেল। পিছনের দিকে তোমাদের তাকানো উচিত নয়। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। আমরা পার'কে ছেড়ে এসেছি - তাহলে আর পিছনেই বা দেখবো কেন ? ফাস্ট ইজ পাস্ট। বাবা বলেন, বাবা কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়কে বোঝান। তবুও বাচ্চাদের কাঁধ পিছনের দিকে ফিরে থাকে কেন ? বাবা বলেন, কাঁধ এই দিকে ঘুরিয়ে নাও। ওই পুরানো দুনিয়া তোমার কোনো কাজের নয়। বাবা পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য এনে দেন, নতুন দুনিয়া সামনে উপস্থিত, পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। ভেবে দেখো - আমাদের এই রকম অবস্থা তৈরী হয়েছে ? বাবা বলেন, পাস্ট ইজ পাস্ট। বিগত ঘটনার কথা চিন্তাতেও আনবে না পুরানো দুনিয়াতে আর কোনো আশা রাখবে না। এখন তো একটাই আশা রাখতে হবে - আমরা চলেছি সুখধামে। বুদ্ধিতে সুখধামই স্মরণে রাখতে হবে। পিছনে কেন ফিরে তাকাতে ? কিন্তু অনেকেরই পিঠ পিছনে ঘুরে যায়। তোমরা এখন রয়েছ পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। পুরানো দুনিয়ার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছ। এটা বুঝতে হবে, তাই না ! কোনো দাঁড়ানো নেই। কোনো দিকেই তাকাবে না। বিগতকে স্মরণ করবে না। বাবা বলছেন - এগিয়ে যেতে থাকো, পিছন ফিরে তাকাবে না। এক দিকেই তাকিয়ে চলো, তবেই অচল, স্থির, অটল অবস্থা হতে পারে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে থাকলে পুরানো দুনিয়ার মিত্র - পরিজন সকলের কথা মনে আসতে থাকবে। সকলে নম্বর অনুসারে না ! আজ দেখছো খুব ভালো চলছে, কাল পড়ে গেল তো মন একেবারে এ'সব থেকে (হতাশ) হয়ে সরে যাবে। এমন গ্রহের দশা লেগে যাবে যে, মুরলী শোনাও ইচ্ছা হবে না। ভেবে দেখো, এই রকম হয় কিনা ? বাবা বলেন, তোমরা এখন সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছো, তাই দিশা সামনের দিকেই রাখতে হবে। সামনে হল নতুন দুনিয়া, তবেই খুশীর অনুভব হবে। এখন একেবারে সমীপে, কিনারায় উপস্থিত হয়েছো। বলে না - এখন তো আমার দেশের গাছপালা চোখে পড়ছে। আওয়াজ দাও দেখবে সাথে সাথে শুনতে পাবে। তট অর্থাৎ একেবারে সামনে। তোমরা স্মরণ করবে আর দেবতার হাজির হয়ে যাবে। আগে কী থাড়াই আসতো ? সূক্ষ্মলোক থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন আসতো কী ? এখন তো শ্বশুরবাড়ির আর বাপেরবাড়ির সবাই গিয়ে মিলিত হয়। তবুও বাচ্চারা চলতে চলতে ভুলে যায়। বুদ্ধিযোগ তখন পিছনের দিকে চলে যায়। বাবা বলেন, এটা সহল তোমাদের সকলের অন্তিম জন্ম। তোমরা পিছনে সরে এসো না। এখন পার হতে হবে। এই তরফ থেকে ওই তরফে

যেতে হবে। মৃত্যুও কাছে এগিয়ে আসতে থাকবে। বাকি তো কেবল পা বাড়ানোর অপেক্ষা। নৌকা পারে এসে লাগলে সেই দিকো পা বাড়াতে হয়, তাই না ! বাচ্চারা, তোমাদেরকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে কিনারা দিকে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে আত্মারা যায় তাদের সুইট হোমে। এটা স্মরণে রাখলে খুশী তোমাদেরকে অচল অটল বানিয়ে দেবে। এই বিষয়েই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। এ হল বুদ্ধিরই বিষয়। আমরা আত্মারা এখন যাচ্ছি, নৌকা একেবারে পারের কাছাকাছি। আর বাকি কেবল সামান্যই সময়। একেই বলা স্মরণের যাত্রা। বাচ্চারা এও ভুলে যায়। চার্ট লিখতেও ভুলে যায়। তোমার হৃদয়ে হাত রেখে দেখো - বাবা যে বলেন নিজেকে এই রকম মনে করো যে, আমরা নৌকার একেবারে কিনারায় (সত্যযুগ রূপী তটভূমিতে) নামার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের অবস্থা কি এইরকম হয়েছে ? বুদ্ধিতে এক বাবারই স্মরণ থাকবে। বাবা স্মরণের যাত্রাকে নানান ভাবে শেখাচ্ছেন। এই স্মরণের যাত্রাতেই মজে থাকতে হবে। ব্যস্ এখন আমাদেরকে যেতে হবে। এখানে সবই হল মিথ্যা সম্বন্ধ। সত্য হল সত্যযুগের সম্বন্ধ। নিজেকে দেখো আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ? সত্যযুগ থেকে শুরু করে বুদ্ধিতে এই চক্রকে স্মরণ করো। তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী, তাই না ? সত্যযুগ থেকে শুরু করে চক্র পরিচরমা করে এখন কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছ। নৌকা তটের কাছেই হল, তাই না ! কেউ কেউ তো নিজের সময়কে অনেক নষ্ট করে। বড়জোর ৫-১০ মিনিট স্মরণে থাকে হয়ত। স্বদর্শন-চক্রধারী তো সারাদিন হওয়া উচিত। তেমন তো হয় না। বাবা বাচ্চাদেরকে নানান ভাবে বোঝান। সবই হল আত্মারই কথা। তোমাদের বুদ্ধিতে চক্র ঘুরতে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে এটা কেন স্থিত থাকে না ? এখন আমরা কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছি। এই কিনারা বুদ্ধিতে কেন স্মরণ থাকে না ? যখন তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষোত্তম হয়ে উঠছি, তাই কিনারায় গিয়ে দাঁড়াও। উঁকুনের মতো (ধীরে ধীরে) এগিয়ে চलो। কেন তোমরা এই প্র্যাকটিস করো না ? চক্র কেন বুদ্ধিতে আসে না ? এটা তো স্বদর্শনচক্র, তাই না ! বাবা তো প্রথম থেকে শুরু করে সমস্ত চক্রকে বোঝাতে থাকেন। তোমাদের বুদ্ধি পুরো চক্র পরিচরমা করে কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত। আর কোনো রকমের বাইরের পরিবেশের ঝামেলা যাতে না থাকে। দিন দিন বাচ্চারা, তোমাদেরকে সাইলেন্সেই যেতে হবে। টাইম অযথা নষ্ট করবে না। পুরানো দুনিয়াকে ছেড়ে নতুন সম্বন্ধে তোমাদের বুদ্ধির যোগকে নিযুক্ত করো। যোগ যুক্ত যদি না হও তবে পাপ কীভাবে কাটবে ? তোমরা জানো যে, এই দুনিয়াকেই শেষ হতে হবে। এর মডেল কতো ছোট। পাঁচ হাজার বছরের দুনিয়া। আজ মেরে স্বর্গের মডেল আছে, কিন্তু স্বর্গের কথা স্মরণে আসবে কী ? স্বর্গের বিষয়ে তারা কী জানবে ? মানুষ তো মনে করে স্বর্গ ৪০ হাজার বছর পরে আসবে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বসে বোঝাচ্ছেন - এই দুনিয়াতে কাজকর্ম করো কিন্তু বুদ্ধিতে স্মরণে রাখো, এই দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। এখন ফিরে যেতে হবে, আমরা এখন একেবারে শেষে এসে দাঁড়িয়েছি। একটু একটু করে উঁকুনের মতো এগিয়ে চলেছে। আমাদের লক্ষ্য কতো বড়ো। বাবা তো লক্ষ্যস্থলকে জানেন, তাই না ! বাবার সাথে দাড়াও একসাথে রয়েছেন। একজন বোঝালে কি ইনি বোঝাতে পারেন না ? ইনিও তো শোনে, তাই না ! ইনি কি এইরকম এইরকম বিচার সাগর মন্থন করেন না ? বাবা তোমাদেরকে বিচার সাগর মন্থন করবার পয়েন্টস শোনাতে থাকেন। এমন তো নয় যে ইনি (ব্রহ্মা বাবা) অনেক দূরে পিছনে রয়েছেন। আরে ইনি তো একেবারে আমার পিছনেই লেজে মতোই রয়েছেন, বেশী দূরে কীভাবে থাকবেন ! এই সকল গুট গুট বিষয়কে ধারণ করতে হবে। গাফিলতি করা ছাড়তে হবে। বাবার কাছে ২ - ২ বছর পর আসে, তাতে কী স্মরণে থাকবে যে আমরা একেবারে কাছে কিনারায় রয়েছি এখন ? এখন যেতে হবে। অবস্থা যদি এই রকম হয়ে যায়, তবে আর বাকি কী চাই ? বাবা তো এটাও বুঝিয়েছেন যে - দ্বি-রাজমুকুট.... এ হল কেবল নাম, বাকি লাইটের মুকুট বলে সেখানে কিছু থাকে না। এ তো হল পবিত্রতার চিহ্ন। সকল ধর্ম স্থাপকদের চিত্রেই লাইট অবশ্যই দেখিয়ে থাকে। কেননা তারা হলেন ভাইসলেস সতোপ্রধান, তারপর রজো, তমোতে আসে। বাচ্চারা, তোমরা নলেজ পেয়ে থাকো, তাতে মজে থাকা চাই। যদিও আছে এই দুনিয়াতেই, কিন্তু তোমার বুদ্ধিযোগ যেন ওখানে যুক্ত হয়ে থাকে। এখানের প্রতি দায়িত্ব তো তো তোমাকে পালন করতে হবে। এই কুলের যদি হয়, তবে বেরিয়ে আসবে। স্যাপলিং (চারারোপন) লাগছে। আদি সনাতন দেবী দেবতার যারা হবে, তারা অবশ্যই আগে পরে আসবে। পরে যারা আসবে তারা পুরানোদের, থেকেও অনেক এগিয়ে যাবে। শেষ সময় পর্যন্ত এই রকম হতে থাকবে। তারা পুরানো দেব থেকেও জোর পায়ে এগিয়ে যাবে। সমস্ত পরীক্ষাটাই হল স্মরণের যাত্রা। যদি দেরিতে আসে, কিন্তু স্মরণের যাত্রাতে যদি নিযুক্ত হয়ে যায়, সব বৈষয়িক কাজকর্ম ছেড়ে স্মরণের যাত্রাতে বসে পড়ে, খাবার তো খেতেই হবে। ভালো ভাবে যদি স্মরণে থাকে, তবে এই খুশীর মতো পুষ্টিকর পথ্য আর নেই। এই নেশাতে পড়ে যাবে - এখন ঘরে ফিরতে হবে। ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। লটারি লেগে গেলে খুশীর পারদ চড়ে যায় না ! তোমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। একেই অস্তিম অমূল্য জীবন বলা হয়ে থাকে। স্মরণের যাত্রাতে অনেক মজা। হনুমানও পুরুষার্থ করতে করতে স্থিত (স্টেরিয়াম) হয়ে গিয়েছিল না ! খড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল, রাবণের রাজ্য পুড়ে গেল। এটাকে একটা গল্প বানিয়ে দিয়েছে। বাবা সঠিক জিনিসটিই বসে বোঝান। রাবণ রাজ্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। স্থির বুদ্ধি একেই বলা হয়। ব্যস্ত এখন আমরা নৌকা আর পারে পৌঁছানোর কিনারায়। আমরা এখন যাচ্ছি। এই ভাবে স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করো, তাহলে খুশীতর পারদ চড়তে থাকবে। আয়ুও যোগবলের দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। তোমরা এখন দৈবী গুণ ধারণ

করে থাকো, তারপর সেটা আধা কল্প ধরে চলে। এই এক জন্মে তোমরা এত পুরুষার্থ করো যে, তোমরা এরপর (সত্যযুগে) এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে থাকো। তাহলে কতখানি পুরুষার্থ করা উচিত ! এতে গাফিলতি বা একেবারেই টাইম ওয়েস্ট করা উচিত নয়। যে করবে সে পাবে। বাবা শিক্ষা দিতে থাকেন। তোমরা বুঝতে পারো যে - কল্প কল্প আমরা বিশ্বের মালিক হই। এত কম সময়ের মধ্যেও আমরা কামাল করে দিই। সমস্ত দুনিয়াকে আমরা চেঞ্জ করে দিই। বাবার জন্য তো কোনো বড় ব্যাপার নয়। প্রতি কল্প কল্প তিনি করে থাকেন। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - চলতে ফিরতে, খাবার দাবার খাওয়ার সময়ও তোমার বুদ্ধি যোগ যেন বাবার সাথে রাখো। এই গুপ্ত কথা বাবাই কবল বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। নিজের অবস্থাকে খুব ভালো ভাবে জমাতে থাকো। নাহলে উচ্চ পদ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। তোমরা বাচ্চারা নম্বর অনুক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে পরিশ্রম করে থাকো। তোমরা বুঝেছো যে, আমরা তো এখন কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। তাহলে পিছনের দিকে কেন দেখবো ? সামনের দিকেই পা এগিয়ে যাবে। এতে অন্তর্মুখিতার অনেক বেশী প্রয়োজন। সেইজন্য কচ্ছপেরও উদাহরণ রয়েছে। এই সব উদাহরণ গুলি সবই হল তোমাদের জন্য। সন্ন্যাসীরা তো হলি হঠযোগী। তারা তো রাজযোগ শেখাতে পারবে না। ওরা যদি শোনে ভাববে আমাদের ইনসাল্ট করছে। সেইএ'সব অত্যন্ত যুক্তির সাথে লিখতে হবে। বাবা ছাড়া রাজযোগ কেউই শেখাতে পারে না। তোমরা ইন-ডিরেক্টলি বলবে যিতে তারা অপমানিত বোধ না করতে পারে। যুক্তির সাথে চলতে হয়, তাই না ! যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে। আত্মীয় কুটুম পরিবারের সকলে সাথে প্রীতি রাখো, কিন্তু বুদ্ধি যোগ থাকবে বাবার সাথে। তোমরা জানো যে, আমরা এখন এক এরই মতে রয়েছি। এ হল দেবতা হওয়ার মত। একেই বলা হয় অদ্বৈত মত। বাচ্চাদেরকে দেবতা হতে হবে। তোমরা কত বার হয়েছো ? অনেক বার। এখন তোমরা সঙ্গমযুগে দাঁড়িয়ে রয়েছো। এটা হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। এখন তো যেতে হবে। পিছনের দিকে কী দেখবে ? দেখেও তোমরা নিজেদের অটল ভাবে স্থিত রয়েছো। লক্ষ্যকে ভুলবেন না। তোমরাই হলে মহাবীর যে মায়ার উপরে বিজয় লাভ করো। এখন তোমরা বুঝতে পারো - হার এবং জিতের এই চক্র ঘুরতেই থাকে। কতখানি ওয়ান্ডারফুল বাবার এই জ্ঞান ! তোমাদের জানা ছিল কি যে, নিজেকে বিন্দু ভাবতে হবে। এত ছোট বিন্দুতে সমস্ত পার্ট ভরা রয়েছে যা কিনা চক্র পরিক্রমা করতে থাকে ! খুবই ওয়ান্ডারফুল। ওয়ান্ডার বলেই এ নিয়ে আর কোনো কথা হবে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

- ১) পিছন ফিরে দেখবে না। কোনো কারণেই থেমে যাবে না। এক বাবাকেই দেখো আর নিজের অবস্থাকে একরস রাখো।
- ২) বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে যে, এখন আমরা কিনারায় দাঁড়িয়ে। ঘরে ফিরতে হবে। নিজের অবস্থাকে জমানোর পরিশ্রম করতে হবে।

বরদান:- বিহঙ্গ মার্গের সেবার দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যকে সম্পন্নকারী প্রকৃত সেবাধারী ভব
বিহঙ্গ মার্গের সেবা করবার জন্য সংগঠিত রূপে "রূপ আর বসন্ত" এই দুটি বিষয়ের ব্যালেন্স আবশ্যিক। যেমন বসন্ত রূপে একই সময়ে অনেক আত্মাদেরকে বার্তা প্রদান করবার কার্য করে থাকো, তেমনই রূপ অর্থাৎ স্মরণের বল দ্বারা, শ্রেষ্ঠ সংকল্পের বল দ্বারা বিহঙ্গ মার্গের সার্ভিস করো। এরও ইনভেনশন বের করো। তার সাথে সাথে সংগঠিত রূপে দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা পুরানো সংস্কার, পুরানো স্বভাব বা পুরনো আচরণের তিল এবং যব যজ্ঞতে স্বাহা করো, তবেই বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য সম্পন্ন হবে বা যজ্ঞের সমাপ্তি হবে।

স্লোগান:- বালক আর মালিক ভাবের ব্যালেন্সের দ্বারা প্ল্যানকে প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে এসো।

21-11-2020 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্ন:-** বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কোন্ নলেজ আছে, যার কারণে তোমরা যে কোনো অবস্থাতেই কাঁদতে পারো না ?

***উত্তর:-** তোমাদের কাছে পূর্ব নির্ধারিত এই ড্রামার নলেজ আছে, তোমরা জানো যে এর মধ্যে প্রতিটি আত্মার নিজস্ব পার্ট আছে, বাবা আমাদের সুখের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, তবে আমরা আর কাঁদতে যাবো কেন ! আমাদের যত ভাবনা তা হল তাঁকে খুঁজতে, যিনি ব্রহ্মার উর্ধ্বে থাকেন, তাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে - তবে আর কি চাই। ভাগ্যবান বাচ্চারা কখনো কাঁদে না।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা বসে বাচ্চাদের একটা কথা বোঝাচ্ছেন। চিত্রতেও এই রকম লিখতে হবে যে, ত্রিমূর্তি শিববাবা বাচ্চাদের প্রতি বোঝাচ্ছেন। তোমরাও কাউকে বোঝাতে গেলে-- তোমরা আত্মারা বলবে- শিববাবা এইরকম বলেন। এইটা বাবাও বলবেন- বাবা তোমাদের বোঝান। এখানে মানুষ, মানুষকে বোঝায় না। পরমাত্মা আত্মাদের বোঝান, নয়তো আত্মা আত্মাকে বোঝায়। জ্ঞান সাগর তো হলেন একমাত্র শিববাবা আর তিনি হলেন আত্মাদের পিতা। এই সময় আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। শারীরিক অহমিকা এখানে ত্যাগ করতে হয়। এই সময় তোমাদের দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যে কাজই করো, ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি যদি করতেও করতেও, যেটুকু সময়টা পাবে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা জানো যে শিববাবা ঐনার মধ্যে এসেছেন। তিনিই হলেন সত্য, তিনি চৈতন্য। সৎ চিং আনন্দ স্বরূপ বলা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর বা যে কোনো মানুষের এই মহিমা থাকে না। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান হলেন একই, তিনি হলেন সুপ্রিম সোল। এই জ্ঞানও তোমাদের, শুধুমাত্র এই সময় থাকে। আর কখনো প্রাপ্ত হয় না। প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে বাবা আসেন, তোমাদের আত্মা-অভিমানী করে তোলে বাবাকে স্মরণ করানোর জন্য, যার ফলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে ওঠো, আর কোনো উপায় নেই। মানুষ যদি ডাকতেও থাকে- হে পতিত পাবন এসো- কিন্তু অর্থ কিছু বোঝে না। পতিত-পাবন সীতারাম বললে সেটাও ঠিক আছে। তোমরা সকলে হলে সীতা বা ভক্ত। তিনি হলেন এক রাম ভগবান, তোমাদের অর্থাৎ এই ভক্তদের ফল- প্রাপ্তি চাই ভগবান দ্বারা। মুক্তি বা জীবনমুক্তি - এই হলো ফল। মুক্তি- জীবনমুক্তির দাতা হলেন সেই এক বাবা। ড্রামাতে উচ্চ থেকে উচ্চতর ভূমিকা কারোর আছে তো নীচুতে ভূমিকা পালন করারও মতোও কেউ থাকে। এটা হলো অসীম জগতের ড্রামা, একে আর কেউ বুঝতে পারে না। তোমরা এই সময় তমোপ্রধান কনিষ্ঠ থেকে সতোপ্রধান পুরুষোত্তম হয়ে উঠছো। সতোপ্রধানকেই সর্বোত্তম বলা হয়। এই সময় তোমরা সতোপ্রধান নও। বাবা তোমাদের সর্বোত্তম করে তোলেন। ড্রামার এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হতে থাকে, এটা কেউই জানে না। কলিযুগ, সঙ্গমযুগ তারপর হয় সত্যযুগ। পুরানোকে নূতন কে তৈরী করবে ? বাবা ব্যাভীত কেউ করে পারে না। একমাত্র বাবা সঙ্গমে এসে পড়ান। বাবা না সত্যযুগে আসেন, না কলিযুগে আসেন। বাবা বলেন আমার পার্টই হলো সঙ্গমে, সেইজন্য সঙ্গমযুগ কল্যাণকারী যুগ। এটা হলো অস্পিশিয়াস (কল্যাণকারী), অনেক উচ্চ, শুভ সময় এই সঙ্গমযুগ। যখন কিনা বাবা এসে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নর থেকে নারায়ণ করে তোলেন। মানুষ তো হলো মানুষই কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন হয়ে যায়, ওটাকে বলা হয় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। বাবা বলেন আমি এই ধর্মের স্থাপনা করি, এর জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। পতিত পাবন হলেন একমাত্র বাবা। এছাড়া সব হলো ব্রাইডস (বধূ), ভক্ত।

পতিত পাবন সীতারাম বলাও ঠিক আছে। কিন্তু শেষে যারা আবার রঘুপতি রাঘব রাজা রাম বলে দেয়, সেটা রঙ(ভুল) হয়ে যায়। মানুষ কোনো অর্থ ছাড়াই যা আসে সেটা বলতে থাকে, সে'গুলোরই স্তব করতে থাকে। তোমরা জানো যে, চন্দ্রবংশী ধর্মও এখন স্থাপন হচ্ছে। বাবা এসে ব্রাহ্মণ কুল স্থাপন করছেন, একে ডিনায়েস্টি (রাজত্ব) বলা যায় না। এটা হলো পরিবার, যেখানে না তোমাদের অর্থাৎ পান্ডবদের-- না কৌরবদের রাজত্ব থাকে। যারা গীতা পড়েছে তাদের এই কথা তাড়াতাড়ি বোধগম্য হবে। এটাও হলো গীতা। কে শোনাচ্ছেন ? ভগবান। বাচ্চারা, তোমাদের তো সর্বপ্রথমে এটা বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান কে ? তারা বলে, কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এখন কৃষ্ণ তো হবে সত্যযুগে। ঐনার মধ্যে যে আত্মা আছে সেটা তো হলো অবিনাশী। শরীরের নামই পরিবর্তিত হয়। আত্মার নাম কখনো পরিবর্তিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণর আত্মার শরীর সত্যযুগেই হয়। নম্বর ওয়ানে তিনিই আসেন। লক্ষ্মী- নারায়ণ হলো নান্দর ওয়ান তারপর হলো সেকেন্ড,

থার্ড। সুতরাং তাদের মার্কসও অল্প কম হবে। মালা তৈরী হয়, তাই না ! বাবা বুঝিয়েছেন রুন্ড মালাও হয় আর রুন্ড মালাও হয়। বিষ্ণুর গলায় রুন্ড মালা দেখানো হয়। বাচ্চারা, তোমরা নম্বর অনুযায়ী বিষ্ণুপূরীর মালিক হও। মানে তোমাদের মতো যারা তারা বিষ্ণুর গলায় হার হয়। সর্বপ্রথম শিবের গলার হার হও, তাকে রুন্ড মালাও বলা হয়, যা জপ করা হয়। মালাকে পূজা করা হয় না, আবর্তন করা হয়। মালার দানা তারাই হয় যারা বিষ্ণুপূরীর রাজধানীতে নম্বর অনুযায়ী আসে। মেলাতে সবচেয়ে প্রথমে থাকে ফুল তারপর যুগল দানা। প্রবৃত্তি মার্গ যে। প্রবৃত্তি মার্গের শুরু হয় ব্রহ্মা, সরস্বতী আর বাচ্চাদের নিয়ে। এরাই আবার দেবতা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো ফার্স্ট। উপরে ফুল হলো শিববাবা। মালা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তারপর শেষে ফুলে মাথা ঠেকায়। শিববাবা হলেন ফুল যিনি পূর্নজন্মে আসেন না, ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনিই তোমাদের বোঝান। ঐনার তো নিজের আত্মা আছে। তিনি নিজের শরীর নির্বাহ করেন, ঐনার কাজ হলো শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান করা। যেমন কারোর স্ত্রী বা বাবা অথবা প্রিয়জন মারা গেলে তখন তার আত্মাকে ব্রাহ্মণের শরীরে ডাকা হয়। প্রথম দিকে আসতে, এখন তারা কেউ তো শরীর ছেড়ে আসে না। এটা ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত। 'এসব হলো ভক্তি মার্গ। সেই আত্মা তো চলে গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই সমস্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে, সেইজন্য কেউ মারা গেলেও তোমাদের চিন্তা হয় না। মা মারা গেলে তখনও হালুয়া খাও (নির্মলাশান্তা দিদিজীর মতন)। সেই কন্যা গিয়ে তাদের বুঝিয়েছিল যে তোমরা কাঁদছো কেন? উনি তো গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করেছেন। কাঁদলে কি আর ফিরে আসবেন! ভাগ্যবানরা কাঁদে কি ! ওখানে তখন সকলের কান্না থামিয়ে বোঝাতে থাকে। এই রকম অনেক কন্যারা গিয়ে বোঝাতো। এখন কান্না বন্ধ করো। মিথ্যে ব্রাহ্মণদেরও খাইয়ো না। আমাদের অর্থাৎ সত্যিকারের ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসে। তারপর জ্ঞান শোনাতে থাকে। বুঝতে পারে যে এই কথা তো ঠিক বলছে। জ্ঞান শুনতে শুনতে শান্ত হয়ে যায়। ৭ দিনের জন্য কেউ ভগবত ইত্যাদি রাখলেও মানুষের দুঃখ দূর হয় না। এই কন্যারা তো সকলের দুঃখ দূর করে দেয়। তোমরা বোঝো যে কাঁদার তো প্রয়োজন নেই। এটা তো হলো পূর্বেও ঘটে থাকা- পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। প্রত্যেকেই নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কাঁদতে নেই। অসীম জগতের পিতা- টিচার-গুরুকে পেয়েছো, যাঁর জন্য তোমরা এতো ধাক্কা খাচ্ছো। ব্রহ্মেরও উর্ধ্বে থাকেন যিনি সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে পেয়েছি তো আর কি চাই ! বাবা প্রদান করেনই সুখের উত্তরাধিকার। তোমরা বাবাকে ভুলে যাও, তখন কাঁদতে হয়। বাবাকে স্মরণ করলে তখন খুশী থাকে। অহো! আমি তো বিশ্বের মালিক হচ্ছি। এরপর ২১ প্রজন্ম কখনো কাঁদবে না। ২১ প্রজন্ম অর্থাৎ সম্পূর্ণ বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অকাল মৃত্যু হয় না, তাই ভিতরে ভিতরে কতো গুপ্ত খুশী থাকা উচিত।

তোমরা জানো যে আমরা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে জগতজীত হবো। হাতিয়ার ইত্যাদির ব্যাপার নেই। তোমরা হলে সকলে শিব শক্তি। তোমাদের কাছে থাকে জ্ঞান কাটারি, জ্ঞান বাণ। ওরা তো আবার ভক্তি মার্গে দেবীদের স্থল বাণ খড়্গ ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন জ্ঞান তলোয়ার দ্বারা বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, তাছাড়া দেবীরা কি আর হিংসক হন! এইসব হলো ভক্তি মার্গ। সাধু-সন্ত ইত্যাদি হলো নিবৃত্তি মার্গের, তারা প্রবৃত্তি মার্গকে মানেই না। তোমরা তো সন্ন্যাস করো সমগ্র পুরানো দুনিয়ার প্রতি, পুরানো শরীরের প্রতি। এখন বাবাকে স্মরণ করলে তবে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। জ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যাবে। সেই অনুসারে নূতন দুনিয়াতে জন্ম নেবে। যদি এখানেও জন্ম নেয় তাও কোনো ভালো ঘরে রাজার কাছে বা রিলিজিয়াস ঘরে সেই সংস্কার নিয়ে যাবে। সকলের প্রিয় হবে। বলবে এ তো হলো দেবী। কৃষ্ণের মহিমার কতো সুখ্যাতি করা হয়। ছোটবেলায় দেখায় মাখন চুরি করছে, হাঁড়ি ফাটাচ্ছে, এই করছে.... কতো কলঙ্কিত করে। আচ্ছা, আবার কৃষ্ণকে শ্যামলা বা কুংসিত করলো কেন ? সেখানে তো কৃষ্ণ সুন্দর হবে, তাই না ! আবার শরীর পরিবর্তন করতে থাকে, নামও পরিবর্তন করতে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স ছিলেন, তাঁকে কেন কুংসিত করলো? কেউ কখনো বলতে পারবে না। সেখানে সাপ ইত্যাদি থাকে না যে কালো বা কুংসিত করে দেবে। এখানে বিষাক্ত হতে থাকে বলে কুংসিত হয়ে যায়। সেখানে তো এরকম ব্যাপার হতে পারে না। তোমরা এখন দৈবী সম্প্রদায়ের হতে চলেছো। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কারোর জানা নেই। প্রথম দিকে বাবা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণদের অ্যাডপ্ট করেন। প্রজাপিতা যখন তো ঐনার প্রজা অনেকই আছে। ব্রহ্মার কন্যাকে সরস্বতী বলে। স্ত্রী তো থাকেই না। এটা কারোরই জানা নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো আছেই মুখ বংশীয়রা। স্ত্রী এর ব্যাপারই নেই। ঐর মধ্যে বাবা প্রবেশ করে বলেন তোমরা হলে আমার বাচ্চা। আমি ঐর নাম ব্রহ্মা রেখেছি, যে কেউই বাচ্চা হলে সকলের নাম পরিবর্তন করা হয়। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা এখন মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করো, একে বলাই হয়- জয়- পরাজয়ের খেলা। বাবা কতো সস্তার ক্রয় করান। তবুও মায়া পরাজিত করলে তখন পালিয়ে যায়। ৫ বিকার রূপী মায়া হারিয়ে দেয়। যার মধ্যে ৫ বিকার আছে, তাকেই আসুরিক সম্প্রদায় বলা হয়। মন্দিরে দেবীদের সামনে গিয়ে মহিমা গায়- তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন-- বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বোঝান-- তোমরাই পূজ্য দেবতা ছিলে আবার ৬৩ জন্ম পূজারী হয়েছো, এখন আবার পূজ্য হচ্ছে। বাবা পূজ্য করেন, রাবণ পূজারী করে। এই কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। বাবা কি আর কোনো শাস্ত্র পড়েছেন! তিনি তো হলেনই জ্ঞানের

সাগর। তিনি হলেন অলমাইটি অথারিটি। অলমাইটি মানে সর্বশক্তিমান। বাবা বলেন সমস্ত বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি কে জানি। এই সব হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। আমি এই সব ব্যাপারে জানি। দ্বাপর থেকেই তোমরা পূজারী হও। সত্যযুগ ত্রেতাতে তো পূজা হয় না। সেটা হলো পূজ্য ঘরানা। তারপর হয়ই পূজারী ঘরানা। এই সময় সব হলো পূজারী। এই কথা কারোরই জানা নেই। বাবা এসেই ৮৪ জন্মের কাহিনী বলেন। পূজ্য - পূজারী তোমাদের উপরেই থাকে এই সমস্ত খেলা। বলে দেয় হিন্দু ধর্ম। বাস্তবে তো ভারতে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো, না কি হিন্দু। কতো কথা বুঝিয়ে দিতে হয়। এই পড়াশুনা হলোই সেকেন্ডের। তবুও কতো সময় লেগে যায়। বলা হয় সাগরকে কালি বানাও, সমস্ত জঙ্গলকে কলম বানাও, তবুও সম্পূর্ণ করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের জ্ঞান শোনাতে থাকবো। তোমরা এর কতো বই বানাবে ! শুরুতেও বাবা সকাল সকাল উঠে লিখতেন, তারপর মাঝা শোনাতে, সেই থেকে ছাপানো হয়েই চলেছে, কতো কাগজ শেষ হয়ে গেলো। গীতা তো একটাই - কতো ছোটো। গীতার লকেটও তৈরী করে। গীতার প্রভাব অনেক, কিন্তু গীতা জ্ঞান দাতাকে ভুলে গেছে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) জ্ঞান তলোয়ার দ্বারা বিকার গুলিকে জয় করে নিতে হবে। জ্ঞানের সংস্কার ভরতে হবে। পুরানো দুনিয়া আর পুরানো শরীরের সন্ধ্যাস করতে হবে।

২) ভাগ্যবান হওয়ার খুশীতে থাকতে হবে, কোনো ব্যাপারেই চিন্তা করতে নেই। কেউ শরীর ত্যাগ করলেও দুঃখের অশ্রু বিসর্জন করতে নেই।

বরদান:- রাজ মুকুট আর সিংহাসনকে (তাজ আর তখত) সর্বদা বজায় রাখতে সক্ষম নিরন্তর স্বতঃ যোগী ভব বর্তমান সময়ে বাবার দ্বারা সব বাচ্চাদেরই মুকুট আর সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, এখনকার এই মুকুট আর সিংহাসন অনেক জন্মের জন্য মুকুট, সিংহাসন প্রাপ্ত করিয়ে দেয়। বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্বের মুকুট আর বাপদাদার হৃদয় সিংহাসন, সর্বদা বজায় থাকলে, নিরন্তর স্বতঃ যোগী হয়ে যাবে। এর মধ্যে কোনো রকমেরই পরিশ্রম করার ব্যাপার নেই, কারণ এক তো সম্বন্ধ নিকটে আর দ্বিতীয় প্রাপ্তি হলো অনন্ত । যেখানে প্রাপ্তি হতে থাকে সেখানে স্বতঃতই স্মরণ হতে থাকে।

স্নোগান:- প্লেন বুদ্ধি দিয়ে প্ল্যানকে প্র্যাক্টিক্যাল প্রয়োগ করলে, সফলতা তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ।

"স্ব-রাজ্য অধিকারীই বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী"

আজ ভাগ্যবিধাতা বাবা নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখছেন। বাপদাদার সামনে শুধু এই সংগঠন নয়, বরং চতুর্দিকের ভাগ্যবান বাচ্চারা এখনও তাঁর সামনে আছে। দেশ-বিদেশের যেকোন প্রান্তে তারা থাকতে পারে, কিন্তু অসীম জগতের বাবা তাঁর আত্মন বাচ্চাদের দেখছেন। এই সাকার দুনিয়ায় স্থান সীমিত, কিন্তু অসীম জগতের বাবার দৃষ্টির সৃষ্টি অসীম। বাবার দৃষ্টিতে সব ব্রাহ্মণ আত্মার সৃষ্টি সমাহিত হয়ে আছে। সুতরাং দৃষ্টির দুনিয়ায় সবাই বাবার সমুখে আছে। ভাগ্যবিধাতা ভগবান সব ভাগ্যবান বাচ্চাকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। যেমন বাচ্চারা বাবাকে দেখে উৎফুল্ল হয়, তেমনই বাবাও সব বাচ্চাকে দেখে উৎফুল্ল হন। বাচ্চাদের দেখে অসীম জগতের বাবার অধ্যাত্ম নেশা থাকে ও তিনি গৌরবান্বিত হন যে তাঁর প্রত্যেক বাচ্চা এই বিশ্বের সামনে বিশেষ আত্মাদের নিস্টে আছে। হতে পারে ১৬ হাজার দানার মালার লাষ্ট দানা, তবুও বাবার সামনে আসায়, বাবার হওয়ায় বিশ্বের সামনে বিশেষ আত্মা, সেইজন্য, হয়তো বা জ্ঞানের বিস্তারিত আর কিছু নাও জানতে পারে, কিন্তু যখন তোমরা হৃদয় থেকে 'বাবা' এই একটা শব্দকে মেনে নাও, আর অন্যকে মন থেকে শোনাও, তখন তোমরা বিশেষ আত্মা, দুনিয়ার সামনে মহান আত্মা হয়ে যাও, দুনিয়ার সামনে মহান আত্মার স্বরূপে গায়ন-যোগ্য হয়ে গেছ। এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য সহজে তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে, বুঝতে পারো তোমরা? কারণ 'বাবা' শব্দই 'চাবি'। কিসের চাবি? সমগ্র ভান্ডারের, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের। একবার যদি চাবি পেয়ে গেছ তো ভাগ্য বা ভান্ডার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। তাহলে, সব মাতা এবং পাণ্ডব চাবি প্রাপ্ত করার অধিকারী হয়েছে? চাবি কীভাবে লাগাতে হয় জানো, নাকি কখনো কখনো লাগে না? চাবি লাগানোর বিধি - হৃদয় দিয়ে জানা এবং স্বীকৃত হওয়া। যদি শুধু মুখে বলা তো চাবি থেকেও কাজে লাগবে না। হৃদয় থেকে যদি বলা, তাহলে ভান্ডার সদা তোমার সামনে প্রস্তুত। ভান্ডার তো অফুরন্ত, তাই না! অফুরান ভান্ডার হওয়ার কারণে যত বাচ্চা আছে সবাই অধিকারী। উন্মুক্ত ভান্ডার, পরিপূর্ণ ভান্ডার। এমন নয় যে যারা পিছনে এসেছে তাদের জন্য ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত যত এসেছে, বাবার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যত হবে, তাদের সকলের জন্য ভান্ডার অনেকানেক গুন বেশি আছে, সেইজন্য বাপদাদা সব বাচ্চাকে গোল্ডেন চান্স দেন, যার যত খাজানা নেওয়ার আছে, হৃদয় ভরে নিয়ে নাও। দাতার কাছে কিছুই কম নেই, যে নেবে তার মনোবল এবং পুরুষার্থের উপরে নির্ভর করে। সারা কল্পে এমন কোনও বাবা নেই যাঁর এত বাচ্চা থাকবে আর প্রত্যেকে ভাগ্যবান হবে! সেইজন্য তোমাদের বলা হয়েছিল যে অধ্যাত্ম বাপদাদার অধ্যাত্ম নেশা থাকে।

মধুবনে আসার এবং মিলনের আশা সকলের পূর্ণ হয়েছে। ভক্তিমার্গের যাত্রার তুলনায় এখানে মধুবনে বসতে, আরামে থাকতে জায়গা তো পেয়েছ, তাই না! মন্দিরে তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে, এখানে অন্ততঃ আরামে বসছ। ওখানে তো দৌড়াও-দৌড়াও, চলো-চলো বলে আর এখানে আরামে বসো, আরামে স্মরণে থাকার খুশিতে পরমানন্দ লাভ করো। সঙ্গমযুগে খুশি উদযাপন করার জন্য এসেছ। সুতরাং সবসময় চলতে-ফিরতে, ভোজনপান করতে খুশির ভান্ডার জমা করেছ? কতো জমা করেছ? এতটাই কি করেছ যাতে ২১ জন্ম ধরে তা' থেকে খেতে পারো! সমস্ত ভান্ডার জমা করার বিশেষ স্থান মধুবন, কারণ সাকার রূপে তোমরা এটাও অনুভব করতে পারো যে, 'এখানে এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই'। ওখানে তোমরা তোমাদের বুদ্ধি দ্বারা সেটা অনুভব কর, আর এখানে তোমাদের প্রত্যক্ষ সাকার জীবনে বাবা আর ব্রাহ্মণ পরিবার ব্যতীত অন্য কেউ নজরে আসে কি? একই নিষ্ঠা, একই বিষয়, একই পরিবার এবং একরস স্থিতি, অন্য কোনও রসে তোমাদের উৎসাহ নেই। পঠন-পাঠনের দ্বারা শক্তিশালী হওয়া, মধুবনে এটাই তো তোমাদের একমাত্র কাজ, তাই না! কতো ক্লাস করো তোমরা! সুতরাং এখানে জমা করার বিশেষ সাধন লাভ হয় তোমাদের, সেইজন্য দৌড়াতে দৌড়াতে এখানে পৌঁছে গেছ। বাপদাদা সব বাচ্চাকে বিশেষ এটা মনে করিয়ে দিচ্ছেন সদা স্বরাজ্য অধিকারী স্থিতিতে সামনে এগিয়ে চলো। স্বরাজ্য অধিকারী হওয়া, বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হওয়ার লক্ষণ।

কিছু কিছু বাচ্চা আত্মিক আলাপ-আলোচনা করার সময় বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, "ভবিষ্যতে আমি কি হবো, রাজা হবো নাকি প্রজা হবো?" বাপদাদা বাচ্চাদের রেসপন্ডস করেন, নিজেকে নিজে একদিনের জন্যও যদি চেক করো, তাহলেই তুমি জানবে যে তুমি রাজা হবে, বিত্তবান হবে নাকি প্রজা হবে! প্রথমে অমৃতবেলা থেকে নিজের কার্য-বিষয়ক মুখ্য তিন কর্মচারী, নিজের সহযোগী সাথীদের চেক করো। তারা কারা? ১) মন অর্থাৎ সঙ্কল্প শক্তি ২) বুদ্ধি অর্থাৎ নির্ণয় শক্তি ৩) অতীত এবং বর্তমান শ্রেষ্ঠ সংস্কার। এই তিন বিশেষ কার্য-নির্বাহক। যেমন আজকালকার সময়ে রাজার সাথে মহামন্ত্রী

এবং বিশেষ মন্ত্রী থাকে, তাদের সহযোগিতায় রাজকার্য চলে। সত্যযুগে মন্ত্রী থাকবে না, কিন্তু নিকট আত্মীয়-পরিজনই সাথী হবে। যে কোনও রূপে সাথী ভাবো বা মন্ত্রী, কিন্তু এটা চেক করো ওই তিন কার্য-নির্বাহক স্ব-এর অধিকারে চলে ? এই তিনের উপরে স্ব-এর রাজ্য নাকি তাদের অধিকারে তোমরা চালিত হও ? মন তোমাকে চালায় নাকি তুমি মনকে চালাও ? যখন যেমন চাও তেমনই সঞ্চালন করতে পারো ? যেখানে বুদ্ধিকে নিবদ্ধ করতে চাও, করতে পারো ? নাকি বুদ্ধি তোমরা সব রাজাকে বিভ্রান্ত করে ? সংস্কার তোমাদের বশে নাকি তোমরা সংস্কারের বশে ? রাজ্য অর্থাৎ অধিকার। রাজ্য-অধিকারী যে শক্তিকে যে সময় যে অর্ডার করে, সে সেই বিধিপূর্বক কাজ করে নাকি তোমরা এক বিষয়ে বলো আর সে অন্যকিছু করে ! কেননা নিরন্তর যোগী অর্থাৎ স্বরাজ্য অধিকারী হওয়ার বিশেষ সাধনই মন আর বুদ্ধি। মন্ত্রই 'মন্মনাভব'। যোগকে বুদ্ধিযোগ বলে। অতএব, যদি এই বিশেষ আধার স্তম্ভ নিজের অধিকারে না থাকে, অথবা কখনো আছে কখনো নেই, এখনই আছে এখনই নেই। মন, বুদ্ধি, সংস্কার এই তিনের মধ্যে যদি অধিকারে কোনটাও অপেক্ষাকৃত কম থাকে তাহলে তোমরা এর থেকেই চেক করতে পারো তোমরা রাজা হবে নাকি প্রজা হবে ! বহুকালের রাজ্য অধিকারী হওয়ার সংস্কার বহুকালের ভবিষ্যৎ রাজ্য-অধিকারী বানাবে। যদি কখনো অধিকারী, কখনো বশীভূত হয়ে যাও তাহলে অর্ধেক কল্প অর্থাৎ পুরো রাজ্য-ভাগ্যের অধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। অর্ধেক সময়ের পরে ত্রেতাযুগী রাজা হতে পারে, সম্পূর্ণ সময়ের রাজ্য-অধিকারী অর্থাৎ যারা রাজত্ব করবে তেমন পরিবারের নিকট সম্বন্ধে থাকতে পারে না। যদি বারবার বশীভূত হও তাহলে সেই সংস্কার অধিকারী হওয়ার নয়, কিন্তু রাজ্য-অধিকারীদের রাজ্যে থাকার সংস্কার। তাহলে তারা কে ? তারা প্রজা। সুতরাং বুঝেছ ? রাজা কে হবে, প্রজা কে হবে ? নিজের দর্পণে নিজ ভাগ্যের নিজরূপকে দেখ। এই স্তোনই নলেজ-দর্পণ। তাহলে সবার কাছে দর্পণ আছে, তাই না ? নিজের মূর্তি দেখতে পারো, তাই তো ? এখন বহু সময়ের অধিকারী হওয়ার অভ্যাস করো। এমন ভেবোনা যে অস্ত্রে তো তৈরি হয়ে যাবে। যদি অস্ত্রে তৈরি হও তাহলে শেষের এক জন্ম সামান্য সময়ের জন্য রাজত্ব করবে। কিন্তু এটাও মনে রেখো, যদি বহু সময়ের অভ্যাস এখন থেকে না হয় কিংবা আদি থেকে অভ্যাস করনি, আদি থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিশেষ কার্যকর্তা যদি তোমাকে তার অধিকারে চালায় এবং তোমার স্থিতি টালমাটাল করে দেয়, অর্থাৎ যদি কৌশলে ভুলপথে চালিত করতে থাকে, দুঃখের তরঙ্গ অনুভব করায় তাহলে অস্ত্রেও তুমি ভুলপথে চালিত হবে। প্রতারণা অর্থাৎ দুঃখের তরঙ্গ অবশ্যই আসবে। সুতরাং অস্ত্রেও অনুশোচনার দুঃখ-তরঙ্গ আসবে সেইজন্য বাপদাদা সব বাচ্চাকে পুনরায় মনে করিয়ে দেন যে রাজা হও আর নিজের বিশেষ সহযোগী কর্মচারী এবং রাজ্য ব্যবসায়ী সাথীদের নিজের অধিকারে চালাও, বুঝেছ ?

বাপদাদা এটাই দেখেন যে কোন্ কোন্ বাচ্চা কতটা স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছে ! আচ্ছা। তাহলে সবাই তোমরা কি হতে চাও ? রাজা হতে চাও ? তাহলে কি এখন স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছে, নাকি এটাই বলো তৈরি হচ্ছে, তৈরি তো হয়ে যাবো। হয়ে যাবে, হয়ে যাবে বলোনা, যদি তোমরা ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রেখে বলো হয়ে যাবে, তাহলে বাবাও বলবেন, আচ্ছা, যখন ভাগ্য দেওয়ার সময় আসবে তখন দেখবে ! তোমাদের তো বলা হয়েছে, বহু সময়ের সংস্কার এখন থেকে প্রয়োজন। কার্যতঃ, বেশি সময় নেই, অল্প সময়ই বাকি আছে। কিন্তু তবুও এতটুকু সময়েরও অভ্যাস যদি না হয় তাহলে লাস্ট সময় এই অভিযোগ ক'রনা - আমি তো ভেবেছিলাম, লাস্টেই হয়ে যাবে ! সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে, অন্য সময় নয়, এখনই। পরে কখনো হয়ে যাবে নয়, এখনই হতে হবে। তৈরি হতেই হবে। নিজের উপরে রাজত্ব কায়ম করো, নিজের সাথীদের উপরে রাজত্ব শুরু ক'রনা। যার স্ব-এর উপরে রাজত্ব কায়ম আছে, তার সামনে এখনও স্নেহের কারণে সব সাথী উপস্থিত, হয় লৌকিক অথবা অলৌকিক সবাই "জী হজুর", "হাঁ জী" বলে সঙ্গী হয়ে থাকে, স্নেহী আর সাথী হয়ে "হাঁ জী"র পাঠ প্র্যাকটিক্যালি দেখায়। যেমন প্রজা রাজার সহযোগী হয়, স্নেহী হয়, সেইরকম তোমাদের এইসব কর্মেন্দ্রিয়, বিশেষভাবে শক্তি সদা তোমাদের স্নেহী, সহযোগী থাকবে আর এর প্রভাব সাকারে তোমাদের সেবার সাথীদের এবং লৌকিক সম্বন্ধীয় পরিজন এবং সাথীদের মধ্যে পড়বে। দৈবী পরিবারে অধিকারী হয়ে অন্যদের অর্ডার দেওয়া - এটা করা যাবে না ! স্বয়ং নিজের কর্মেন্দ্রিয়সমূহ অর্ডারে রাখ, তাহলে নিজে থেকেই তোমার অর্ডার করার আগেই সব সাথী তোমার সব কাজে সহযোগী হবে। তারা নিজেরাই সহযোগী হবে, অর্ডার করার প্রয়োজনই হবে না। তারা নিজেরা সহযোগের অফার করবে তোমাদের, কারণ তোমরা স্বরাজ্য অধিকারী। রাজা অর্থাৎ দাতা, সুতরাং দাতাকে বলতে হয় না অর্থাৎ চাওয়ার দরকার হয় না। অতএব, এইরকম স্বরাজ্য অধিকারী হও। আচ্ছা। এই মেলাও ড্রামাতে স্থিরীকৃত ছিল। তোমরা বলো, বাঃ ড্রামা ! তাই না ? অন্য লোকেও কখনো বলবে, হায় ড্রামা ! কখনো 'বাঃ ড্রামা', আর তোমরা সবসময় কি বলো ? বাঃ ড্রামা ! বাঃ ! যখন তোমাদের প্রাপ্তি হয়, তো প্রাপ্তির কাছে কোনকিছুই কঠিন মনে হয় না। সুতরাং এইভাবেই যখন এত শ্রেষ্ঠ পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার প্রাপ্তি হচ্ছে তখন কোন কঠিন কিছু কঠিন মনে হবে না। কঠিন মনে হয় ? খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয় ? যখন খাও তখনও প্রভুর গুণ গাও আর যখন কু-তে অপেক্ষা করো তখনও প্রভুর গুণ গাও। এই কাজই তো কর, তাই না ! এটাও রিহার্সাল হচ্ছে। এখন তো কিছুই নেই। এখন তো আরও বৃদ্ধি হবে, তাই না !

এইভাবে নিজেকে মোল্ড করার অভ্যাস তিল তিল করে গড়ে তোল', যাতে সময় অনুযায়ী নিজেই নিজেকে চালাতে পারো। তাহলে মেঝেতে ঘুমানোর অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই না ! এমন নয় তো বিছানা পাওয়া যায়নি বলে ঘুম আসেনি ? টেনে থাকারও অভ্যাস গড়ে তুলেছ, তাই না ! ভালো লেগেছে ? ঠান্ডা লাগে না তো ? এখন আবুর সর্বত্র টেনে লাগানো উচিত। টেনে ঘুমাতে ভালো লাগে, নাকি ঘরের প্রয়োজন ? মনে আছে, একদম প্রথম দিকে যখন পাকিস্তানে ছিলে, মহারথীদেরই মেঝেতে ঘুমাতে হতো। যারা নামীদামী মহারথী ছিল তাদেরকে ঘুমানোর জন্য হলের মেঝেতে তিন ফুট জায়গা দেওয়া হতো। আর যখন ব্রাহ্মণ পরিবারের বৃদ্ধি হয় তখন কীভাবে শুরু হয়েছিল ? টেনে থেকেই শুরু করেছিল, তাই না ! যারা শুরুতে এসেছিল তারা টেনেই থেকেছে, টেনে যারা থেকেছে তারা সেন্ট (মহাত্মা) হয়ে গেছে। সাকার বাবার পার্ট চলা কালেও তারা টেনেই থেকেছে। তাহলে তোমরাও তো সেটা অনুভব করবে, তাই না ! সুতরাং সবাই সব ধরনেই খুশি ? আচ্ছা, তাহলে আরও দশ হাজার টেনে দিয়ে ব্যবস্থা করা হবে। সবাই স্নানের ব্যবস্থার বিষয়ে ভাবছ, সেটাও হয়ে যাবে। মনে আছে, যখন এই হল তৈরি হয় তখন সবাই কি বলেছিল ? স্নান করার এত জায়গা দিয়ে কি করবে ? এই উদ্দেশ্যেই তো বানানো হয়েছিল, এখন কম হয়ে গেল, তাই না ! যতই বানাবে ততই কম তো হতেই হবে, কারণ শেষে তো তোমাদের অসীমেই যেতে হবে। আচ্ছা।

সবদিক থেকে বাচ্চারা পৌঁছে গেছে। সুতরাং এও এই অসীম হলের শৃঙ্গার। কেউ কেউ নিচেও বসেছে। (হিস্ট্রি হল মেডিটেশন হল এইসব বিভিন্ন স্থানে মুরলী শুনছে। এই বৃদ্ধি হওয়াও তো ভালো ভাগ্যের লক্ষণ। বৃদ্ধি তো হয়েছে, কিন্তু তোমাদের বিধিপূর্বক এগিয়ে যেতে হবে। এমন নয়, এখানে মধুবনে এসে গেছ, বাবাকেও দেখেছ, মধুবনও দেখেছ, এখন তোমরা ইচ্ছমতো সবকিছু করতে পারো। এইরকম ক'রনা, কেননা কোন কোন বাচ্চা এমনই করে, যতক্ষণ তারা মধুবনে আসার সুযোগ পায় না ততক্ষণ তাদের মধ্যে দূত্ব থাকে, তারপরে একবার মধুবন দেখা হয়ে গেলে সামান্য অমনোযোগী হয়ে যায়। সুতরাং অমনোযোগী হয়োনা। ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবন, আর জীবন তো সবসময়ের জন্য, যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তোমরা প্রাণময়। এই জীবন তো তোমরা তৈরি করেছ, তাই না ! জীবন তৈরি করেছ নাকি অল্প সময়ের জন্য ব্রাহ্মণ হয়েছ ? সদা তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব নিজের সাথে রাখো, কারণ এই বিশেষত্ব দ্বারা বর্তমানও শ্রেষ্ঠ আর ভবিষ্যতও শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা। বাকি কি রইল ? টোলি। (বরদান) বরদান তো বরদাতার বাচ্চারাই হয়ে গেছে। যারা বরদাতারই বাচ্চা, তাদের প্রতি কদমে বরদাতার থেকে বরদান আপনা থেকেই প্রাপ্ত হতে থাকে। বরদানই তোমাদের পৌষ্টিক আহার। বরদানের পুষ্টিসাধনে তোমরা পালিত হচ্ছ। নয়তো, ভাবো এত শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি আর পরিশ্রম কি করেছ ! বিনা পরিশ্রমের যে প্রাপ্তি তাকেই বরদান বলে। তাহলে পরিশ্রম কি করেছ ! অথচ প্রাপ্তি কতো শ্রেষ্ঠ ! জন্ম-জন্ম প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে গেছ। সুতরাং বরদাতার বরদান প্রতি কদমে লাভ করছ আর সদাই প্রাপ্ত হতে থাকবে। দৃষ্টি দ্বারা, বোল দ্বারা, সম্বন্ধ দ্বারা তোমাদের শুধু বরদান আর বরদানই থাকে। আচ্ছা।

এখন তো গোল্ডেন জুবিলি উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছ। গোল্ডেন জুবিলি অর্থাৎ সদা গোল্ডেন স্থিতিতে স্থিত থাকার জুবিলি উদযাপন করছ। সদা রিয়েল গোল্ড, সামান্য অ্যালয়ও (খাদ) মিশ্র নয়। একেই বলে, গোল্ডেন জুবিলি। সুতরাং যারা সোনার স্থিতিতে স্থিত তারা দুনিয়ার সামনে প্রকৃত সোনা হয়ে প্রত্যক্ষ হবে, সেইজন্য সেবার এইসব সাধন তৈরি করছ, কারণ তোমাদের গোল্ডেন স্থিতি গোল্ডেন এজ নিয়ে আসবে, স্বর্ণালী সৃষ্টি নিয়ে আসবে, যেটা সবাই চাইছে যে দুনিয়ার এখন কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। অতএব, স্ব-পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনকারী তোমরা বিশেষ আত্মা। তোমাদের সবাইকে দেখে আত্মাদের এই নিশ্চয় এবং শুদ্ধ আশা হতে দাও যে নিশ্চিতরূপে স্বর্ণালী দুনিয়া অর্থাৎ সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তিপূর্ণ দুনিয়া প্রায় সমাগত ! স্যাম্পল দেখেই তো নিশ্চয় হয়, তাই না ! হ্যাঁ এটা ভালো জিনিস। তাহলে তোমরা স্বর্ণ দুনিয়ার স্যাম্পল। স্বর্ণ স্থিতিতে স্থিত। সুতরাং যখন তারা তোমরা সব স্যাম্পলকে দেখে, তাদের এই নিশ্চয় হতে দাও যে হ্যাঁ, স্যাম্পল যখন প্রস্তুত আছে তখন সেইরকম দুনিয়া সমাগত প্রায়। এইরকম সেবা গোল্ডেন জুবিলিতে তোমরা করবে, তাই না ! নিরাশকে আশা দিয়ে সহায় হও। আচ্ছা।

সকল স্বরাজ্য অধিকারী, বহুকালের অধিকার প্রাপ্ত করার অভ্যাসী সব আত্মাকে, বিশ্বের সব বিশেষ আত্মাকে, বরদাতার বরদানে পালিত সব শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মাদের যথার্থ গন্তব্য দেখিয়ে চৈতন্য লাইট-মাইট হাউস ভব উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো যে কোনো আত্মাকে যথার্থ গন্তব্য দেখানোর জন্য চৈতন্য লাইট-মাইট হাউস হও। সেইজন্য দুটো বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে -১) সব আত্মার চাহিদা উপলব্ধি করা। যেমন, যোগ্য ডাক্তার জানে, কীভাবে কারও নাড়ি পরখ করতে হয়, সেইভাবে পরখ করার শক্তিকে সদা ইউজ করো।

২) সদা নিজেদের সাথে সব ভাল্ডারের অনুভব বজায় রাখ। সদা এই লক্ষ্য রাখো কোনকিছু শোনানো নয়, বরং সর্বসম্বন্ধ, সর্বশক্তির অনুভব করাতে হবে।

স্লোগান:-

অন্যকে কারেকশন করানোর পরিবর্তে এক বাবার সাথে সঠিক কানেকশন রাখো।

23-11-2020 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- বাবার সম্মুখে কোন্ বাচ্চাদের বসে উচিত ?

*উত্তর:- যারা জ্ঞান-নৃত্য করতে জানে। জ্ঞান-নৃত্য করা বাচ্চারা যখন বাবার সম্মুখে থাকে, তখন মুরলীও এমনভাবেই চলতে থাকে। যদি কেউ সম্মুখে বসে এ'দিকে-ও'দিকে দেখে তখন বাবা বুঝে যান যে, এই বাচ্চা কিছুই বোঝে না। তখন বাবা ব্রাহ্মণীদেরকেও বলবেন যে, এ কাকে নিয়ে এসেছো, যে বাবার সামনেও হাই তুলছে। বাচ্চারা তো এমন বাবা পেয়েছে যে খুশীতে তাদের নৃত্য করা উচিত।

*গীত:- দূরদেশের নিবাসী.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছ। আত্মা-রূপী বাচ্চারা মনে করে আধ্যাত্মিক পিতা যাঁকে আমরা স্মরণ করে এসেছি, দুঃখ-হরণকারী, সুখ-প্রদানকারী বা তুমি মাতা-পিতা পুনরায় এসে আমাদের গভীর সুখ প্রদান করো, আমরা দুঃখী, সমগ্র এই দুনিয়াই দুঃখী কারণ এ হলো কলিযুগীয় পুরানো দুনিয়া। পুরানো দুনিয়া বা পুরানো ঘরে এত সুখ থাকতে পারে না, যতখানি নতুন দুনিয়া, নতুন ঘরে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা বিশ্বের মালিক, আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিলাম, আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছি। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না যে কত জন্ম তোমরা নিজেদের ভূমিকা পালন করেছে। মানুষ মনে করে ৮৪ লক্ষ বার পুনর্জন্ম হয়। একেকটি পুনর্জন্ম কত বছরের হয়। ৮৪ লক্ষের হিসেবানুযায়ী তো সৃষ্টি-চক্র অনেক বড় হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আত্মা-রূপী আমাদের পিতা পড়াতে এসেছেন। আমরাও দূরদেশে থাকি। আমরা এখানকার অধিবাসী নই। এখানে আমরা নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করতে এসেছি। বাবাকেও আমরা পরমধামেই স্মরণ করি। এখন এই পরের দেশে এসেছি। শিবকে বাবা বলবো। রাবণকে বাবা বলবো না। ঈশ্বরকে বাবা বলবো। বাবার মহিমা আলাদা, ৫ বিকারের কি কেউ মহিমা করবে! দেহ-অভিমান হলো সর্বাপেক্ষা বড় রোগ। আমরা দেহী-অভিমानी হলে তখন কোনো রোগ থাকবে না আর আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাব। একথা তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমরা জানো যে, শিববাবা আত্মা-রূপী আমাদের পড়ান। আর এত যেসকল সংস্কার রয়েছে, কোথাও এরকম মনে করা হয় না যে, আমাদের বাবা এসে রাজযোগ শেখাবেন। রাজত্বের জন্য পড়াবেন। রাজা তৈরী করার জন্য তো রাজাই চাই, তাই না! সার্জেন পড়িয়ে নিজের মতন সার্জেনই করবে। আচ্ছা! দ্বিমুকুটধারী যিনি বানাবেন তিনি কোথা থেকে আসবেন! তিনি যখন আমাদের দ্বিমুকুটধারী বানিয়েছেন, তাই মানুষ পুনরায় কৃষ্ণের নাম দ্বিমুকুটধারী রেখে দিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ কিভাবে পড়াবে। অবশ্যই বাবা সঙ্গমে এসেছিলেন, এসে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। বাবা কিভাবে আসেন, একথা তোমরা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতেই থাকবে না। দূরদেশ থেকে বাবা এসে আমাদের পড়ান, রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন, আমার কোনো আলোর বা রক্ত জড়িত মুকুট নেই। তিনি কোনো রাজত্ব পান না। দ্বিমুকুটধারী হন না, অন্যদের করেন। বাবা বলেন, আমি যদি রাজা হতাম তবে আমায় ফকিরও হতে হতো। ভারতবাসীরা রাজা ছিল এখন ফকির হয়ে গেছে। তোমরাও দ্বিমুকুটধারী হও, তোমাদের যিনি তৈরী করেন তাঁরও দ্বিমুকুটধারীই হওয়া উচিত, যাতে তোমাদের যোগও লাগে। যে যেমন হবে সে তেমনই নিজের মতন তৈরী করবে। সন্ন্যাসীরা প্রচেষ্টা করে সন্ন্যাসী করার। তোমরা গৃহস্থী আর তারা সন্ন্যাসী তাহলে তোমরা তো ফলোয়ার্স(শিষ্য) নও। তারা বলে -- অমুকে শিবানন্দের ফলোয়ার। কিন্তু সন্ন্যাসীরা মুণ্ডিত মস্তক হয় কিন্তু তোমরা তো তা ফলো করো না। তবে তোমরা ফলোয়ার কেন বলো। ফলোয়ার তো সে-ই যে তৎক্ষণাৎ বস্ত্র ছেড়ে কফন পড়ে নেবে। তোমরা তো গৃহস্থ-ব্যবহারে বিকারাদির মধ্যে থাকো তাহলে শিবানন্দের ফলোয়ার্স কিভাবে বলো। গুরুর কাজ হলো সন্নতি করা। গুরু তো এমন বলবে না যে, অমুককে স্মরণ করো। তাহলে তো নিজে গুরু হলেন না। মুক্তিধামে যাওয়ার জন্যই যুক্তি চাই। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয় যে, তোমাদের ঘর হলো মুক্তিধাম অথবা নিরাকারী দুনিয়া। আত্মাকে বলা হয় নিরাকারী সোল। শরীর হলো ৫ তত্ত্বে তৈরী। আত্মা কোথা থেকে আসে ? পরমধাম, নিরাকারী দুনিয়া থেকে। ওখানে অনেক আত্মারা থাকে। ওটাকে বলা হয় সুইট সাইলেন্স হোম। ওখানে আত্মা দুঃখ-সুখ থেকে মুক্ত অর্থাৎ পৃথক থাকে। এটা ভালমতন পাকা করে নিতে হবে। আমরা হলাম সুইট সাইলেন্স হোমের অধিবাসী। এখানে এটা হলো নাট্যশালা(রঙ্গমঞ্চ), যেখানে আমরা নিজেদের ভূমিকা পালন করতে আসি। এই নাট্যশালায় সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি আলোকমন্ডলী রয়েছে। কেউ গণনা করতে পারবে না যে এই নাট্যশালা কত মাইলের অর্থাৎ কত বড়। এরোপ্লেনে করে উপরে যায় কিন্তু তাতে পেট্রোলাদি এতখানি ঢালতে পারবে না যারফলে গিয়ে পুনরায় ফিরেও আসতে পারে। এতদূর যেতে পারে না। তারা মনে

করে এত মাইল! যদি ফিরে আসতে না পারি তাহলে ধরাশায়ী হয়ে যাব। সমুদ্র বা আকাশ তত্ত্বের অন্ত পাওয়া যেতে পারে না। এখন বাবা তোমাদের অন্ত বলে দেন। আত্মা এই আকাশ-তত্ত্বের ও'পারে চলে যায়। কত বড় রকেট। আত্মারা, তোমরা যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন পুনরায় রকেটের মতন উড়তে থাকবে। রকেট কত ছোট। সূর্য, চন্দ্রের ও'পারে মূললোকে চলে যাবে। সূর্য, চন্দ্রের অন্ত খুঁজে পাওয়ার অনেক প্রচেষ্টা করে। দূরের তারাগুলিকে কত ছোট দেখতে লাগে। ওগুলো কিন্তু অনেক বড়। যেমন তোমরা ঘুড়ি ওড়াও তখন তা উপরে কত ছোট-ছোট দেখায়। তোমাদের আত্মা তো সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ। সেকেন্ডে এক শরীর থেকে বেরিয়ে অন্য গর্ভে প্রবেশ করে। কারোর হিসেব-নিকেশ যদি লন্ডনে থাকে, তবে সে সেকেন্ডে লন্ডনে গিয়ে জন্ম নেবে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়নও রয়েছে, তাই না! বাচ্চা গর্ভ থেকে বেরোয় আর মালিক হয়, উত্তরাধিকারী হয়েই গেছে। বাচ্চারা, তোমরাও বাবাকে জেনেছো অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হয়ে গেছো। অসীম জগতের পিতাই এসে তোমাদের বিশ্বের মালিক করে দেন। স্কুলে ব্যারিস্টারি পড়লে তখন ব্যারিস্টার হবে। এখানে তোমরা দ্বিমুকুটধারী হওয়ার জন্য পড়ো। যদি উত্তীর্ণ হও তবে অবশ্যই দ্বিমুকুটধারী হবে। তারপর স্বর্গেও অবশ্যই আসবে। তোমরা জানো, বাবা সদাই ওখানে থাকেন। 'ও গডফাদার' বলবে তবুও দৃষ্টি কিন্তু অবশ্যই উপরের দিকে থাকবে। যখন গডফাদার তখন অবশ্যই কিছু তো ভূমিকা থাকবে, তাই না ! এখন তিনি তাঁর ভূমিকা পালন করছেন। ওঁনাকে বাগান-প্রতিপালকও বলা হয়। এসে কাঁটা থেকে ফুলে পরিনত করেন। বাচ্চারা, তাহলে তোমাদের খুশী হওয়া উচিত। বাবা এসেছেন এই পরদেশে। দূরদেশের অধিবাসী এসেছে পরদেশে। দূরদেশের অধিবাসী তো বাবা-ই। আর আত্মারাও ওখানে থাকে। এখানে ভূমিকা পালন করতে আসে। পরদেশ -- এর অর্থ কেউ জানে না। মানুষ ভক্তিমার্গে যাকিছু শোনে তাতেই তারা সত্য-সত্য করতে থাকে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কত ভালভাবে বোঝান। আত্মা অপবিত্র হওয়ার জন্য উড়তে পারে না। পবিত্র না হলে ফিরে যেতে পারবে না। পতিত-পাবন একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। ওঁনাকে আসতেও হয় সঙ্গমে। তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। বাবা আমাদের দ্বিমুকুটধারী বানাচ্ছেন, এর থেকে উচ্চপদ কারোর হয় না। বাবা বলেন -- আমি দ্বিমুকুটধারী হই না। আমি আসিই একবার। পরদেশে, পর-শরীরে। এই দাদাও বলেন -- আমি কি শিব নাকি! না তা নই। আমায় তো লখীরাজ বলা হতো, পুনরায় যখন সমর্পিত হই তখন বাবা নাম রাখেন ব্রহ্মা। এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে এঁনাকে বলি যে, তুমি তোমার জন্মকে জানো না। ৮৪ জন্মের হিসেবও তো থাকা উচিত, তাই না! ওরা তো ৮৪ লক্ষ বলে দেয়, যা একদমই অসম্ভব। ৮৪ লক্ষ জন্মের রহস্য বোঝাতেই শত-শত বছর লেগে যাবে। স্মরণও করতে পারবে না। ৮৪ লক্ষ যোনীতে তো পশু, পক্ষী ইত্যাদিও সব চলে আসে। মানুষের জন্মই দুর্লভ এমন গায়ন করা হয়। জানোয়াররা কি বুঝতে পারবে, না তা পারবে না। তোমাদের বাবা এসে গুণান পাঠ করান। তিনি স্বয়ং বলেন -- আমি আসি রাবণ রাজ্যে। মায়া তোমাদের কত প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন করে দিয়েছে। এখন বাবা তোমাদের পুনরায় পারশবুদ্ধিসম্পন্ন করছেন। অবতরণ-কলায় তোমরা প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছো। এখন বাবা-ই তোমাদের উত্তরণ-কলায় নিয়ে যায়, নম্বরের ক্রমানুসার তো হয়ই, তাই না! প্রত্যেককে নিজের পুরুষার্থের দ্বারা বুঝতে হবে। স্মরণই হলো মুখ্য কথা। রাতে যখন শুতে যাও তখনও এসব খেয়াল করো। বাবা আমরা তোমায় স্মরণ করেই শয়ন করি। আমরা অবশ্যই শরীর পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে আসি। এমনভাবেই বাবাকে স্মরণ করতে-করতে শুয়ে পড়ো তখন দেখো কেমন মজা লাগে। সাক্ষাৎকারও হতে পারে। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারাদিতে খুশী হওয়া উচিত নয়। বাবা আমরা তো তোমাকেই স্মরণ করি। তোমার কাছে আসতে চাই। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে তোমরা অতি আরাম করে চলে আসবে। সূক্ষ্মলোকেও চলে যেতে পারো। মূললোকে তো যেতে পারবে না। ফিরে যাওয়ার সময় এখন কোথায় এসেছে। হ্যাঁ, বিন্দুর সাক্ষাৎকার হয়েছে, পুনরায় ছোট-ছোট আত্মাপুঞ্জ (বৃক্ষ-সদৃশ) দেখতে পাওয়া যাবে। যেমন তোমাদের বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হয়, তাই না! এমন নয় যে, সাক্ষাৎকার হলেই তোমরা বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। না তারজন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে। তোমাদের বোঝানো হয় যে, সর্বপ্রথমে তোমরা যাবে সুইট হোমে। সকল আত্মারা নিজেদের ভূমিকা পালন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আত্মা পবিত্র হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যেতে পারবে না। এছাড়া সাক্ষাৎকারের দ্বারা কিছুই প্রাপ্ত হয় না। মীরার সাক্ষাৎকার হয়েছিল, সে কি বৈকুণ্ঠে চলে গিয়েছিল, না তা যায় নি। বৈকুণ্ঠ তো সত্যযুগেই হয়। এখন তোমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হওয়ার জন্য (নিজেদের) তৈরী করছো। বাবা ধ্যানাদিতে এত যেতে দেন না, কারণ তোমাদের তো পড়তে হবে, তাই না! বাবা এসে পড়ান, সকলের সঙ্গতি করেন। বিনাশও সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া অসুর আর দেবতাদের লড়াই তো হয় না। তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে তোমাদের জন্য কারণ তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া চাই। এছাড়া তোমাদের লড়াই হলো মায়ার সঙ্গে। তোমরা হলে অতি খ্যাতনামা যোদ্ধা। কিন্তু কেউ জানে না যে, দেবীদের এত জয়গান(মহিমা-কীর্তন) কেন গাওয়া হয়। এখন তোমরা ভারতকে যোগবলের দ্বারা স্বর্গে পরিণত করো। তোমরা এখন বাবাকে পেয়েছো। তোমাদের বোঝান -- গুণানের মাধ্যমে নতুন দুনিয়া জিন্দাবাদ অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ নতুন দুনিয়ার মালিক ছিল, তাই না ! এখন এ হলো পুরানো দুনিয়া। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ পূর্বেও মুষলের(মিসাইল) দ্বারা হয়েছিল। মহাভারতের লড়াই হয়েছিল। সে'সময় বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছিলেন। এখন বাবা প্র্যাকটিক্যালি রাজযোগ

শেখাচ্ছেন, তাই না! বাবা-ই তোমাদের সত্য বলেন। সত্য-পিতা যখন আসেন তখন তোমরা সদা খুশীতে নৃত্য করো। এ হলো জ্ঞান-ড্যান্স। তাই যাদের জ্ঞান-ড্যান্সের শখ রয়েছে তাদেরই সম্মুখে বসা উচিত। যারা বুঝবে না, তারা হাই তুলবে। বোঝা যায় যে, এরা কিছুই বোঝে না। জ্ঞানের কিছুই বোঝে না তাই এদিক-ওদিক দেখতে থাকে। বাবাও ব্রাহ্মণীকে বলবে যে, এ তুমি কাকে নিয়ে এসেছো। যারা শেখে আর শেখায় তাদের সম্মুখে বসা উচিত। তাদের খুশী হতে থাকবে। আমাদের ড্যান্স করতে হবে। এ হলো জ্ঞান-ড্যান্স। কৃষ্ণ তো না জ্ঞান শুনিয়েছে, না ড্যান্স করেছে। মুরলী তো জ্ঞানের, তাই না! তাই বাবা বুঝিয়েছেন -- রাতে শোওয়ার সময় বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, চক্রে বুদ্ধিতে স্মরণ করতে থাকো। বাবা আমরা এখন এই শরীর পরিত্যাগ করে তোমার কাছে আসছি। এমনভাবে স্মরণ করতে-করতে শুয়ে পড়ো পুনরায় দেখো কি হয়। পূর্বে কবরস্থান তৈরী করে তারপর কেউ শান্তিতে চলে যেতো, কেউ রাস করতে থাকতো। যারা বাবাকে জানেই না, তারা স্মরণ কিভাবে করবে। মানুষমাত্রই বাবাকে জানে না, তাহলে স্মরণ করবে কিকরে! তখন বাবা বলেন -- আমি যা, যেমন, আমাকে কেউই জানে না। এখন তোমাদের কত বোধ এসেছে। তোমরা হলে গুপ্ত যোদ্ধা। যোদ্ধা শুনে দেবীদের তরবারি, বাণাদি দিয়ে দিয়েছে। তোমরা যোদ্ধা হলে যোগবলের। যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও। বাহুবলের দ্বারা যদিও কেউ-কেউ কতই না প্রচেষ্টা করে কিন্তু বিজয়প্রাপ্ত করতে পারে না। ভারতের যোগ বিখ্যাত। তা বাবা এসেই শেখান। এও কারোর জানা নেই। উঠতে-বসতে বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। বলে যে, যোগ লাগে না। 'যোগ' শব্দটাই সরিয়ে দাও। বাবা তো বাচ্চাদের স্মরণ করে, তাই না! শিববাবা বলেন -- "মামেকম্ স্মরণ করো"। আমিই সর্বশক্তিমান। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যখন সতোপ্রধান হয়ে যাবে তখন পুনরায় আত্মাদের বরযাত্রা বেরোবে। যেমন মাছির ঝাঁক বেরায় না! এ হলো শিববাবার বরযাত্রা। শিববাবার পিছনে-পিছনে সব আত্মারা মশা সদৃশ দৌড়াবে। বাকি শরীর এখানেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রাতে শোওয়ার পূর্বে বাবার সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি বার্তালাপ করতে হবে। বাবা আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করে তোমার নিকটে যাই, এভাবে স্মরণ করে শুয়ে পড়তে হবে। স্মরণই মুখ্য, স্মরণের দ্বারাই পারশবুদ্ধিসম্পন্ন হবে।

২) ৫ বিকারের রোগ থেকে বাঁচার জন্যে দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। অগাধ খুশীতে থাকতে হবে, জ্ঞান ড্যান্স করতে হবে। ক্লাসে আলস্যের রেশ ছড়িয়ে দিও না।

বরদান:- ত্রিকালদশী স্টেজ দ্বারা ব্যর্থের খাতা সমাপ্তকারী সদা সফলতা-মূর্তি ভব ত্রিকালদশী স্টেজে অবস্থান করা অর্থাৎ প্রতিটি সঙ্কল্প, বাণী বা কর্ম করার পূর্বে চেক করা যে, এটা ব্যর্থ না সমর্থ। ব্যর্থ এক সেকেন্ডে পদমণ্ডল ক্ষতি করে, সমর্থ এক সেকেন্ডে পদমণ্ডল উপার্জন করে। সেকেন্ডের ব্যর্থভাবও উপার্জনের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি করে দেয়। যারফলে অর্জিত উপার্জনও পরিলক্ষিত হয় না। সেইজন্য এককালদশী হয়ে কর্ম করার পরিবর্তে ত্রিকালদশী হয়ে করো, তবেই ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যাবে আর সদাকালের জন্য সফলতা-মূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান:- মান, খ্যাতি এবং সাধনের ত্যাগই মহান ত্যাগ।

24-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- ২১ জন্মের জন্য লটারী প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ কি ?

*উত্তর:- ২১ জন্মের লটারী প্রাপ্ত করতে হলে মোহজিৎ হও । এক বাবার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হও । সদা এই কথা যেন স্মৃতিতে থাকে যে, এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, আমরা নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছি । এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখো না । সুদামার মতো একমুঠো চাল সফল করে সত্যযুগী বাদশাহী নিতে হবে ।

ওম্ শান্তি । আত্মিক সন্তানদের আত্মিক পিতা বসে বোঝাচ্ছেন, এ তো বাচ্চারা বুঝতেই পারে । আত্মিক বাচ্চার অর্থ হলো আত্মা । আত্মিক পিতা অর্থাৎ আত্মাদের বাবা । একে বলা হয় আত্মা আর পরমাত্মার মিলন । এই মিলন একবারই হয় । বাচ্চারা, এইসব কথা তোমরা জানো । এ হলো বিচিত্র কথা । বিচিত্র বাবা তাঁর বিচিত্র আত্মাদের বোঝান । বাস্তবে আত্মা হলো বিচিত্র, এখানে এসে চিত্রধারী হয় । চিত্রের দ্বারা অভিনয় করে । আত্মা তো সকলের মধ্যেই আছে, তাই না । জানোয়ারদের মধ্যেও আত্মা আছে । ৮৪ লাখও বলে, এতে তো জানোয়ারও এসে যায়, তাই না । অনেক জানোয়ার ইত্যাদি আছে । বাবা বোঝান যে, এইসব কথায় সময় নষ্ট করো না । এই জ্ঞান ছাড়া মানুষের সময় নষ্ট হতে থাকে । এই সময় বাবা বসে তোমাদের পড়ান, তারপর অর্ধেক কল্প তোমরা প্রালঙ্ঘন ভোগ করো । ওখানে তোমাদের কোনো সমস্যাই হয় না । দুঃখ সহ্য করাতেই তোমাদের সময় নষ্ট হয় । এখানে তো দুঃখই দুঃখ, তাই সবাই বাবাকে স্মরণ করে যে, আমাদের দুঃখে সময় নষ্ট হচ্ছে, আমাদের এখান থেকে বের করো । সুখে কখনোই সময় নষ্ট হচ্ছে, এমন বলা হবে না । তোমরা একথাও বুঝতে পারো যে - এই সময় মানুষের কোনো মূল্য নেই । মানুষ দেখো, হঠাৎই মারা যায় । একই ঝড়ে কতো মানুষ মারা যায় । এই রাবণ রাজ্যে মানুষের কোনো মূল্য নেই । এখন বাবা তোমাদের কতো মূল্যবান করেন । পাই পয়সারও নয় থেকে পাউন্ড তুল্যমূল্য মহামূল্যবান করেন । এমন মহিমাও আছে যে, হীরের মতো জন্ম অমূল্য । এইসময় মানুষ এক খেলের পিছনেই লেগে আছে । তারা সম্ভবত কোটিপতি, পদ্মপতি হতে পারে, তাদের সমস্ত বুদ্ধি এতেই থাকে । তাদের বলা হয় - এইসব ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু তারা তা মানবেই না । তাদের বুদ্ধিতেই এই কথা বসবে, যাদের বুদ্ধিতে পূর্ব কল্পে বসেছিলো । তা নাহলে, যতই বোঝাও না কেন, কখনোই বুদ্ধিতে বসবে না । তোমরাও নশ্বরের ক্রমানুসারে জানতে পারো যে, এই দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে । বাইরে যদি তোমরা লিখেও দাও যে, দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, তবুও বুঝবে না, যতক্ষণ না তোমরা কাউকে বোঝাও । আচ্ছা, কেউ যদি বুঝে যায়, তখন তাকে বোঝাতে হয় - বাবাকে স্মরণ করো, সত্যপ্রধান হও । এই জ্ঞান তো খুবই সহজ । এখানে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী... । এখন এই দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, আর এর পরিবর্তক একমাত্র বাবা । এও তোমরা পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে যথার্থ রীতিতে জানতে পারো । মায়া পুরুষার্থ করতে দেয় না, তখন তোমরা মনে করো, এও নাটকের নিয়ম অনুসারে এতটা পুরুষার্থ করা আমাদের নেই । বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, শ্রীমতে চলে আমরা নিজেদের জন্য এই দুনিয়ার পরিবর্তন করছি । এক শিববাবারই হলো শ্রীমত । শিববাবা, শিববাবা বলা তো খুব সহজ, আর কেউই না শিববাবাকে, আর না তাঁর উত্তরাধিকারকে জানে । বাবা মানেই হলো উত্তরাধিকার । শিববাবা অর্থাৎ প্রকৃত ভগবানকে তো চাই, তাই না । আজকাল তো মেয়রকেও বাবা বলে দেয় । গান্ধীকেও বাবা বলে, আবার কাউকে জগৎগুরু বলে দেয় । এখন জগৎ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির গুরু । তিনি কিভাবে কোনো মানুষ হতে পারেন ! যেখানে পতিত পাবন, সর্বের সদগতিদাতা একমাত্র বাবা । বাবা তো হলেন নিরাকার, তাহলে তিনি কিভাবে উদ্ধার করেন ? দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই তিনি অভিনয়ে আসবেন, তখন তো জানতে পারা যাবে । এমন নয় যে প্রলয় হয়ে যায়, তখন বাবা এসে নতুন সৃষ্টির রচনা করেন । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে, অনেক বড় প্রলয় হয়, তারপর অশ্বখ পাতায় শ্রীকৃষ্ণ আসেন, কিন্তু বাবা বোঝান, এমন তো হয় না । গায়ন আছে যে, এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হয়, তাহলে তো প্রলয় হতে পারে না । তোমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, এখন এই পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে । এইসব কথা বাবা এসেই বোঝান । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন নতুন দুনিয়ার মালিক । তোমরা চিত্রতেও দেখাও যে, পুরানো দুনিয়ার মালিক রাবণ । রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য, এমন মহিমা তো আছে, তাই না । এই কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, বাবা পুরানো আসুরী দুনিয়ার অবসান করিয়ে নতুন দৈবী দুনিয়া স্থাপন করাচ্ছেন । বাবা বলেন, আমি যা বা যেমন, খুব সামান্য জনই আমাকে তেমনভাবে বুঝতে পারে । সেও তোমরা পুরুষার্থের ক্রমানুসারে জানতে পারো, আর যারা ভালো পুরুষার্থী বাচ্চা, তাদের অনেক

বেশী নেশা থাকে । স্মরণের পুরুষাথীদের প্রকৃত নেশার তীব্রতা থাকবে । ৮৪ জন্মের চক্রের জ্ঞান বোঝাতে এতো নেশা চড়ে না, যা স্মরণের যাত্রায় চড়তে থাকে । মূল বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়ার । মানুষ ডাকতেও থাকে - তুমি এসে পবিত্র বানাও । এমন বলে ডাকে না যে, তুমি এসে বিশ্বের বাদশাহী দাও । ভক্তিমার্গে মানুষ কতো কথকথা শোনে । সত্য সত্যনারায়ণের কথা তো এখানেই । ওই কথা তো জন্ম - জন্মান্তর ধরে শুনে - শুনে নীচে নেমে এসেছো । ভারতেই এই কথা শোনার প্রচলন, আর কোথাও এই কথা ইত্যাদি হয় না । ভারতকেই ধার্মিক দেশ মানা হয় । অনেক অনেক মন্দির এই ভারতেই আছে । খৃস্টানদের তো একই চার্চ হয় । এখানে তো কতো ধরনের মন্দির আছে । বাস্তবে একই শিববাবার মন্দির হওয়া উচিত । নামও একেই হওয়া প্রয়োজন । এখানে তো অনেকেরই নাম আছে । বিলেতের লোকেরাও এখানে মন্দির দেখতে আসে । বেচারারা এও জানে না যে, প্রাচীন ভারত কেমন ছিলো ? পাঁচ হাজার বছরের থেকে তো পুরানো কোনো জিনিস হয় না । ওরা তো মনে করে, লাখ বছরের পুরানো জিনিস পেয়ে গেছে । বাবা বোঝান যে, এই যে মন্দিরে চিত্র ইত্যাদি তৈরী হয়েছে তা আড়াই হাজার বছরের পুরানো, প্রথম - প্রথম শিবেরই পূজা হয় । এখন তো দেখো মানুষ জল, মাটি ইত্যাদিরও পূজা করে ।

অসীম জগতের পিতা এখন বলেন, তোমরা কতো ধন ভক্তিমার্গে হারিয়ে ফেলেছো । কতো অগাধ শাস্ত্র এবং চিত্র আছে । কতো অনেক প্রকারের গীতা থেকে থাকবে । এই সবকিছুর উপরে খরচ করতে করতে তোমরা দেখো কি হয়ে গেছে । কাল আমি তোমাদের ডবল মুকুটধারী বানিয়েছিলাম, এখন তোমরা কতো কাঙ্গাল হয়ে গেছো । এ তো কালকের কথা, তাই না । তোমরাও বুঝতে পারো যে, বরাবর আমরা ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়েছিলাম । এখন আমরা আবারও এমন তৈরী হচ্ছে । বাবার থেকে আমরা উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । বাবা প্রতি মুহূর্তে পুরুষার্থ করান, গীতাতেও এই অক্ষর আছে - "মনমনাভব" । গীতার কোনো কোনো শব্দ সঠিক । বলা হয় না 'প্রায়', অর্থাৎ দেবী - দেবতা ধর্ম আর নেই, বাকি যা আছে, সবই চিত্র । তোমাদের স্মরণ দেখো, কেমন সুন্দর তৈরী করা হয়েছে । তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা আবার স্থাপন করছি । তারপর ভক্তিমার্গে আমাদের সঠিক ভাবে স্মরণ হবে । ভূমিকম্প ইত্যাদি হয়, তাতেও সব শেষ হয়ে যায় । তারপর ওখানে তোমরা সবকিছুই নতুন তৈরী করবে । ওখানে তো দক্ষতা থাকে, তাই না । হীরে কাটারও দক্ষতা হয় । এখানেও হীরে কাটা হয়, আবার তৈরীও করে । হীরে যারা কাটে তারাও অনেক দক্ষ হয় । ওরা আবার ওখানেও যাবে । এইসব দক্ষতা ওখানেও থাকবে । তোমরা জানো যে, ওখানে কতো সুখ থাকবে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণেরই তো রাজ্য ছিলো, তাই না । নামই হলো স্বর্গ । একশো ভাগ সর্ব ক্ষমতা সম্পন্ন । এখন তো হলো সকলেই শক্তিহীন । ভারতে জহরতের অনেক ফ্যাশন আছে, সেই পরম্পরা চলে আসছে । বাচ্চারা, তাই তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত । তোমরা জানো যে, এই দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে । এখন স্বর্গ তৈরী হচ্ছে, এরজন্য আমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে তাই বাবা বলেন যে, অবশ্যই চার্ট লেখো । আমি আত্মা কোনো আসুরী আচরণ করি নি তো ? নিজেকে দৃঢ়ভাবে আত্মা মনে করো । এই শরীরের দ্বারা কোনো বিকর্ম করো নি তো ? যদি করে থাকো তাহলে রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে । এ হলো ২১ জন্মের লটারী । এও এক রেস । ঘোড়দৌড় হয় না ? একে বলা হয় রাজস্ব অশ্বমেধ.... স্বরাজ্যের জন্য অশ্ব অর্থাৎ তোমাদের মতো আত্মাদের দৌড় লাগাতে হবে । এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । ওকে সুইট সাইলেন্স হোম বলা হয় । এই অক্ষর তোমরা এখনই শুনতে পাও । বাবা এখন বলেন - বাচ্চারা, তোমরা খুব পরিশ্রম করো । তোমরা রাজস্ব পাও, এ কি কম কথা । আমি হলাম আত্মা, আমি এতো জন্ম নিয়েছি । বাবা এখন বলছেন, তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আবার প্রথম নম্বর থেকে শুরু করতে হবে । নতুন মহলে অবশ্যই তো বাচ্চারাই বসবে । পুরানো মহলে তো আর বসবে না । এমন তো নয় নিজে পুরানোতে বসবে আর নতুনে ভাড়াটীদের বসাবে । তোমরা যতো পরিশ্রম করবে, ততই নতুন দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । নতুন মহল তৈরী হলে এমন মন হয় যে, পুরানোকে ছেড়ে নতুনে গিয়ে বসি । বাবা তখনই বাচ্চাদের জন্য নতুন মহল তৈরী করেন যখন প্রথম মহল পুরানো হয়ে যায় । ওখানে ভাড়াতে দেওয়ার কোনো কথাই নেই । ওরা যেমন চাঁদে জমি কেনার প্রয়াস করে, তোমরাও তেমনি স্বর্গে জমি নিষ্ছো । তোমরা যতো জ্ঞান এবং যোগে থাকতে পারবে, ততই পবিত্র হবে । এ হলো রাজযোগ । এখানে কতো বড় রাজস্ব পাওয়া যাবে । বাকি যে চাঁদে জমি কেনার কথা - এ সবই ব্যর্থ । এসব জিনিস, যা সুখ প্রদান করে, তাই আবার বিনাশকারী, দুঃখ প্রদানকারী হয়ে যায় । পরের দিকে লঙ্কর ইত্যাদি কম হয়ে যাবে । বোম্ব ইত্যাদির দ্বারাই চট করে সব কাজ হয়ে যাবে । এই নাটক তৈরী হয়েই আছে, সময় অনুযায়ী হঠাৎই বিনাশ হয়ে যায় । এরপর সিপাহীরাও মারা যায় । এ দেখার মজা আছে । তোমরা এখন ফরিস্তা হচ্ছে । তোমরা জানো যে, আমাদের জন্যই বিনাশ হয়ে যায় । ড্রামাতে এমন পার্ট আছে যে, পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যায় । যে যেমন কর্ম করে, তেমনই তো ফল ভোগ করতে হবে, তাই না । এখন মনে করো, সন্ধ্যাসীরা ভালো, পবিত্র, কিন্তু তারা তো গৃহস্থীদের ঘরেই জন্ম নেবে, তাই না । শ্রেষ্ঠ জন্ম তো তোমরা নতুন দুনিয়াতে পাও, সংস্কার অনুযায়ী তখন তেমন তৈরী হবে । তোমরা এখন নতুন দুনিয়ার জন্য সংস্কার তৈরী করে নিয়ে

যাচ্ছো । তোমরা অবশ্যই ভারতে জন্ম নেবে । যারা খুব ভালো ধার্মিক মনের হবে, তোমরা তাদের কাছে জন্ম নেবে কেননা তোমরা কর্মই তেমন করো । সংস্কার যেমন হবে, সেই অনুসারে জন্ম হয় । তোমরা অনেক উচ্চ কুলে জন্ম নেবে । তোমাদের মতো তো এমন কর্ম আর কেউই করবে না । পড়া যেমন, যেমন সেবা, তেমন জন্ম । অনেককেই তো মৃত্যুবরণ করতে হবে । প্রথমে যারা রিসিভ করবে, তারাই যাবে । বাবা বোঝান যে, এখন এই দুনিয়ার পরিবর্তন হচ্ছে । বাবা তো এর সাক্ষাৎকার করিয়েছেন । বাবা নিজের উদাহরণও দেন । দেখলেন যে ২১ জন্মের জন্য রাজস্ব পাওয়া যায়, এর সামনে ১০ - ১২ লাখ আর কি ? অল্ফ পেয়ে গেল বাদশাহী (সত্যযুগী, দাদা লেখরাজ পেলেন) আর বে (দাদার পার্টনার) পেল ব্যবসার গদি। ব্যবসার পার্টনারকে বলে দিলেন যা চাই নিয়ে যান, কোনো অসুবিধাই হয়নি তাতে দাদার। বাচ্চাদেরও বোঝানো হয় - বাবার কাছ থেকে তোমরা কি নাও ? স্বর্গের বাদশাহী । তোমরা যত সম্ভব সেন্টার খুলতে থাকো । অনেকের কল্যাণ করো । তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উপার্জন জমা হচ্ছে । এখানে তো লাখপতি, কোটিপতি অনেকেই আছেন । এরা সবাই মূলতঃ দরিদ্র । তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে । প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে, এমন মনে করো না যে, কেউ প্রজা হয় না । অনেকেই প্রজা হয় । খুব ভালো - খুব ভালো তো অনেকেই বলে কিন্তু বলে দেয় সময় নেই । অল্পকিছু শুনলেও প্রজাতে চলে আসবে । এই অবিনাশী জ্ঞানের কোনো বিনাশ হয় না । বাবার পরিচয় দেওয়া কোনো কম কথা নয় । কেউ - কেউ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে । উচ্চ পদ যদি পেতে হলে পুরুষার্থ করতে লেগে যাবে । বাবা তো কারোর কাছ থেকে ধন ইত্যাদি নেবেন না । বাচ্চাদের বিন্দু - বিন্দু থেকে পুকুরে পরিণত হয় । কেউ কেউ এক টাকাও পার্টিয়ে দেয় । বলে বাবা আমার টাকায় একটা ইট লাগিয়ে দাও । সুদামার একমুঠো চালের মহিমা আছে, তাই না । বাবা বলেন - এ তো তোমাদের হীরে - জহরত । সকলেরই হীরের মতো জন্ম হয় । তোমরা ভবিষ্যতের জন্য তৈরী করছো । তোমরা জানো যে, তোমরা এই চোখে যা কিছুই দেখো, এ সবই পুরানো দুনিয়া । এই দুনিয়া এখন পরিবর্তন হচ্ছে । তোমরা এখন অমরপুরীর মালিক তৈরী হচ্ছে। তোমাদের অবশ্যই মোহজিৎ হতে হবে । তোমরা এতকাল বলে এসেছো যে, বাবা তুমি যখন আসবে, আমরা তোমার কাছে সমর্পিত হবো, ব্যবসা তো ভালো, তাই না । মানুষ তো জানেই না যে, সওদাগর, রত্নাকর, জাদুকর নাম কেন বলা হয়েছে । তিনি রত্নাকর, এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন হলো এক একটি অমূল্য সংস্করণ । এর উপর রূপ - বসন্তের কথা আছে তো, তাই না । তোমরা যেমন রূপও, তেমনি বসন্তও । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এখন এই শরীরের দ্বারা কোনো বিকর্ম করবে না । এমন কোনো আসুরী আচরণ যেন না হয়, যাতে রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায় ।

২) এক বাবার স্মরণের নেশায় থাকতে হবে । পবিত্র হওয়ার মূল পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে । কড়ির পিছনে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট না করে শ্রীমতে চলে জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে ।

বরদান:- নিজেকে মোল্ড করে রিয়েল গোল্ড (প্রকৃত সোনা) হয়ে প্রতিটি কাজে সফল হয়ে স্ব - পরিবর্তক ভব যারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে নিজেকে পরিবর্তন করে স্ব পরিবর্তক হয়, তারা সदा সফল হয় তাই নিজেকে পরিবর্তনের লক্ষ্য রাখো । অন্যে পরিবর্তন হবে, তখন আমি পরিবর্তন হবো - এমন নয় । অন্যে পরিবর্তিত হোক বা না হোক, আমাকে পরিবর্তন হাতেই হবে । 'হে অর্জুন' আমাকেই হতে হবে । সदा পরিবর্তন করাতে প্রথমে 'আমি' । যে এতে 'প্রথমে আমি' বলে বা করে, সেই প্রথম নম্বরে এসে যায়। কেননা নিজেকে যে মোল্ড করতে পারে, সেই রিয়েল গোল্ড হয় । রিয়েল গোল্ডেরই মূল্য আছে ।

স্নোগান:- নিজের শ্রেষ্ঠ জীবনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করো ।

25-11-20 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- যার বুদ্ধিতে জ্ঞান ধারণ হবে না, তার লক্ষণ কেমন হবে ?

*উত্তর:- সে ছোট ছোট ব্যাপারে নারাজ হয়ে যাবে। যার বুদ্ধিতে যত জ্ঞানের ধারণা হবে, সে তত খুশিতে থাকবে। বুদ্ধিতে যদি জ্ঞান থাকে যে এখন এই দুনিয়ার অধঃপতন হবেই এবং এতে কারোর ক্ষতি হবে না, তাহলে কখনোই নারাজ হবে না। সর্বদাই খুশিতে থাকবে।

ওম্ শান্তি । আমাদের পিতা স্বয়ং বসে থেকে মিষ্টি মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে তাঁকে সর্বোচ্চ ভগবান বলা হয়। ঘরের সাথেই আত্মার বুদ্ধির যোগ থাকা উচিত। কিন্তু এই দুনিয়ায় এমন একজন মানুষও নেই যার বুদ্ধিতে এইসব কথা আসে। সন্ধ্যাসীরাও ব্রহ্মকে ঘর বলে মনে করে না। ওরা তো ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার কথা বলে, অর্থাৎ ঘর বলে মানে না। ঘরে তো কেউ বাস করে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধি যেন ওখানেই টিকে থাকে। যেমন কেউ ফাঁসিতে ঝুলে যায়, সেইরকম তোমরা এখন আধ্যাত্মিক ফাঁসিতে ঝুলে আছো। তোমরা অন্তর থেকে জানো যে সর্বোচ্চ বাবা এসে আমাদেরকে সর্বোচ্চ ঘরে নিয়ে যান। এখন আমাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে। তারপরে সর্বোচ্চ বাবা আমাদেরকে সর্বোচ্চ পদ পাইয়ে দেন। রাবণের রাজত্বে এখন সকলেই অধম। ওরা উত্তম, এরা অধম। উত্তম কাদের বলে সেটা ওরা জানেই না। যারা উত্তম, তারাও জানে না যে অধম কাদের বলা হয়। এখন তোমরা বুঝেছ যে শিববাবাকেই সর্বোচ্চ বলা হয়। বুদ্ধি ওপরের দিকেই চলে যায়। তিনি পরমধাম নিবাসী। কেউই জানে না যে আমরা আত্মারাও ওখানেই থাকি। এখানে তো কেবল ভূমিকা পালন করতে আসি। এগুলো কারোর চিন্তাতেই আসে না। নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, স্মরণের যাত্রার মস্তিতে থাকলেই সর্বোচ্চ হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারাই উঁচু পদ পেতে হবে। তোমাদের যেসব জ্ঞান শেখানো হয়, সেগুলো ভুলে গেলে চলবে না। ছোট বাচ্চাও বর্ণনা করতে পারবে। কিন্তু যোগের বিষয়টাই বাচ্চারা বুঝতে পারে না। অনেক বাচ্চাই আছে যারা সঠিকভাবে স্মরণের যাত্রার বিষয়টা বুঝতে পারে না। আমরা কতো উঁচুতে চলে যাই। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং স্তূলবতন ...। এখানেই ৫ তত্ত্ব রয়েছে। সূক্ষ্মবতন এবং মূলবতনে এগুলো থাকে না। বাবা এসেই এই জ্ঞান দেন। তাই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। মানুষ মনে করে, অনেক শাস্ত্র পড়লেই জ্ঞান অর্জন করা যায়। অনেক পয়সাও উপার্জন করে। যারা শাস্ত্র পাঠ করে, তারা কত সম্মান পায়। কিন্তু তোমরা এখন বুঝেছ যে এর মধ্যে কোনো মহত্ব নেই। কেবল ভগবানই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর দ্বারাই আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গে রাজত্ব করার যোগ্য হয়ে যাই। স্বর্গ এবং নরক কাকে বলে ? ৮৪ চক্র কিভাবে আবর্তিত হয় ? এইসব কথা কেবল তোমরা ছাড়া, এই দুনিয়ায় আর কেউই জানে না। অনেকেই বলে যে এগুলো সব কল্পনা। এক্ষেত্রে বোঝা যায় যে ওরা আমাদের বংশের নয়। তবে হতাশ হয়ে গেলে চলবে না। বোঝা যায় যে ওই ব্যক্তির কোনো ভূমিকাই নেই, তাই কিছুই বুঝবে না। বাচ্চারা, এখন তোমাদের মাথা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। তোমরা যখন উত্তম দুনিয়ায় থাকবে, তখন এই অধম দুনিয়ার কোনো জ্ঞান থাকবে না। অধম দুনিয়ার মানুষেরাও উত্তম দুনিয়াকে জানে না। ওই দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়। হয়তো বিদেশের মানুষরা স্বর্গে যায় না, কিন্তু মুখে তো বলে যে একসময় হেভেন, প্যারাডাইস ছিল। মুসলিমরাও বেহেশ্ত বলে। কিন্তু ওখানে কিভাবে যাওয়া যায়, সেটা ওরা জানে না। তোমরা এখন কতো কিছু বুঝেছ। সর্বোচ্চ বাবা এসে অনেক জ্ঞান দিয়েছেন। এই ড্রামা খুবই ওয়ান্ডারফুল ভাবে বানানো আছে। যারা এই ড্রামার রহস্য জানে না, তারা এগুলোকে কল্পনা বলে দেয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই দুনিয়াটাই পতিত। তাই এখানে সবাই আর্তনাদ করছে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র করে দাও। বাবা বলছেন, প্রতি ৫ হাজার বছর অন্তর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। এই পুরাতন দুনিয়াটাই আবার নতুন হয়ে যায় এবং সেইজন্যই আমাকে আসতে হয়। বাচ্চারা, আমি প্রতি কল্পেই এসে তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিই। পবিত্রকে উত্তম এবং পতিতকে অধম বলা হয়। এই দুনিয়াটাই একসময়ে নুতন এবং পবিত্র ছিল। এখন পতিত হয়ে গেছে। তোমরাও ক্রমানুসারে এই বিষয়গুলো বুঝতে পারো। যার বুদ্ধিতে এই বিষয়গুলো থাকে, সে সর্বদাই খুশিতে থাকবে। যদি বুদ্ধিতে না থাকে, তাহলে কেউ কিছু বলে দিলে কিংবা কিছু লোকসান হয়ে গেলে মেনে নিতে পারে না। বাবা বলছেন, এখন এই অধম দুনিয়ার অন্তিম সময় উপস্থিত। এটা পুরাতন দুনিয়া। মানুষ কতো পতিত হয়ে গেছে। কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না যে আমরা পতিত হয়ে গেছি। ভক্তরা সর্বদা মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে। পতিত ব্যক্তির সামনে কেউ মাথা ঝোঁকায় না। পবিত্র ব্যক্তির সামনেই মাথা ঠেকায়। সত্যযুগে কখনোই এইরকম হয় না। ভক্তরাই এইরকম করে। বাবা কখনোই বলেন না যে মাথা নামিয়ে হাঁটো। না, এটা তো পড়াশুনা। গড ফাদারের ইউনিভার্সিটিতে তোমরা লেখাপড়া করছো। তাই কতো

নেশা থাকা উচিত। এমন যেন না হয় যে কেবল ইউনিভার্সিটিতেই নেশা থাকলো আর বাড়িতে যেতেই নেশা কেটে গেল। ঘরেও যেন নেশা থাকে। এখানে তোমরা বাচ্চারা জানো যে শিববাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। ইনি বলেন যে আমি তো জ্ঞানের সাগর নয়। এই বাবাও (ব্রহ্মা) জ্ঞানের সাগর নন। সাগর থেকে নদী বেরিয়ে আসে। একটাই সাগর আছে। সবথেকে বড় নদী হলো এই ব্রহ্মপুত্র নদী। অনেক বড় বড় স্টিমার আসে। বাইরের দেশেও অনেক নদী আছে। তবে কেবল এখানেই গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলা হয়। বাইরের দেশে কোনো নদীকে এইরকম বলা হয় না। যদি কোনো নদী পতিত-পাবন হত, তাহলে তো গুরুর কোনো দরকার থাকতো না। মানুষ নদী কিংবা সরোবরে ভ্রমণ করে। কোনো কোনো সরোবর এতো নোংরা হয় যে বলে বোঝানো যাবে না। ওখান থেকেই মাটি তুলে মাখতে থাকে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে এগুলো নীচে নামার রাস্তা। ওরা কতো ভালোবাসা নিয়ে ওখানে যায়। তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে এই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের চোখ খুলে গেছে। তোমাদের জ্ঞানের ত্রিনয়ন খুলে গেছে। আত্মাই ত্রিনয়ন পেয়ে যায়। তাই ত্রিকালদর্শী বলা হয়। আত্মার মধ্যে তিন কালের জ্ঞান এসে যায়। আত্মা তো বিন্দুমাত্র। তার মধ্যে চোখ থাকবে কিভাবে ? এগুলো বোঝার বিষয়। জ্ঞানের ত্রিনয়ন দ্বারা তোমরা ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকনাথ হয়ে যাও। নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে যাও। আগে তোমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তকে জানতে না। এখন বাবার কাছ থেকে রচনার আদি, মধ্য এবং অন্তের কাহিনী জেনে যাওয়ার কারণে তোমরা উত্তরাধিকার পেয়ে যাও। এগুলো হলো জ্ঞান। ইতিহাস-ভূগোলও আছে, হিসাব-নিকাশও আছে। ভালো, বুদ্ধিমান বাচ্চা হলে হিসাব করবে যে আমরা মোট কতবার জন্মগ্রহণ করি এবং সেই হিসাব অনুসারে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কতবার জন্ম হয়। কিন্তু বাবা বলেন, এইসব ব্যাপারে বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই, সময় নষ্ট হবে। এখানে তো সবকিছু ভুলে যেতে হবে। এগুলো শোনানোর দরকার নেই। তোমরা সবাইকে রচয়িতা বাবার পরিচয় দাও, যাঁকে কেউ জানে না। শিববাবা এই ভারতেই আসেন। নিশ্চয়ই কিছু কর্ম করেন, তাই তো তাঁর জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। গান্ধীজী কিংবা কোনো সাধু-সন্তের স্ট্যাম্প বানানো হয়। ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়েও স্ট্যাম্প তৈরি করা হয়। তোমরা এখন নেশায় আছো যে আমরা হলাম পাণ্ডব গভর্নমেন্ট। সর্বশক্তিমান বাবার গভর্নমেন্ট। এটা তোমাদের জাতীয় প্রতীক (কোট অফ আর্মস)। এই কোট অফ আর্মস-কে কেউই জানে না। তোমরা বুঝতে পারো যে বিনাশের সময়ে আমরা প্রীতবুদ্ধি সম্পন্ন হয়েছি। বাবাকে আমরা অনেক স্মরণ করি। বাবাকে স্মরণ করতে করতে প্রেমের অশ্রু চলে আসে। বাবা, তুমি আমাদেরকে অর্ধেক কল্পের জন্য সব রকম দুঃখ থেকে মুক্ত করে দাও। অন্য কোনো গুরু কিংবা আত্মীয়-বন্ধুর কথা মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল বাবাকেই স্মরণ করো। ভোরবেলার সময় খুবই ভালো। বাবা, তোমার জবাব নেই। প্রত্যেক ৫ হাজার বছর অন্তর তুমি আমাদের জাগিয়ে দাও। সকল মানুষই কুস্কর্ণের মতো আসুরিক নিদ্রায় মগ্ন আছে, অর্থাৎ অজ্ঞানতার অন্ধকারে রয়েছে। তোমরা এখন বুঝেছ যে এটাই হলো ভারতের প্রাচীন যোগ। এছাড়া যেসব অনেক রকম হঠযোগ ইত্যাদি শেখানো হয়, সেগুলো শরীর ভালো রাখার ব্যায়াম। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত জ্ঞান আছে, তাই খুশিও হয়। এখানে আসার সময়ে মনে করো যে বাবা আমাদের রিফ্রেশ করে দেবেন। কেউ কেউ এখানে রিফ্রেশ হওয়ার পর বাইরে গেলেই সেই নেশা কেটে যায়। ক্রম তো আছেই। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এটা পতিত দুনিয়া। যদিও মানুষ পতিত-পাবনকে আহ্বান করে, কিন্তু নিজেকে পতিত বলে মনে করে না। তাই পাপ ধোয়ার জন্য ভ্রমণ করে। কিন্তু শরীরে তো পাপ লাগে না। বাবা এসে তোমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে দেন এবং বলেন - কেবল আমাকে (মামেকম) স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। এই সময়েই তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছ। ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা এখন সঙ্গমযুগে আছ। কেউ বিকারে পড়ে গেলে ফেল হয়ে যায় অর্থাৎ নরকে গিয়ে পড়ে যায়। তারপর ১০০ গুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে ভারত কতো শ্রেষ্ঠ ছিল, এখন কতো পতিত হয়ে গেছে। এখন তোমরা কতো বুঝদার হচ্ছ। মানুষ তো একেবারে অবোধ হয়ে গেছে। বাবা এখানে তোমাদের মধ্যে অনেক নেশা নিয়ে আসেন। তারপর বাইরে গেলেই নেশা কমে যায়। খুশি আর থাকে না। স্টুডেন্ট যদি কোনো বড় পরীক্ষায় পাশ করে, তাহলে কি তার খুশি কমে যায় ? পড়াশুনা করে পাশ করার পর কতকিছু হয়ে যায়। এখন দেখ, এই দুনিয়ার কি অবস্থা ! সর্বোচ্চ বাবা এসে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তিনি নিরাকার। তোমরা আত্মারাও নিরাকার। এখানে অভিনয় করতে এসেছ। বাবা এসেই এই ড্রামার রহস্য বুঝিয়েছেন। এই সৃষ্টিচক্রকে ড্রামাও বলা হয়। ওই ড্রামাতে কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে বেরিয়ে যায়। এটা অসীম জগতের নাটক যেটা তোমাদের বুদ্ধিতে যথার্থ ভাবে রয়েছে। তোমরা জানো যে আমরা এখানে ভূমিকা পালন করতে আসি। আমরা হলাম সীমাহীন অভিনেতা। এখানে শরীর ধারণ করে অভিনয় করি। এখন বাবা এসেছেন। এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। সীমাহীন এই ড্রামাকেও বুদ্ধিতে রাখতে হবে। অসীম জগতের বাদশাহী পাওয়া যায়, তাই তার জন্য সেইরকম পুরুষার্থও করতে হবে। ঘর গৃহস্থ থেকেও পবিত্র হও। বিদেশে এমন অনেকেই আছে যারা বৃদ্ধ বয়সে একজন সঙ্গী পাওয়ার জন্য বিয়ে করে। তারপর দেখাশোনা করার জন্য তার নামে উইলও করে দেয়। কিছু তার নামে আর কিছু চ্যারিটির নামে লিখে দেয়। বিকারের কোনো ব্যাপারই নেই। যারা প্রকৃত প্রেমিক-প্রেমিকা, তারা কারোর প্রতি বিকারের জন্য প্রভাবিত (মুগ্ধ) হয় না। কেবল শরীরের প্রতি ভালোবাসা থাকে।

তোমরা হলে আত্মিক প্রেমিকা, সকলেই এক প্রেমিককে স্মরণ করছে। সকল প্রেমিকার প্রেমিক তো একজনই। সকলে একজনকেই স্মরণ করছে। তিনি কতোই না সুন্দর, গৌর বর্ণের আত্মা। তিনি সর্বদাই গৌর বর্ণের থাকেন। তোমরা এখন শ্যাম হয়ে গেছ। তিনি তোমাদেরকে শ্যাম থেকে গোরা বানাচ্ছেন। কেবল তোমরাই জানো যে বাবা আমাদেরকে সুন্দর (গোরা) বানিয়ে দিচ্ছেন। এখানে এমন অনেকে আছে যারা এখানে বসে বসে কি ভাবে কে জানে ? স্কুলেও এইরকম হয়। বসে থাকতে থাকতে সিনেমা কিংবা বন্ধুদের কথা বুদ্ধিতে এসে যায়। সংসঙ্গেও এইরকম হয়। এখানেও ঐরকম হয়। বুদ্ধিতে সঠিকভাবে না বসলে নেশাও হয় না আর ধারণাও হয় না। ফলে অন্যকেও ধারণা করাতে পারে না। এখানে এমন অনেক কন্যা আসে যারা যেকোনো স্থানে সেবাতে লেগে যেতে চায়, কিন্তু ঘরে ছোট ছোট সন্তান আছে। বাবা বলেন, বাচ্চাদের দেখাশুনার জন্য একজনকে কাজে রেখে দাও। এরা অনেকের কল্যাণ করবে। যদি হুঁশিয়ার হয়, তবে কেন না এই আধ্যাত্মিক সেবাতে লেগে যাবে। ৫-৬ জন সন্তানকে দেখাশুনার জন্য কাউকে কাজে রেখে দাও। এখন তো এই মাতাদেরই দান (চাল)। খুব নেশা থাকা উচিত। ভবিষ্যতে পুরুষেরা দেখবে যে আমার স্ত্রী তো সন্ন্যাসীদেরকেও পরাজিত করেছে। এই মাতারা একদিন লৌকিক এবং পারলৌকিকের নাম উজ্জ্বল করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) তোমাদেরকে বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু ভুলে যেতে হবে। যেসব বিষয়ে সময় নষ্ট হয়, সেগুলো শোনার এবং শোনানোর দরকার নেই।

২) পড়াশুনার সময়ে বুদ্ধি যেন কেবল বাবার সাথেই যুক্ত থাকে, অন্য কোনো দিকে বুদ্ধি নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। সর্বদা যেন নেশা থাকে যে নিরাকার বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন।

বরদান:- সীমাহীন মঞ্চে অবস্থান করে, সেবার আসক্তি থেকে মুক্ত, নির্লিপ্ত অথচ প্রিয় বিশ্বসেবক ভব বিশ্বসেবক মানে যে সীমাহীন মঞ্চে অবস্থান করে। এইরকম সেবক সেবা করতে করতেও নির্লিপ্ত এবং বাবার কাছে সর্বদা প্রিয় থাকে। সেবাতে আসক্ত হয় না, কারণ সেবার আসক্তিও একরকম সোনার শিকল। এই বন্ধন সীমাহীন ক্ষেত্র থেকে সীমিত পরিসরে নিয়ে আসে। তাই শরীরের স্মৃতি, ঐশ্বরীয় সম্বন্ধ কিংবা সেবার জন্য প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার আসক্তি থেকে নির্লিপ্ত এবং বাবার কাছে প্রিয় হলেই বিশ্বসেবক হওয়ার বর পেয়ে যাবে এবং সর্বদাই সাফল্য অর্জন করবে।

স্লোগান:- নিষ্কলা সংকল্পগুলোকে এক সেকেন্ডের মধ্যে স্টপ করার রিহার্সাল করলেই শক্তিশালী হয়ে যাবে।

26-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্নঃ - আত্মার অবস্থার পরীক্ষা কোন্ সময় হয় ? সঠিক অবস্থা বলতে কি বোঝায় ?

*উত্তরঃ - অসুখের সময় অবস্থার পরীক্ষা হয়। অসুখেও যদি মন মেজাজ খুশী থাকে এবং চেহারা খুশীর ঝলক দ্বারা বাবার স্মরণ করাতে থাকে, সেই অবস্থা হল ভালো অবস্থা। যদি নিজেও কাঁদবে, উদাসীন হয়ে থাকবে তো অন্যদের খুশীতে কীভাবে রাখবে ? তাহলে যাই হয়ে যাক না কেন - কান্নাকাটি করবে না।

ওম্ শান্তি। দুটি শব্দের গায়ন আছে - দুর্ভাগ্যশালী এবং সৌভাগ্যশালী। সৌভাগ্য চলে গেলে দুর্ভাগ্য বলা হয়। স্ত্রী'র স্বামী মারা গেলেও দুর্ভাগ্য বলা হয়। একা হয়ে যায়। এখন তোমরা জানো আমরা সদাকালের জন্য সৌভাগ্যশালী হই। সেখানে দুঃখের নাম নেই। মৃত্যুর কথা থাকে না। বিধবা বলে কিছু হয় না। বিধবার দুঃখ হয়, শোক করে। যদিও নাম সাধু সন্ন্যাসী, এমন নয় যে তাদের দুঃখ হয় না। কেউ পাগল হয়ে যায়, অসুখ করে রুগীও হয়ে যায়। এই দুনিয়া হল রুগীদের দুনিয়া। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো আমরা ভারতকে আবার গ্রীষ্ম দ্বারা রোগমুক্ত করি। এই সময় মানুষের চরিত্র খুব খারাপ। এখন চরিত্র সংশোধনের ডিপার্টমেন্ট নিশ্চয়ই থাকবে। স্কুলেও স্টুডেন্টদের রেজিস্টার রাখা হয়। তাদের চরিত্র জানা যায়, তাই বাবাও রেজিস্টার রেখেছিলেন। প্রত্যেকে নিজের রেজিস্টার রাখো। চরিত্র দেখতে হবে আমরা কোনও ভুল করিনা তো। প্রথম কথা হল বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণ দ্বারাই তোমাদের চরিত্র সংশোধন হয়। আয়ু বড় হয় একের স্মরণে। এই হল জ্ঞান রত্ন। স্মরণকে রত্ন বলা হয় না। স্মরণের দ্বারা তোমাদের চরিত্র সংশোধন হয়। এই ৮৪ জন্মের চক্র তোমরাই বোঝাতে পারো, অন্য কেউ নয়। এই পয়েন্ট নিয়েই বোঝাতে হবে - বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা। শঙ্করের চরিত্র বলা হবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর পরস্পরের সঙ্গে কি কানেকশন আছে। বিষ্ণুর দুইটি রূপ হল এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাদেরই ৮৪ জন্ম হয়। ৮৪ জন্মে নিজেরাই পূজ্য এবং নিজেরাই পূজারী স্বরূপে পরিণত হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা নিশ্চয়ই এখানেই চাই, তাইনা। সাধারণ দেহ চাই। অনেকে এই কথায় বিভ্রান্ত হয়। ব্রহ্মা তো হলেন পতিত-পাবন পিতার রথ। বলাও হয় দূরদেশবাসী এসেছে ভিন দেশে ... দুনিয়াকে পবিত্রকারী পতিত-পাবন পিতা পতিত দুনিয়ায় এসেছেন। পতিত দুনিয়ায় একজনও পবিত্র থাকতে পারে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে আমরা কীভাবে ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। কেউ তো নেবে তাইনা। যারা সবচেয়ে প্রথমে আসবে তাদের নিশ্চয়ই ৮৪ জন্ম হবে। সত্যযুগে দেবী-দেবতাই আসে। মানুষের একটুও চিন্তন চলে না, ৮৪ জন্ম কে নেবে। বুঝে নেওয়ার কথা। পুনর্জন্মের কথা তো সবাই বিশ্বাস করে। ৮৪ বার পুনর্জন্ম এই কথাটি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। ৮৪ জন্ম তো সবার হবে না। একসঙ্গে সবাই তো আসবে না এবং শরীর ত্যাগ করবে না। ভগবানুবাচও আছে যে তোমরা নিজেদের জন্মের কথা জানো না, ভগবান নিজেই বসে বোঝান। তোমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নাও। বাচ্চারা, এই ৮৪-র কাহিনী বাবা বসে তোমাদের শোনান। এও এক পড়াশোনা। ৮৪-র চক্রের জ্ঞান অর্জন করা খুব সহজ। অন্য ধর্মের মানুষ এই কথাগুলি বুঝবে না। তোমাদের মধ্যেও সবাই ৮৪ জন্ম নেয় না। সবার ৮৪ জন্ম হলে তো সবার একসাথে এসে যাবে। এমনটাও হয় না। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে পড়াশোনা ও স্মরণের উপরে। তাতেও একনম্বরে হল বাবাকে স্মরণ করা। কঠিন বিষয়ে নম্বরও বেশি পাওয়া যায়। তার প্রভাবও পড়ে। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ সাবজেক্টও তো হয় তাইনা। এতে দুটি হল মুখ্য। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে যাবে এবং পরে বিজয় মালাতে গাঁথা হয়ে যাবে। এই হল রেস। প্রথমে দেখতে হবে আমি নিজে কতটা ধারণ করেছি ? কতখানি স্মরণ করি ? আমার চরিত্র কেমন ? যদি আমার কান্নার স্বভাব থাকে তাহলে আমি কীভাবে অন্যদের খুশী দিতে পারব ? বাবা বলেন যারা কাঁদে তারা হারায়। যা কিছু হয়ে যাক, কান্নার দরকার নেই। অসুখের সময়েও এইটুকু তো বলতে পারো নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। অসুখের সময়েই অবস্থা কিরকম পরীক্ষা করা হয়। কষ্টে একটু যন্ত্রণার কাতর ধ্বনি যদিও বেরোয় কিন্তু নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা খবর দিয়েছেন। পয়গম্বর-ম্যামেজার হলেন একমাত্র শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। বাকিরা যা কিছু শোনায়, সবই হল ভক্তি মার্গের কথা। এই দুনিয়ার সমস্ত জিনিস সবই হল বিনাশী, এখন তোমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে কিছু ভাঙ্গাচোরা থাকে না। সেখানে সব জিনিস এমনই ভালো তৈরি হবে যে ভাঙবে না কখনও। এখানে সায়েন্সের দ্বারা কত কিছু তৈরি হয়, সেখানেও সায়েন্স নিশ্চয়ই থাকবে কারণ তোমাদের জন্য অনেক সুখ চাই। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমরা কিছুই জানতে না। ভক্তি মার্গ কখন শুরু হয়েছে, তোমরা কত দুঃখ দেখেছো - এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। দেবতাদের বলা হয় - সর্বগুণ সম্পন্ন....তাহলে কলা বা কোয়ালিটি কম হল কীভাবে ? এখন তো কোনও কলা নেই অর্থাৎ

গুণ নেই। চাঁদের কলাও ধীরে ধীরে কম হয়, তাইনা।

তোমরা জানো যে, এই দুনিয়া প্রথমে নতুন থাকে তখন সেখানে প্রত্যেকটি বস্তু থাকে সত্যোপ্রধান ফার্স্টক্লাস। পরে পুরানো হতে হতে কলা কম হয়ে যায়। সর্বগুণ সম্পন্ন তো হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাইনা ! এখন বাবা তোমাদের সত্যনারায়ণের প্রকৃত সত্য কাহিনী শোনাচ্ছেন। এখন হল রাত পরে দিন হয়। যখন তোমরা সম্পূর্ণ হও তখন তোমাদের জন্য সৃষ্টিও এমন হওয়া উচিত। এই পুরো দুনিয়া ১৬ কলা সম্পন্ন হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। এখন তো কোনও কলা নেই। বড় বড় ব্যক্তি বা মহাত্মা যারা আছে, বাবার এই নলেজ তাদের ভাগ্যে নেই। তাদের নিজস্ব অহংকার আছে। এই নলেজ গরিবদের ভাগ্যে অনেক আছে। অনেকে বলে এমন উষ্ণ পিতার তো কোনো বড় রাজা বা পবিত্র ঋষি ইত্যাদির দেহে আসা উচিত। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়। পবিত্র কন্যার দেহে আসবেন। বাবা বসে বোঝান আমি কার দেহে আসি। আমি তার মধ্যে আসি যে পুরো ৮৪ জন্ম নেয়। এক দিনও কম নয়। কৃষ্ণ জন্ম থেকেই ১৬ কলা সম্পন্ন ছিলেন। পরে সত্যো, রজো, তমো-তে আসেন। প্রত্যেকটি জিনিস প্রথমে সত্যোপ্রধান তারপরে সত্যো, রজো, তমো-তে আসে। সত্যযুগেও এমন হয়। শিশু হয় সত্যোপ্রধান পরে বড় হয়ে বলবে এখন আমি এই শরীর ত্যাগ করে সত্যোপ্রধান শিশু হব। বাচ্চারা তোমাদের এমন নেশা থাকে না। খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকে না। যারা খুব পরিশ্রম করে, খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকে। চেহারা খুশীতে ভরা থাকে। ভবিষ্যতে গিয়ে তোমাদের সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। যেমন ঘরের কাছে পৌঁছে ঘর দুয়ার বাড়ি ইত্যাদি স্মরণে আসে। এও কিছুটা সেইরকম। পুরুষার্থ করতে-করতে তোমাদের প্রালম্ব যখন নিকটে থাকবে তখন অনেক সাক্ষাৎকার হতে থাকবে। খুশীতে ভরে থাকবে। যারা ফেল করে তারা লজ্জায় ডুবে মরে। তোমাদেরও বাবা বলে দেন পরে খুব অনুতাপ হবে। নিজের ভবিষ্যতের সাক্ষাৎকার করবে, আমরা কিরূপে পরিণত হব ? বাবা দেখাবেন এই এই বিকর্ম ইত্যাদি করেছে। পুরোপুরি পড়াশোনা করো নি, ট্রেটর হয়েছে, তাই এই দন্ড ভোগ করেছে। সব সাক্ষাৎকার হবে। সাক্ষাৎকার ব্যতীত দন্ড দেবেন কীভাবে? কোর্টেও বলা হয় - তুমি এই এই কাজ করেছে, এই হল তারই দন্ড। যতক্ষণ কর্মাতীত অবস্থা হচ্ছে ততক্ষণ কিছু চিহ্ন থেকে যাবে। যখন আত্মা পবিত্র হয়ে যায় তখন শরীর ত্যাগ করতে হয়। এখানে থাকতে পারে না। সেই অবস্থা তোমাদের ধারণ করতে হবে। এখন তোমরা ফিরে গিয়ে পুনরায় নতুন দুনিয়ায় আসার জন্য রেডি হচ্ছে। তোমাদের পুরুষার্থই হল যে আমরা শীঘ্র ফিরে গিয়ে, শীঘ্র আসি। যেমন বাচ্চাদের খেলায় দৌড় করানো হয়। চিহ্নিত স্থান পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে হয়। তোমাদেরও শীঘ্র ফিরে গিয়ে, তারপরে প্রথম নম্বরে নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে। সুতরাং এই হল তোমাদের রেস। স্কুলেও তো রেস করানো হয়, তাইনা। তোমাদের এ হল প্রবৃত্তি মার্গ। তোমাদের প্রথমে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল। এখন হল অপবিত্র, পরে পবিত্র ওয়ার্ল্ড হবে। এই সব কথা তোমরা স্মরণ করো তাহলেও অনেক খুশীতে থাকবে। আমরা ই রাজস্ব প্রাপ্ত করি আমরাই সেসব হারাই। হিরো-হিরোইন বলা হয় তাইনা। আমরা হীরে সম জন্ম নিয়ে কড়ি সম জন্মে আসি।

এখন বাবা বলেন - তোমরা কড়ি অর্জনের জন্য সময় নষ্ট করোনা। ইনিও বলেন আমিও সময় নষ্ট করতাম। তখন আমাকে বলেছিলেন এখন তুমি আমার হয়ে এই রুহানী ধান্ধা অর্থাৎ আত্মিক সেবা কার্য করো। তখন অবিলম্বে সব কিছু ত্যাগ করি। টাকা পয়সা কেউ তো ফেলে দেয় না। সেসব তো কাজে লাগে। টাকা ছাড়া ঘর তো ভাড়া পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যতে অনেক ধনী মানুষ আসবে। তোমাদেরকে সাহায্য করবে। এক দিন তোমাদেরকে বড় কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ভাষণ দিতে হবে যে এই সৃষ্টি চক্র কীভাবে পরিক্রমণ করে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত। গোল্ডেন এজ থেকে আয়রন এজ পর্যন্ত সৃষ্টির ইতিহাস-ভূগোল কথার আমরা বলতে পারি। চরিত্র সম্বন্ধে তোমরা অনেক বোঝাতে পারো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা করো। ভারত খুব পবিত্র ছিল, দিব্য চরিত্র ছিল। এখন তো চরিত্র হয়েছে অপবিত্র। অবশ্য এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হবে। আমরা বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল শোনাতে পারি। সেখানে ভালো ভালো বাচ্চাদের যাওয়া উচিত। যেমন থিওসফিক্যাল সোসাইটি আছে, সেখানে তোমরা গিয়ে ভাষণ দাও। কৃষ্ণ তো ছিলেন দেবতা, সত্যযুগের। সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ যিনি পরে নারায়ণ হন। আমরা আপনাদের শ্রীকৃষ্ণের ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই, যে কাহিনী অন্য কেউ শোনাতে পারে না। এই বিষয়টি খুব বড়। বুদ্ধিমানদের ভাষণ দেওয়া উচিত।

এখন তোমাদের মনে হচ্ছে হয়, আমরা বিশ্বের মালিক হব, সুতরাং কতখানি খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। অন্তরে বসে এই জপ করো তাহলে এই দুনিয়ার কোনও কিছু অনুভব হবে না। তোমরা এখানে আসো - বিশ্বের মালিক হতে- পরমপিতা পরমাত্মা দ্বারা। বিশ্ব তো এই দুনিয়াকে বলা হয়। ব্রহ্মলোক বা সূক্ষ্মবতনকে বিশ্ব বলা হয় না। বাবা বলেন আমি বিশ্বের মালিক হই না। বাচ্চারা, এই বিশ্বের মালিক তোমাদেরকে করি। কতখানি গুহ্য কথা। তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক করি। পরে তোমরা মায়ার দাস হয়ে যাও। এখানে যখন সামনে যোগে বসাও তখন মনে করিয়ে দিতে হবে - আত্ম অভিমাত্রী হয়ে

বসো, বাবাকে স্মরণ করো। ৫ মিনিট পরে বলো। তোমাদের যোগের প্রোগ্রাম চলে, তাইনা। অনেকের বুদ্ধি বাইরে বিচরণ করে তাই ৫-১০ মিনিট পর পর সতর্ক করা উচিত। নিজেকে আত্মা ভেবে বসে আছো ? বাবাকে স্মরণ করছো ? তাহলে নিজেরও মনোযোগ থাকবে। বাবা এই সব যুক্তি বলে দেন। ঋণে ঋণে সাবধান করো। নিজেকে আত্মা ভেবে শিববাবার স্মরণে বসে আছো ? তখন যাদের বুদ্ধি বিচরণ করবে তাদের বুদ্ধি স্থির হয়ে যাবে। ঋণে ঋণে এই কথা স্মরণ করানো উচিত। বাবার স্মরণ দ্বারাই তোমরা ওই পারে চলে যাবে। গানও করে নাটক বা মাঝি, আমার নৌকো পার লাগাও। কিন্তু অর্থ বোঝে না। মুক্তিধাম যাওয়ার জন্য অর্ধকল্প ভক্তি করে। এখন বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো তাহলে মুক্তিধাম চলে যাবে। তোমরা বসেছো পাপ ভস্ম করতে তাই পাপ করা উচিত নয়। তাহলে তো পাপ থেকে যাবে। এক নম্বর পুরুষার্থ হল - নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। এমন করে সতর্ক করতে থাকলে নিজের মনোযোগও স্থির থাকবে। নিজেকেও সাবধান করে রাখতে হবে। নিজে স্মরণে বসলে তো অন্যদের বসাতে পারবে। আমরা আত্মা, আমরা ফিরে যাই নিজ ধাম পরমধাম। পরে এসে রাজত্ব করবো। নিজেকে শরীর ভেবে নেওয়া - এই হল এক কঠিন অসুখ যার ফলে সবাই রসাতলে গেছে। তাদেরই উদ্ধার করতে হবে। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের সময় আধ্যাত্মিক কর্ম (কহানী ধান্কা) করে সফল করতে হবে। হীরে সম জীবন বানাতে হবে। নিজেকে সতর্ক বাণী দ্বারা সাবধানে রাখতে হবে। নিজেকে শরীর ভেবে নেওয়ার কঠিন অসুখ থেকে সুরক্ষিত রাখার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) কখনও মায়ার দাস হবে না, মনে মনে বসে জপ করতে হবে আমি হলাম আত্মা। যেন খুশী থাকে যে, আমরা বেগার থেকে প্রিন্স হচ্ছি।

বরদান:- ভাইসলেস অর্থাৎ পবিত্রতার শক্তির দ্বারা সূক্ষ্মবতন বা তিন লোকের অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব যে বাচ্চাদের কাছে ভাইসলেস বা পবিত্রতার শক্তি আছে, যাদের বুদ্ধিযোগ খুব রিফাইন - সেই ভাগ্যবান বাচ্চারা সহজভাবে তিন লোকের যাত্রা করতে সক্ষম। সূক্ষ্ম বতন পর্যন্ত নিজের সঙ্কল্প পৌঁছানোর জন্য সর্ব সম্বন্ধের সার সম সূক্ষ্ম স্মরণের প্রয়োজন হয়। এটাই হল সবচেয়ে পাওয়ারফুল তার, যার মাঝে মায়া ইন্টারফেয়ার করতে পারে না। অতএব সূক্ষ্ম বতনের অপরূপ সৌন্দর্যকে অনুভব করার জন্য নিজেকে ভাইসলেসের শক্তি দ্বারা সম্পন্ন বানাও।

স্লোগান:- কোনও ব্যক্তি, বস্তু ও বৈভবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার অর্থ হল কম্পানীয়ান (সঙ্গী) বাবাকে সংকল্পে ডিভোর্স দেওয়া।

27-11-2020 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- সার্ভিসেবল বাচ্চাদের কোন্ অভ্যাস থাকা একদমই উচিত নয় ?

*উত্তর:- চাওয়ার । তোমাদের বাবার থেকে আশীর্বাদ বা কৃপাদি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরা কারোর থেকে পয়সাও চাইতে পারো না। চাওয়ার চাইতে মরা ভাল। তোমরা জানো যে, ড্রামানুসারে কল্প-পূর্বে যারা বীজ রোপণ করেছিল তারাই পুনরায় রোপণ করবে, যাদের নিজেদের ভবিষ্য-পদ উচ্চ করতে হবে তারা অবশ্যই সহযোগী হবে। তোমাদের কাজ হলো সার্ভিস করা। তোমরা কারোর থেকে কিছু চাইতে পারো না। চাওয়া হয় ভক্তিতে, জ্ঞানে নয়।

*গীত:- আমায় আশ্রয় প্রদানকারী তোমাকে কোটি কোটি ধন্যবাদ....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের অন্তর থেকে এই ধন্যবাদ শব্দটি বাবা, শিক্ষক, গুরুর উদ্দেশ্যে নির্গত হতে পারে না। কারণ বাচ্চারা জানে যে, এই খেলা(ড্রামা) পূর্ব-নির্ধারিত। ধন্যবাদাদির কোনো কথাই নেই। ড্রামানুযায়ী বাচ্চারা এটাও জানে। বাচ্চারা, ড্রামা শব্দটিও তোমাদের বুদ্ধিতে আসে। 'খেলা' শব্দটি বললেই সমগ্র খেলা অর্থাৎ ড্রামা তোমাদের বুদ্ধিতে চলে আসে। অবশ্যই তোমরা নিজে-নিজেই স্বদর্শন-চক্রধারী হয়ে যাও। ত্রিলোকও তোমাদের বুদ্ধিতে চলে আসে। মূললোক, সূক্ষ্মলোকে, স্থূললোক। তোমরা এও জানো যে, এখন খেলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। বাবা এসে তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানান। ত্রিকালের, ত্রিলোকের, আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। কাল সময়কে বলা হয়। 'সমস্ত কথা নোট করা ব্যতীত স্মরণে থাকতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা তো অনেক পয়েন্টস্ ভুলে যাও। ড্রামার সময়কালও (ডিউরেশন) তোমরা জানো। তোমরা ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী হয়ে যাও, জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়। সর্বাপেক্ষা বড় কথা হলো তোমরা আস্তিক হয়ে যাও, তা নাহলে তোমরা নিধনী(অনাথ) ছিলে। বাচ্চারা, এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করছো। স্টুডেন্টদের বুদ্ধিতে সর্বদা জ্ঞান মন্ডন চলতে থাকে। এও তো জ্ঞান, তাই না! ড্রামানুসারে সর্বোচ্চ পিতাই নলেজ দেন। ড্রামা শব্দটিও তোমাদের মুখ থেকে নির্গত হতে পারে, তাও তা সে-ই বাচ্চাদেরই যারা সেবায় তৎপর থাকে। এখন তোমরা জেনেছো যে -- আমরা অনাথ ছিলাম। এখন অসীম জগতের পিতা নাথকে(ধনী) পেয়েছো, তাই সনাথ(ধনী) হয়ে গেছো। প্রথমে তোমরা অসীম জগতের অনাথ ছিলে, অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের সুখ প্রদান করেন, আর কোনও পিতা নেই যিনি এমন সুখ প্রদান করেন। বাচ্চারা, নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া এ'সব তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। কিন্তু অন্যান্যদেরও সঠিকভাবে বোঝাও, এই ঈশ্বরীয় কার্যে সামিল হয়ে যাও। প্রত্যেকের পরিস্থিতি নিজের নিজের মতো হয়। এটা বুঝতেও পারবে সে-ই, যে স্মরণের যাত্রায় থাকবে। স্মরণের দ্বারাই বলপ্রাপ্ত হয়, তাই না! বাবা হলেনই -- তীক্ষ্ণ তরবারী। বাচ্চারা, তোমাদের ধার(তীক্ষ্ণ) করে নিতে হবে। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের রাজত্ব পাও। যোগের দ্বারা বলপ্রাপ্ত হয়, জ্ঞানে নয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয় -- নলেজ হলো উপার্জনের উৎস (সোর্স অফ ইনকাম)। যোগকে বল বলা হয়। রাত-দিনের পার্থক্য। এখন যোগ ভাল না কি জ্ঞান ভাল। যোগই বিখ্যাত। যোগ অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করা। বাবা বলেন -- এই স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপমোচন হবে। এর উপরেই বাবা জোর দেন। জ্ঞান তো সহজ। ভগবানুবাচ -- আমি তোমাদের সহজ জ্ঞান শোনাই। ৮৪ চক্রের জ্ঞান শোনাই। তার মধ্যেই সবকিছু চলে আসে। হিন্দি-জিওগ্রাফী তো, তাই না! জ্ঞান আর যোগ দুই-ই সেকেন্ডের কাজ। ব্যস, আমরা আত্মা, আর আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এতেই পরিশ্রম। স্মরণের যাত্রায় থাকলে শরীর যেন বিস্মৃত হয়ে যায়। ঘন্টাকানেকও যদি এভাবে অশরীরী হয়ে বসে তাহলে কত পবিত্র হয়ে যাবে। কোনও মানুষ রাতে ৬ ঘন্টা, কেউ ৮ ঘন্টা ঘুমায়, তখন তো তারা অশরীরী হয়ে যায়, তাই না! সেইসময় কোনো বিকর্ম হয় না। না ঘুমোলে পাপ করতেই থাকবে। তাই নিদ্রাও একপ্রকারের সুরক্ষা। সারাদিন সার্ভিস করে আত্মা বলে -- এখন আমি শুয়ে পড়ছি, অশরীরী হয়ে যাচ্ছি। শরীর থাকতেও তোমাদের অশরীরী হতে হবে। আত্মা-রূপী আমরা হলাম এই শরীর থেকে পৃথক, শান্ত-স্বরূপ। আত্মার মহিমা হয়তো কখনও শোনো নি। আত্মা হলো সৎ-চিত্ত-আনন্দ স্বরূপ। পরমাত্মার মহিমা-কীর্তন করা হয় তিনি সত্য, তিনি চৈতন্য-স্বরূপ। তিনি সুখ-শান্তির সাগর। পুনরায় এখন তোমাদের বলা হবে মাস্টার, বাচ্চাকে মাস্টারও বলা হয়। বাবা যুক্তি বলতে থাকেন। এমনও নয় যে, সারাদিন নিদ্রামগ্ন থাকবে। না, তোমাদের তো স্মরণে থেকে পাপমোচন করতে হবে। যতখানি সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এমনও নয় যে, বাবা আমাদের উপর দয়া বা কৃপা করেন। না, এ হলো ঐশ্বর্যের মহিমা কীর্তন -- দয়াল-রাজা। এও ঐশ্বর্যের ভূমিকা(পার্ট), তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করা। ভক্তরা মহিমা-কীর্তন করে -- তোমরা শুধুই মহিমা-কীর্তন করবে না। এই গীতাদিও কালেদিনে বন্ধ হয়ে যাবে। স্কুলে কখনও গান

গাওয়া হয় কী? বাচ্চারা শান্তি-পূর্বক বসে থাকে। টিচার এলে উঠে দাঁড়ায় আবার বসে পড়ে। এই বাবা বলেন -- আমি তো পড়ানোর পার্ট পেয়েছি, তাই পড়াতে তো হবেই। বাচ্চারা তোমাদের ওঠার দরকার নেই। আত্মাকে বসে শুনতে হবে। তোমাদের কথাই হল সমগ্র দুনিয়া থেকে পৃথক। বাচ্চাদেরকে বলব কি যে, তোমরা ওঠো। না, সেসব তো ভক্তি মার্গে করতে, এখানে নয়। বাবা তো নিজে উঠে নমস্কার করেন। স্কুলে যদি বাচ্চারা দেরী করে আসে তাহলে শিক্ষক মহাশয় হয় বেত্রাঘাত করবেন নয়তো বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন, এইজন্য সঠিক সময়ে পৌঁছানোর ভয় থাকে। এখানে তো ভয়ের কথা নেই। বাবা বোঝাতে থাকেন - মুরলী প্রাপ্ত হতে থাকে। সেটা প্রতিদিন পড়তে হবে। মুরলী পড় তো তোমাদের উপস্থিতির সংখ্যাও বৃদ্ধি হবে। নাহলে তো অনুপস্থিত থেকে যাবে কেননা বাবা বলছেন যে - আমি তোমাদের গুপ্ত কথাগুলি শোনাচ্ছি। যদি তোমরা মুরলী মিস করো তাহলে সেই পয়েন্টস্ গুলিও মিস হয়ে যাবে। এটা হল নতুন কথা, যেটা সমগ্র দুনিয়াতে আর কেউ জানে না। তোমাদের চিত্র দেখেই চক্কর খেয়ে যায়। এসব কথা কোনও শাস্ত্রতেও নেই। ভগবান স্বয়ং চিত্র বানিয়েছিলেন। তোমাদের এই চিত্রশালা হল নতুন। ব্রাহ্মণ কুলে যারা দেবতা হওয়ার হবে, কেবলমাত্র তাদের বুদ্ধিতেই বসবে। তারা বলবে যে, এটাই হল ঠিক। কল্প পূর্বেও আমরা পড়েছিলাম, অবশ্যই ভগবান পড়ান।

ভক্তিমার্গের শাস্ত্রগুলিতে প্রথম নম্বরে গীতাই আছে কেননা প্রথম ধর্মই হল এটা। পুনরায় অর্ধেক কল্প পরে, তারও অনেক পরে অন্য শাস্ত্র তৈরী হয়। প্রথমে যখন ইব্রাহিম এসেছিল তখন একাই ছিল। তারপর এক থেকে দুই, দুই থেকে চার হয়। যখন ধর্মের বৃদ্ধি হতে হতে লক্ষ্যধিক হয়ে যায়, তখন শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী হয়। তারও অর্ধেক সময় পর তৈরী হয়, হিসাব করা যায়, তাই না। বাচ্চাদের তো অনেক খুশীতে থাকতে হবে। বাবার থেকে আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে সৃষ্টিচক্রের সমগ্র জ্ঞান বুঝিয়েদেন। এটাই হল অসীম জগতের ইতিহাস ভূগোল। সবাইকে বলো যে এখানে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল বোঝানো হয়, যেটা অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। যদিও বিশ্বের নকশা আঁকা হয়। কিন্তু সেখানে এটা দেখায় কি, যে লক্ষ্মী নারায়ণ কবে রাজত্ব করেছিলেন, কত সময় ধরে সেই রাজত্ব চলেছিলো। বিশ্ব তো একটাই। ভারতের মধ্যেই রাজত্ব করে গেছেন, এখন নেই। এসব কথা কারোরই বুদ্ধিতে নেই। তারা তো কল্পের আয়ুই লম্বা - লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। তোমাদের মতো মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে কেউ বেশী কষ্ট দেয় না। বাবা বলছেন - পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হওয়ার জন্য তোমরা ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেয়েছো। এখন বুঝতে পারো যে ধাক্কা খেতে খেতে ২৫০০ বছর পেরিয়ে গেছে। এখন বাবা এসেছেন পুনরায় রাজ্য-ভাগ্য দেওয়ার জন্য। তোমাদের এটাই স্মরণে আছে। পুরানো থেকে নতুন আর নতুন থেকে পুরানো অবশ্যই হয়। এখন তোমরা হলে পুরানো দুনিয়ার মালিক তাই না। পুনরায় নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। একদিকে ভারতের অনেক মহিমা করতে থাকে, অন্যদিকে অনেক গ্লানিও করতে থাকে। সেই গানও তোমাদের কাছে আছে। তোমরা বুঝতে পারো যে - এখন কি কি হচ্ছে। এই দূরকমের গানই শোনাতে হবে। তোমরা বলতে পারো যে - কোথায় রামরাজ্য, কোথায় এই...!

বাবা হলেন গরীবের ভগবান। গরীবদেরই বাচ্চা প্রাপ্ত হয়। ধনীরা তো আপন নেশায় মত্ত থাকে। কল্প পূর্বে যারা এসেছিল, তারাই আসবে। চিন্তা করার দরকার নেই। শিববাবার কখনও কোনও বিষয়ে চিন্তা হয় না, দাদার হয়। এনার নিজেরই চিন্তা থাকে যে, আমাকে প্রথম নম্বরের পবিত্র হতে হবে। এরমধ্যে আছে গুপ্ত পুরুষার্থ। চার্ট রাখলে বোঝা যায়, এর পুরুষার্থ অনেক বেশী। বাবা সর্বদা বোঝাতে থাকেন, ডায়রী রাখো। অনেক বাচ্চা লেখও, চার্ট রাখার কারণে অনেক বাচ্চার মধ্যেই পরিবর্তন এসেছে। এই যুক্তিটি খুব ভালো, তাই সবাইকেই করতে হবে। ডায়রী রাখলে তোমাদের অনেক লাভ হবে। ডায়রী রাখা অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করা। ডায়রীতে বাবাকে স্মরণের সময়- লিখতে হবে। ডায়রীও সহায়তাকারী হবে, পুরুষার্থ হবে। ডায়রী অনেক লক্ষ-কোটি তৈরী হয়, পয়েন্টস্ নোট করে রাখার জন্য। সবথেকে মুখ্য কথা তো হল এটা, নোট করে রাখা। এটা কখনও ভুলে যেও না। সেই সময়ই ডায়রীতে লিখতে হবে। রাতে শোয়ার আগে হিসেব-নিকেশ লিখতে হবে। তাহলে বুঝতে পারবে, এইভাবে চললে তো আমার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে কেননা জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বাবা রাস্তা বলে দিচ্ছেন - নিজের উপর করুণা বা কৃপা করতে হবে। শিক্ষক তো পড়াচ্ছেন, আশীর্বাদ তো করেন না। আশীর্বাদ, কৃপা, করুণা ইত্যাদি চাওয়ার থেকে মরা ভালো। কারো থেকে টাকা-পয়সাও চাইবে না। বাচ্চাদেরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বাবা বলছেন যে, ড্রামা অনুসারে যারা কল্প পূর্বে বীজ বপন করেছিল, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিল তারা নিজে থেকেই করবে। তোমরা কোনও কাজের জন্য কাউকে কাকুতি-মিনতি করবে না। সে করবে না তো পাবে না। মানুষ যখন দান-পূণ্য করে তখন রিটার্নও কিছু পায়, তাই না। রাজার ঘরে বা ধনীর ঘরে জন্ম হয়। যার করার থাকবে, সে নিজে থেকেই করবে, তোমাদেরকে কাকুতি-মিনতি করতে হবে না। কল্প পূর্বে যে যতটা করেছিলো,

ড্রামা তাকেই করাবে। প্রার্থনা জানানোর কোনও দরকার নেই। বাবা তো সর্বদা বলতে থাকেন, ধন-ভান্ডার ভরপুর হতে থাকবে, সেবার জন্য। বাচ্চাদেরকে কি বলা যাবে যে টাকা দাও! ভক্তি মার্গের কথা জ্ঞান মার্গে হয় না। যারা কল্প পূর্বে সাহায্য করেছিলো, তারা করতে থাকবে, তাদের কাছে কখনও কিছু প্রার্থনা করো না। বাবা বলছেন, বাচ্চারা তোমরা কখনও চাঁদা একত্রিত করো না। এটা তো সল্যাসীরা করে থাকে। ভক্তিমার্গে অল্প একটু দান করে, তার রিটার্নে এক জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে এটা হল জন্ম-জন্মান্তরের জন্য। তো জন্ম-জন্মান্তরের জন্য সবকিছু দান করে দেওয়াই ভালো তাই না। এঁনার নামই হল ভোলা ভান্ডারী। তোমরা পুরুষার্থ করো তাহলে বিজয় মালার দানা হতে পারবে, ভান্ডার ভরপুর হলে কাল-কন্টক সব দূর হয়ে যাবে। সেখানে কখনও অকালে মৃত্যু হয় না। এখানে মানুষ ‘কাল’ অর্থাৎ মৃত্যুকে অনেক ভয় পায়। অল্প কিছু হলেই মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে এই চিন্তাই মনের মধ্যে আসবে না, তোমরা এখন অমরপুরীতে যাচ্ছ। এটা হল নোংরা মৃত্যুলোক। ভারতই অমরলোক ছিল, এখন মৃত্যুলোক হয়ে গেছে।

তোমাদের অর্ধেক কল্প অনেক খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে কেটেছে। নিচে নামতে থেকেছো। জগন্নাথ পুরীতে অনেক নোংরা নোংরা চিত্র আছে। বাবা তো হলেন অনুভাবী, তাই না! চারিদিকেই তিনি ঘুরেছেন। গোরা থেকে শ্যামলা হয়েছেন। গ্রামে বসবাস করতেন। বাস্তবে এখন সমগ্র ভারতই হল গ্রাম। তোমরা হলে গ্রামের ছোকরা। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি। এরকম ভেবো না যে, আমি তো বস্বে-তে থাকি। বস্বেও স্বর্গের কাছে কিছুই নয়। একটা পাথরের সমানও নয়। আমরা গ্রামের ছোকরা-রা অনাথ হয়ে গিয়েছিলাম, এখন পুনরায় আমরা স্বর্গের মালিক তৈরী হচ্ছি, তাই খুশীতে থাকতে হবে। নামই হল স্বর্গ। অনেক হিরে জহর, মহলের মধ্যে লাগানো থাকে। সোমনাথের মন্দিরও অনেক হিরে জহর দিয়ে ভরপুর ছিল। প্রথম প্রথম শিবেরই মন্দির তৈরী হয়। অনেক ধনী ছিল। এখন তো ভারত গ্রাম হয়ে গেছে। সত্যযুগে ভারত ধনসম্পদে ভরপুর ছিল। এসব কথা তোমরা ছাড়া এই দুনিয়ায় আর কেউই জানেনা। তোমরা বলবে কাল আমরা রাজা ছিলাম, আজ ভিখারী হয়ে গেছি। পুনরায় বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। বাচ্চারা, তোমাদের তো নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। আমরা হলাম পদ্মাপদম ভাগ্যশালী। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিকর্ম থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য এই শরীরে থেকেও অশরীরী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। স্মরণের যাত্রা যেন এমন হয় যাতে শরীরেরও বিস্মৃতি ঘটে।

২) জ্ঞানের মন্বন করে আস্তিক হতে হবে। মুরলী কখনও মিস করা উচিত নয়। নিজের উন্নতির জন্য ডায়রীতে স্মরণের চার্ট নোট করতে হবে।

বরদান:- জ্ঞান-রূপী চাবি দ্বারা ভাগ্যের অসীম ধনভান্ডার প্রাপ্ত করে মালামাল(ভরপুর) ভব সঙ্গমযুগে সমস্ত বাচ্চারাই ভাগ্য গঠনের জন্য জ্ঞান-রূপী চাবি পায়। এই চাবি লাগাও আর যত চাও তত ভাগ্য গঠনের খাজানা নিয়ে নাও। চাবি পাওয়া অর্থাৎ মালামাল(ভরপুর) হয়ে যাওয়া। যে যত মালামাল হয়, তার খুশীও স্বততঃ-ই তত থাকে। এমন অনুভূত হয় যেন খুশীর বর্না ধারা অবিরত অবিনাশী বইতেই থাকে। তারা সর্ব ধনভান্ডারে পরিপূর্ণ মালামাল দৃশ্যমান হয়। তাদের কাছে কোনকিছুই অপ্রাপ্ত নয়।

স্লোগান:- বাবা সঙ্গে যোগসূত্র সঠিকভাবে রাখো, তাহলে সর্বশক্তির স্রোত(কারেন্ট) আসতেই থাকবে।

28-11-2020 প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন: - বাচ্চাদের কোন্ ব্যাপারে পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু খুশী আর স্মরণের আধারও হলো সেইটাই ?

*উত্তর: - আত্ম-অভিমানী হতেই পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু এর জন্যই খুশীর পারা উল্লেখ্য ওঠে, মধুর বাবা স্মরণে এসে যায়। মায়া তোমাদের দেহ-অভিমাণে আনতে থাকে, অনেক শক্তিশালী হয়ে লড়াই করবে, এতে মুখের পড়ার কিছু নেই। বাবা বলেন বাচ্চারা, মায়ার ঝড়ে ভয় পেয়ো না, শুধু কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো বিকর্ম কোরো না।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন বা শিক্ষা দিচ্ছেন, অধ্যয়ণ করাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে যে পড়াচ্ছেন যিনি সেই পিতা হলেন সর্বদাই দেহী-অভিমানী। তিনি হলেনই নিরাকার, দেহ ধারণই করেন না। পূর্নজন্মের চক্রে আসেন না। বাবা মনে করেন বাচ্চারা তোমাদের আমার (বাবার) সমান নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আমি হলাম পরমপিতা। পরমপিতার দেহ হয় না। ওঁনাকে দেহী-অভিমানীও বলা হবে না। তিনি তো হলেনই নিরাকার। বাবা বলেন আমার নিজের দেহ নেই। তোমরা তো দেহ ধারণ করে এসেছো। এখন আমার সমান দেহের থেকে পৃথক হয়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। যদি বিশ্বের মালিক হতে চাও তো আর কোনো ডিফিকাল্টি(কঠিন) ব্যাপার থাকবেই না। বাবা বলেন দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে আমার সমান হও। সর্বদা বুদ্ধিতে স্মরণ যেন থাকে - আমি হলাম আত্মা, আমাকে বাবা পড়াচ্ছেন। কিন্তু বাবা তো হলেন নিরাকার, আমাদের পড়াবেন কীভাবে ? সেইজন্য বাবা এই দেহে এসে পড়াচ্ছেন। গো-মুখ দেখানো হয় না ! এখন গো-মুখ থেকে তো আর গঙ্গা নির্গত হতে পারে না। মাতাকেও গো-মাতা বলা হয়। তোমরা সকলে হলে গাভী। এই ব্রহ্মা গাভী নয় । মুখ দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বাবার তো গাভী নেই যে - ষাঁড়ের উপরেও আরোহী দেখানো হয়। তারা তো শিব-শঙ্কর এক বলে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পারো যে শিব-শঙ্কর এক নন। শিব তো হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ, তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর। ব্রহ্মা হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী। বাচ্চারা, তোমাদের বিচার সাগর মন্বন করে পয়েন্টস্ বের করে বোঝাতে হয়, আর নির্ভয়ও হতে হয়। বাচ্চারা, তোমাদেরই খুশী থাকে। তোমরা বলবে-- আমরা হলাম ঈশ্বরের স্টুডেন্ট, আমাদের বাবা পড়ান। ভগবানুবাচও আছে-- হে বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজারও রাজা করে তোলার জন্য পড়াই। যেখানেই যাও না কেন, সেন্টারে যাও, বুদ্ধিতে থাকে যে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। যা এখন আমরা সেন্টারে শুনি, বাবা মুরলী চালান। বাবা, বাবা বলতে থাকো। এটাও হল তোমাদের যাত্রা । যোগ শব্দ শোভনীয় নয় । মানুষ অমরনাথ, বদ্রীনাথ যাত্রা করে পায়ে হেঁটে যায়। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের তো যেতে হবে নিজ গৃহে। তোমরা জানো যে এখন এই অসীম জগতের নাটক সম্পন্ন হচ্ছে। বাবা এসেছেন, আমাদের যোগ্য করে নিয়ে যেতে। তোমরা নিজেরাই বলো আমরা হলাম পতিত। পতিত কি আর মুক্তি প্রাপ্ত করবে! বাবা বলেন-- হে আত্মারা, তোমরা পতিত হয়েছো। তারা শরীরকে পতিত মনে করে গঙ্গাতে স্নান করতে যায়। আত্মাকে তো তারা নির্লিপ্ত মনে করে নেয়। বাবা বোঝান-- মূল ব্যাপার হলোই আত্মার। বলাও হয় পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা। এই শব্দ ভালো করে মনে করো। বুঝতে পারা আর বোঝানো। তোমাদেরই বক্তৃতা ইত্যাদি করতে হবে। বাবা তো গ্রামে-গ্রামে, গলিতে-গলিতে যাবেন না। তোমরা বাড়ী-বাড়ী এই চিত্র রেখে দাও। ৮৪ জন্মের চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। সিঁড়িতে বেশী রকম ক্লিয়ার আছে। এখন বাবা বলেন-- সত্যপ্রধান হও। নিজ গৃহে যেতে হবে, পবিত্র না হয়ে তো গৃহে ফিরতে পারবে না। এই উৎসাহেই থাকো। অনেক বাচ্চারা লেখে, বাবা আমার অনেক ঝড় আসে। মানসিক ভাবে অনেক খারাপ ভাবনা আসে। আগে আসতো না। বাবা বলেন তুমি এই ভাবনা ভেবো না। আগে কি আর তোমরা কোনো যুদ্ধের ময়দানে ছিলে! এখন তোমাদের বাবার স্মরণে থেকে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। এইটা বারে-বারে স্মরণ করতে থাকো। গিঁট বেঁধে নাও (মনে রাখার জন্য আঁচলে গিঁট বাঁধা)। যেমন মাতারা গিঁট বেঁধে নেয়, পুরুষরা আবার নোট বুক লেখে। তোমাদের তো এই ব্যাজ ভালো চিহ্ন। আমরা প্রিন্স হবো, এটা হলোই বেগর টু প্রিন্স হওয়ার গডলী ইউনিভার্সিটি। তোমরা তো প্রিন্স ছিলে যে না! শ্রীকৃষ্ণ ওয়ার্ল্ডের প্রিন্স ছিলেন। যেমন ইংল্যান্ডেরও প্রিন্স অফ ওয়েল্স বলা হয়। সে হলো পার্থিব জগতের কথা, রাধা-কৃষ্ণ তো হলো খুবই নামী-দামী। স্বর্গের প্রিন্স-প্রিন্সেস ছিলেন, তাই না ! সেইজন্য সকলে তাদের ভালোবাসতো। শ্রীকৃষ্ণকে তো খুবই ভালোবাসে। করলে তো দুই জনকেই করা উচিত। প্রথমে তো রাধাকে করা উচিত। কিন্তু বাচ্চার প্রতি ভালোবাসা বেশী থাকে, কারণ সে উত্তরাধিকারী হয়। স্ত্রীরও স্বামীর উপর ভালোবাসা থাকে। স্বামীর জন্যই বলা হয় এই হলো তোমার গুরু ঈশ্বর। স্ত্রীর জন্য এরকম বলবে না। সত্যযুগে তো মাতাদের মহিমা থাকে। প্রথমে

লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ। অশ্বার কতো রিগার্ড(শ্রদ্ধা) রাখে। ব্রহ্মার হলো কন্যা। ব্রহ্মার এতো কিছু নেই, ব্রহ্মার মন্দির আজমীরে আছে। যেখানে মেলা ইত্যাদি বসে। অশ্বার মন্দিরেও মেলা বসে। বাস্তুবে এই সব মেলা হয় ময়লা করার জন্য। তোমাদের এই মেলা হলো স্বচ্ছ হওয়ার। স্বচ্ছ হওয়ার জন্য তোমাদের স্বচ্ছ বাবাকে স্মরণ করতে হবে। জল দিয়ে কোনো পাপ নাশ হয় না। গীতাতে ভগবানুবাচ হলো "মন্বনাভব"। আদি আর অন্তে এই শব্দ আছে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরাই সর্বপ্রথম ভক্তি শুরু করেছি। সতোপ্রধান ভক্তি আবার সতো-রজো-তমো ভক্তি হয়। এখন তো দেখো মাটি পাথর ইত্যাদি সবকিছুকে করে। এই সব হলো অন্ধশ্রদ্ধা। এই সময়ে তোমরা সঙ্গমে বসে আছো। এটা যে হলো উল্টো বৃষ্টি। উপরে হলো বীজ। বাবা বলেন এই মানুষ সৃষ্টির বীজ রচয়িতা হলাম আমি। এখন নূতন দুনিয়ার স্থাপনা করা হচ্ছে। স্যাপলিঙ (সারিবদ্ধ চারা) লাগানো হয় না! বৃষ্টির পুরানো পাতা সব ঝড়ে যায়। নূতন-নূতন পাতা বের হয়। বাবা এখন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। অনেক পাতা আছে যা মিক্সড হয়ে গেছে। নিজেদের হিন্দু বলে। বাস্তুবে হিন্দু হলোই তারা যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। বাস্তুবে হিন্দুস্থানের নাম হলো ভারত, যেখানে দেবতারা থাকেন। আর কোনো দেশের নাম পরিবর্তন করে না, এর নাম পরিবর্তন করে দিয়েছে। হিন্দুস্থান বলে দেয়। বৌদ্ধরা এরকম বলে না যে আমাদের ধর্ম হলো জাপানি বা চাইনীজ। তারা তো নিজের ধর্মকে বৌদ্ধিই বলবে। তোমাদের মধ্যে কেউই নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের বলবে না। যদি কেউ বলেও তো বলো সেই ধর্ম কবে আর কে স্থাপন করেছে? কিছুই বলতে পারবে না। কল্পের আয়ুই লম্বা চওড়া করে দিয়েছে, একে বলা হয় অজ্ঞানতার অন্ধকার। এক তো নিজের ধর্মকে জানা নেই, দ্বিতীয়ত লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকে বড় দূরে নিয়ে গেছে, সেইজন্য ঘোর অন্ধকার বলা হয়। জ্ঞান আর অজ্ঞানে কতো পার্থক্য। জ্ঞান সাগর হলেনই একমাত্র শিববাবা। ওনার থেকে নেওয়া যেন - একটা ঘটি দিয়ে রাখে। শুধুমাত্র কাউকে শোনাও যে শিববাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এটা যেন এক আঁজলা জল হলো। কেউ তো গঙ্গায় স্নান করে, কেউ ঘড়া ভরে নিয়ে যায়। কেউ ছোটো-ছোটো ঘটি নিয়ে যায়। রোজ এক-এক ফোঁটা কলসীতে ঢেলে জ্ঞান জল মনে করে পান করে। বিলেতেও বৈষ্ণব জনেরা গঙ্গা জলের ঘড়া নিয়ে যায়। আবার চাইতে থাকে। এখন এই সমস্ত জলই তো পাহাড় থেকে আসে। উপর থেকেও জল পড়তে থাকে। আজকাল দেখা বড়ি বাড়ীও কেমন ১০০ তলা পর্যন্ত তৈরী করে। সত্যযুগে এই রকম হয় না। সেখানে তো তোমরা এতো জমি পেতে থাকবে যে বলার নয়। এখানে থাকার জন্য জমি নেই, তাই এতো তল বাড়ী তৈরী করে। সেখানে চাল-ডাল ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে হয়। যেমন আমেরিকাতে বেশী শস্য ফলন হলে স্বালিয়ে দেওয়া হয়। এটা হলো মৃত্যুলোক। ওটা হলো অমরলোক। অর্ধ-কল্প তোমরা সেখানে সুখে থাকো। মৃত্যু ভিতরে যেতে পারে না। এর উপর একটা কথাও আছে। এটা হলো অসীম জগতের কথা। অসীম জগতের কথাতে আবার পার্থিব জগতের কথা বসে তৈরী করেছে। গ্রন্থ সাহেব প্রথমে কতো ছোটো ছিলো। এখন কতো বড় করে দিয়েছে। শিববাবা কতো ছোটো, তাঁরও কতো বড় মূর্তি বানিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধের ছবি, পান্ডবদের ছবি কতো বড়-বড় লম্বা করে দিয়েছে। এরকম তো কেউ হয় না। বাচ্চারা, তোমাদের তোমরা এই এইম্ অবজেক্টের চিত্র বাড়ী-বাড়ী দেওয়া উচিত। আমরা পড়াশুনা করে এইরকম তৈরী হচ্ছি। এরপর কি আর কাঁদা উচিত! যে কাঁদে সে পরাজিত হয়। দেহ-অভিমনে এসে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের আত্ম-অভিমानी হতে হবে, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। আত্ম-অভিমानी হলেই খুশীর পারদ ওঠে। মধুর বাবাকে স্মরণে আসে। বাবার থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। বাবা আমাদের এই ভাগ্যশালী রথে এসে পড়ান। রাত-দিন বাবা বাবা স্মরণ করতে থাকো। অর্ধ-কল্পের জন্য তোমরা হলে প্রেয়সী। ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে। অনেক ভক্ত আছে। জ্ঞান মার্গে সকলে এক বাবাকেই স্মরণ করে। তিনিই হলেন সকলের পিতা। জ্ঞান সাগর বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, বাচ্চারা তোমাদের তো রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত। মায়ার ঝড় তো আসবেই। বাবা বলেন- সব থেকে বেশী ঝড় তো আমার কাছে আসে, কারণ সবচেয়ে সামনে থাকি আমি। আমার কাছে আসে, তাই তো আমি বুঝতে পারি-- বাচ্চাদের কাছে কতোটা আসতে পারে। বিষন্ন হয়ে পড়ে। অনেক প্রকারের ঝড় আসে যে সব অজ্ঞান কালেও কখনো আসেনি, সেই সবও আসে। প্রথমে তো আমাকে আসতে হবে, নয়তো আমি বাচ্চাদেরকে বোঝাবো কীভাবে। তোমরা এখন হলে ফ্রন্টে (সমরাসনে)। শক্তিশালী হলে মায়াও তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী হয়ে লড়াই করে। মল্লযুদ্ধে সবাই এক রকম হয় না। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড গ্রেড হয়। বাবার কাছে সবচেয়ে বেশী ঝড় আসে, সেইজন্য বাবা বলেন এই ঝড়ে ভয় পেয়ো না। শুধুমাত্র কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো বিকর্ম করো না। কেউ বলে- জ্ঞানে এসেছি তো এরকম কেন হয়, এর থেকে তো জ্ঞান ধারণ না করাই ভালো। সংকল্পই আসতে থাকে। আরে এ তো হলো যুদ্ধ! স্ত্রীর সামনেও পবিত্র দৃষ্টি থাকবে, মনে করতে হবে শিববাবার বাচ্চারা আমরা সকলে হলাম ভাই-ভাই, আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হওয়াতে ভাই-বোন হয়ে গেল। তবে বিকার কোথা থেকে আসবে। ব্রাহ্মণ হলো উচ্চ টিকিধারী, যারাই আবার দেবতা হবে, তো আমরা হলাম ভাই-বোন। এক বাবার বাচ্চারা হল কুমার-কুমারী। যদি দুই জন কুমার-কুমারী হয়ে না থাকে তো আবার ঝগড়া হয়। অবলাদের উপর অত্যাচার হয়। পুরুষরাও লেখে আমার স্ত্রী যেন হলো পুতনা (রাক্ষসী)। খুবই পরিশ্রম করতে হয়। তরুণদের তো পরিশ্রম হয়। আর যারা গান্ধর্ববিবাহ করে একসাথে থাকে, কামাল তো তাদেরই। তাদের অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্তি হতে

পারে। কিন্তু যখন এরকম অবস্থা ধারণ করবে। জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা বাড়বে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মায়ার ঝড়কে ভয় পেও না বা বিভ্রান্ত হয়ো না। শুধুমাত্র মনোযোগী হতে হবে কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো বিকর্ম যেন না হয়। জ্ঞান সাগর বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন - এই খুশীতে থাকতে হবে।

২) সতোগ্রহান হওয়ার জন্যে আত্ম-অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে, জ্ঞানের বিচার সাগর মন্বন করতে হবে, স্মরণের যাত্রাতে থাকতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের দ্বারা ফাইনাল রেজাল্টে ফার্স্ট নম্বর অধিকার করতে পারা উড়ন্ত বিহঙ্গ ভব
ফাইনাল রেজাল্টে ফার্স্ট নম্বর নেওয়ার জন্য -

১) অন্তরের অবিনাশী বৈরাগ্য দ্বারা হয়ে যা কিছু বিগত হয়ে গেছে সে'সব ঘটনাকে, সংস্কার রূপী বীজকে পুড়িয়ে দাও।

২) অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত ঈশ্বরীয় নিয়ম আর মর্যাদা গুলো সর্বদা পালন করার ব্রত নাও আর ৩) মনসা দ্বারা, বাণীর দ্বারা বা সম্বন্ধ সম্পর্কের দ্বারা নিরন্তর মহাদানী হয়ে ওঠো, পুণ্য আত্মা হয়ে দান পুণ্য করতে থাকো। যখন এ'রকম শ্রেষ্ঠ হাইজাম্প দিতে পারার মতন পুরুষার্থ হবে, তখনই উড়ন্ত বিহঙ্গ হয়ে ফাইনাল রেজাল্টে নম্বর ওয়ান হতে পারবে।

স্লোগান:- বৃত্তি দ্বারা বায়ুমন্ডলকে পাওয়ারফুল করে তোলা, এটাই হলো লাস্টের (অন্তিম) পুরুষার্থ বা সার্ভিস।

"সফলতার নক্ষত্রের বিশেষত্ব গুলি"

আজ জ্ঞান - সূর্য, জ্ঞান - চন্দ্রমা তাঁদের ঝিলমিল তারামন্ডলকে দেখছিলেন। ওখানে হল আকাশের তারার আর এরা হল ধরিত্রীর তারা। ওগুলি হল প্রকৃতির সত্তা, এরা হল পরমাত্ম-তারা, আধ্যাত্মিক নক্ষত্র। আকাশের তারাও রাতেই প্রকাশমান হয়, এই আধ্যাত্মিক নক্ষত্ররা, জ্ঞান - নক্ষত্ররা, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাও ব্রহ্মার রাতে প্রকট হয়। আকাশের তারারা রাতকে দিন বানায় না, সূর্যই কেবল রাতকে দিন বানায়। কিন্তু তোমরা তারারা জ্ঞান - সূর্য, জ্ঞান - চন্দ্রমার সাথে সাথী হয়ে রাতকে দিন বানিয়ে থাকো। যেমন প্রকৃতির বায়ুমন্ডলে অনেক প্রকারের নক্ষত্র ঝিলমিল করতে দেখা যায়, তেমনি পরমাত্ম - তারামন্ডলেও নানান প্রকারের নক্ষত্র ঝলমল করতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ হল সমীপ নক্ষত্র আবার কেউ দূরের নক্ষত্রও আছে। কেউ হল সফলতার নক্ষত্র তো কেউ হল আশাব্যাজক নক্ষত্র। কেউ এক স্থিতিতে স্থিত, কেউ কেউ আবার স্থিতি বদলকারী। আকাশের তারা স্থান বদলায়, এখানে স্থিতি বদলায়। যেমন প্রকৃতির তারামন্ডলে ধূমকেতু বা লেজ যুক্ত তারাও রয়েছে। অর্থাৎ সব বিষয়ে, সব কাজে "এটা কেন" , "ওটা কেন" - এই রকম প্রশ্ন করবার লেজ অর্থাৎ কোশ্চেন মার্ক করতে থাকা লেজ বিশিষ্ট তারাও রয়েছে। যেমন প্রকৃতির লেজ বিশিষ্ট তারা অর্থাৎ ধূমকেতুর পৃথিবীর উপরে ক্ষতিকর প্রভাব ঘটানোর সম্ভাবনা থাকে, তেমনি বারে বারে প্রশ্ন করতে থাকা আত্মার ব্রাহ্মণ পরিবারের বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেয়। সকলের এই বিষয়ে অনুভব রয়েছে। যখন নিজের প্রতিও সংকল্পেও 'কী' এবং 'কেন' র লেজ যুক্ত হয়ে যায়, তখন মন আর বুদ্ধির স্থিতি নিজের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তার সাথে সাথে কোনো সংগঠনের মাঝে বা সেবা কার্যে 'কেন', 'কী', 'কেমন'... এই সব কোশ্চেন মার্ক এর ক্যু'র লেজ জুড়ে যায়। তাতে সংগঠনের পরিবেশ বা সেবার ক্ষেত্রের পরিবেশ সাথে সাথে ভারী হয়ে যায়। অতএব নিজের উপরে, সংগঠন বা সেবার উপরে প্রভাব পড়তে থাকে। কোনো প্রাকৃতিক তারা যদি আকাশ থেকে নীচে খসে পড়ে, তখন কী হয়ে যায় ? পাথর। পরমাত্ম - নক্ষত্রদের মধ্যেও যখন নিশ্চয়, সম্বন্ধ বা নিজের ধারণার উচ্চ স্থিতির থেকে নীচে নেমে যায়, তাতে পাথর বুদ্ধি হয়ে যায়। কীভাবে পাথর বুদ্ধি হয়ে যায় ? যেমন পাথরকে যতই জল ঢালো পাথর গলবে না, রূপ বদলে যাবে কিন্তু গলবে না। পাথর কোনো কিছুই ধারণ করে না। এইরকম যখন পাথর বুদ্ধি হয়ে যায় সেই সময় যত ভালো ভালো কথা দিয়ে তাকে অনুভব করতে চাও, তার অনুভব হবে না। যতই জ্ঞান - বারি ঢালো না কেন তারা বদলাবে না। বিষয় বা পরিস্থিতি বদলে যাবে কিন্তু সে নিজে বদলাবে না। একেই বলা হয় পাথর বুদ্ধি হয়ে যায়। তাই নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো - এই পরমাত্ম - তারামন্ডলের নক্ষত্রদের মাঝে আমি কোন নক্ষত্র ?

সব থেকে শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র হল সফলতার নক্ষত্র অর্থাৎ যে সদা নিজের প্রগতিতে সফলতার অনুভব করতে থাকে অর্থাৎ নিজের পুরুষার্থের বিধিতে সর্বদা সহজে সফলতার অনুভব করতে থাকে। সফলতার নক্ষত্র সংকল্পেও নিজের পুরুষার্থের বিষয়েও কখনোই 'কী জানি এটা হবে কিনা', 'করতে পারব কি নাকি পারব না' এই অসফলতার অংশ মাত্রও থাকবে না। যেমন স্নোগান রয়েছে - সফলতা হল জন্মসিদ্ধ অধিকার, তেমনই তারা নিজের প্রতি সদা সফলতাকে অধিকারের রূপে অনুভব করবে। অধিকারের পরিভাষাই হল, বিনা পরিশ্রমে, না চাইতেই পেয়ে যাওয়া। সহজেই স্বাভাবিক ভাবেই পেয়ে যাওয়া - একেই বলা হয় অধিকার। এইরকম ভাবে এক হল - নিজের প্রতি সফলতা, দ্বিতীয় হল - নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে, তা সে ব্রাহ্মণ আত্মাই হোক কিম্বা লৌকিক পরিবার বা লৌকিক কার্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রে, সকল সম্বন্ধ - সম্পর্কে, সম্বন্ধে বা সম্পর্কে এলে যত কঠিন বিষয়ই হোক না কেন সফলতার অধিকারের আধারে তাকে সহজ অনুভব করবে। অর্থাৎ সফলতার প্রগতিতে এগিয়ে যেতে থাকবে। সময় লাগতে পারে, কিন্তু সফলতার অধিকার প্রাপ্ত হবেই হবে। এইরূপ স্থূল কার্য বা অলৌকিক সেবার কার্য অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রের কর্মে সফলতার নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী হয়ে থাকবে। কখনো কখনো পরিস্থিতির সম্মুখীনও হতে হতে পারে, ব্যক্তিদের কারণেও হয়ত সহ্য করতে হতে পারে, কিন্তু সেই সহন করা উল্লতির রাস্তা তৈরী করে দেবে। পরিস্থিতির সম্মুখীন করা, পরিস্থিতি, স্বস্থিতির উড়ন্ত কলার সাধন হয়ে যাবে। অর্থাৎ সকল বিষয়ে সফলতা স্বতঃতই সহজে আর অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।

সফলতার নক্ষত্র, তার বিশেষ লক্ষণ হল - কখনোই নিজের সফলতার অহংকার (অভিমান) হবে না, অন্যদের কাছে বর্ণন করবে না, নিজের গীত নিজে গাইবে না (নিজের পিঠ চাপরাবে না), বরং যত বেশী সফলতা ততই নম্র চিত্ত, নির্মান (নিরহংকারী), নির্মল স্বভাব হবে। আর অন্যরা তাদের গীত গাইবে, কিন্তু সে নিজে সর্বদা বাবার গুণ গাইবে। সফলতার

নক্ষত্র কখনোই কোস্টেন মার্ক করবে না। সদা বিন্দু রূপে স্থিত থেকে সকল কার্যে অন্যদেরকেও "ড্রামার বিন্দু" স্মরণ করাবে, বিঘ্ন বিনাশক বানিয়ে, সমর্থ বানিয়ে সফলতার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে আসতে থাকবে। সফলতার নক্ষত্র কখনোই সীমিত সফলতার প্রাপ্তিকে দেখে প্রাপ্তির স্থিতিতে অত্যন্ত খুশী আর পরিস্থিতি সামনে এলে বা প্রাপ্তি কিছু কম হল তো খুশী কমে গেল - এই রকম স্থিতি পরিবর্তনকারী হবে না। সদা অসীম সফলতার প্রতিমূর্তি হবে। একরস, এক শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থাকবে। বাইরের পরিস্থিতি বা কার্যে বাইরে থেকে অন্যদের কাছে অসফলতার অনুভব হলেও সফলতার নক্ষত্র অসফলতার স্থিতির প্রভাবে না এসে সফলতার স্ব-স্থিতির দ্বারা অসফলতাকেও পরিবর্তিত করে নেবে। এই হল সফলতার নক্ষত্রের বিশেষত্ব। এখন নিজেকে প্রশ্ন করো - 'আমি কে' ? কেবলই আশাব্যঞ্জনকারী নাকি আমি হলাম সফলতা স্বরূপ ? আশাব্যঞ্জক হওয়াও ভালো, কিন্তু কেবল আশাব্যঞ্জক হয়ে চলা, প্রত্যক্ষ সফলতার অনুভব না করতে পারা, তার ফলে কখনো শক্তিশালী, কখনো নিরাশ.... এই রকম উত্থান - পতন বেশী রকম অনুভব করতে থাকে। যেমন কোনো বিষয়ে যদি বেশী ওঠা - নামার অবস্থা হতে থাকে, তখন ক্লান্তি এসে যায় না ! তখন এতেও চলতে - চলতে ক্লান্তির অনুভব হতাশা নিয়ে আসে। তো আশাহীন হওয়ার চেয়ে আশাবাদী হওয়া ভালো। কিন্তু সফলতার স্বরূপের অনুভবকারী হল সদা শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা। তাহলে শুনলে তো তারামন্ডলের কাহিনী ? মধুবনের হল কেবল তারামন্ডল নয়, অসীম ব্রাহ্মণ সংসার হল তারামন্ডল। আচ্ছা।

আগত সকল নতুন বাচ্চারা, নতুনও আছে আর পুরানোরাও, খুব ভালো। কেননা তোমরা হলে অনেক কল্পের। তাই অতি পুরানোও তোমরা। তো নতুন বাচ্চাদের নতুন উৎসাহ - উদ্দীপনা বাবার সাথে মিলিত হওয়া ড্রামাতেই ছিল। সেই অনুসারেই হয়েছে। খুব উৎসাহ ছিল, তাই না ? যাব - যাব... এতো উৎসাহ ছিল যে, কী ডায়রেকশন রয়েছে, সেটাও শোনেনি। মিলনের আমোদে মজে ছিল, তাই না ! কত করে বলা হল - কম এসো, কম এসো, কেউ কী শুনেছে ? বাপদাদা ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে দেখে খুব আনন্দ পান যে, এত এত বাচ্চার তো আসারই ছিল। সেইজন্যই এসেছে। সব কিছুই সহজেই পাওয়া যাচ্ছে তো ? অসুবিধা হচ্ছে না তো ? এও ড্রামা অনুসারে, সময়ানুসারে রিহার্সাল হচ্ছে। সকলে খুশী তো ? কঠিনকে তোমরা সহজ বানিয়ে দিয়ে থাকো, তাই না ? সব কাজেই সহযোগিতা করা, যে ডায়রেকশন দেওয়া হচ্ছে তাতে সহযোগী হওয়ার অর্থই হল সহজ বানানো। সহযোগী যদি হও, তবে ৫ হাজারও ধরে যাবে আর সহযোগী না হলে অর্থাৎ বিধিসম্মতভাবে না চললে তখন ৫ হাজারকেও জায়গা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সেইজন্য দাদীদেরকে এমন রেকর্ড দেখিয়েই যেও যে, যাতে সকলের অন্তর থেকে এটাই নির্গত হয়, ৫ হাজার যেন পাঁচশ'র মতোই ধরে গেল ! একেই বলা হয় 'কঠিনকে সহজ বানানো'। তো সকলে নিজের নিজের রেকর্ড খুব ভালো সেট করেছো তো ? সার্টিফিকেট (প্রমাণ - পত্র) ভালোই পেয়েছ। এই রকম ভাবেই সব সময় খুশীতে থাকবে আর সকলকে খুশী করবে, তবে সদাই তালি বাজাতে থাকবে। রেকর্ড ভালোই। সেইজন্যই দেখো, ড্রামা অনুসারে দুই বার মিলন হল, তাই না ? এই নতুনদেরকে আদর আর আপ্যায়ণ করা, এ তো ড্রামা অনুসারেই হয়ে গেল। আচ্ছা।

সদা আত্মিক সফলতার শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রদেরকে, সদা একরস স্থিতির দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করা, জ্ঞান - সূর্য, জ্ঞান - চন্দ্রমার সদা সাথে থাকা, সদা অধিকারের নিশ্চয়ের নেশা এবং নম্র চিত্ত স্থিতিতে স্থিত থাকা, এই রূপ পরমাত্ম - তারামন্ডলের সকল ঝলমলে উজ্জ্বল নক্ষত্রদেরকে জ্ঞান - সূর্য, জ্ঞান - চন্দ্রমা বাপদাদার আত্মিক স্নেহ সম্পন্ন স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

পার্টীদের সাথে সাক্ষাৎ :

১) নিজেদেরকে সদা নির্বিল্ল, বিজয়ী রত্ন মনে করো ? বিঘ্ন আসা এ তো ভালো কথা, কিন্তু বিঘ্ন যেন হারিয়ে দিতে না পারে। বিঘ্নের আসা অর্থাৎ সদাকালের জন্য মজবুত বানানো। বিঘ্নকেও একটি মনোরঞ্জনের খেলা মনে করে পার করা - তাকেই বলা হয় 'নির্বিল্ল বিজয়ী'। তো বিঘ্ন দেখে ঘাবড়ে যাও না তো ? যখন বাবা সাথে আছেন তখন ঘাবড়ানোর কোনো ব্যাপারই নেই। কেউ একলা থাকলে তখন ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি সাথে থাকে, তখন ঘাবড়ে যাবে না। বাহাদুর হয়ে যায়। সুতরাং যেখানে বাবা সাথে আছেন, সেখানে বিঘ্নে ঘাবড়ে যাবে নাকি তোমরা ? সর্বশক্তিমানের সামনে বিঘ্ন কী জিনিস ! কিছুই না। সেইজন্য বিঘ্নকে খেলা মনে হয় সমস্যা নয়। বিঘ্ন অনুভাবী আর শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। যে সদা বাবার স্মরণে আর সেবাতে নিযুক্ত থাকে, বিজি থাকে, সে নির্বিল্ল থাকে। যদি বুদ্ধি বিজি না থাকে, তবে মায়া চলে আসে। কিন্তু যদি বিজি থাকে, তবে মায়াও দূরে সরে যাবে। আসবে না চলে যাবে। মায়াও জানে যে, এ আমার সাথী নয়, এখন সে পরমাত্মার সাথী। তখন দূরে সরে যাবে। অগণিতবার বিজয়ী হয়েছে, সেইজন্য বিজয় প্রাপ্ত করা কোনো বড় ব্যাপার নয়। যে কাজ অনেক বার করা হয়ে থাকে, সেটা তো সহজ লাগে। তো তোমরা তো অনেক বারের বিজয়ী। সদা

খুশীতে থাকো তোমরা, তাই না ? মাতা'রা সদা খুশীতে থাকো ? কখনো কাঁদো না তো ? কখনো এমন পরিস্থিতি যদি এসে যায়, তবে কাঁদবে কী ? বাহাদুর তোমরা। পান্ডব ভিতরে ভিতরে কাঁদো না তো ? বাবার হয়েও যদি সদা খুশীতে না থাকো, তবে কবে থাকবে ? বাবার হওয়া অর্থাৎ সর্বদা খুশীতে থাকা । না থাকবে দুঃখ, না কাঁদবে দুঃখে। সব দুঃখ দূর হয়ে গেছে। অতএব তোমাদের এই বরদানকে সর্বদা স্মরণে রাখবে। আচ্ছা।

২) নিজেকে এই আধ্যাত্মিক উদ্যানের আধ্যাত্মিক আত্মিক গোলাপ (রুহে গোলাপ) মনে করো ? সকল ফুলের মধ্যে যেমন গোলাপ ফুল সুগন্ধের কারণে খুব ভালো লাগে, তো সেটা হল গোলাপ আর তোমরা হলে আত্মিক গোলাপ। আত্মিক গোলাপ অর্থাৎ যাতে সর্বদা আধ্যাত্মিক সৌরভ থাকবে। আধ্যাত্মিক সৌরভ সম্পন্ন যিনি, তিনি যাকেই দেখবেন, আত্মাকেই দেখবেন, শরীরকে দেখবেন না। নিজেও সর্বদা আত্মিক স্থিতিতে থাকবেন এবং অন্যদেরও আত্মাকেই দেখবেন। তাকেই বলা হয় - "আত্মিক গোলাপ" । এ হল বাবার উদ্যান। বাবা যেমন উচ্চ থেকে উচ্চ, তেমনই তাঁর উদ্যান হল উচ্চ থেকেও উচ্চ। যে উদ্যানের বিশেষ শৃঙ্গার আত্মিক গোলাপ হলে তোমরা সবাই। আর আত্মিক সৌরভ অনেক আত্মাদের কল্যাণ করবে।

আজকের বিশ্বেও যা কিছু সমস্যা আছে, তার কারণই হল একে অপরকে আত্মা রূপে না দেখা । দেহ - অভিমানের কারণেই সকল সমস্যা। দেহী - অভিমানী হয়ে গেলে, তখন সব সমস্যা সমাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা আত্মিক গোলাপ, বিশ্বে আধ্যাত্মিক সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়ার তোমরা হলে নিমিত্ত, এই রকম সর্বদা নেশা থাকে ? কখনো এক, কখনো দ্বিতীয়, তা নয়। সদা একরস স্থিতিতেই শক্তি থাকে। স্থিতি বদলে গেলেই শক্তি কম হয়ে যায়। সদা বাবার স্মরণে থেকে যেখানেই সেবার সাধন রয়েছে, চান্স নিয়ে এগিয়ে যাও। পরমাত্ম - উদ্যানের আত্মিক গোলাপ ভেবে আত্মিক সৌরভ ছড়িয়ে দিতে থাকো । কতো মধুর আত্মিক সৌরভ, যে সুগন্ধকে সকলে চায় ! এই আত্মিক সৌরভ অনেক আত্মাদের সাথে সাথে নিজেরও কল্যাণ করে ফেলে। বাপদাদা দেখেন যে, কতো আত্মিক সৌরভ কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে ? কোথায় যদি এতটুকুও দেহ - অভিমান মিশ্র হয়ে যায়, তবে আত্মিক সৌরভ আর অরিজিনাল থাকে না। সর্বদা এই আত্মিক সৌরভের দ্বারা অন্যদেরকেও সুগন্ধিত বানাতে থাকো। সদা অবিচল থাকো ? কোনো অস্থিরতা তোমাদেরকে বিচলিত করে দেয় না তো ? যা কিছুই হোক না কেন, শুনে, দেখে, এতটুকুও বিচলিত হয়ে যাও না তো ? যখন 'নাথিং নিউ', তবে বিচলিত হও কেন ? কোনো নতুন কিছু হলে তবে তো বিচলিত হবে ! এই 'কী' , 'কেন' অনেক কল্পে হয়েছে....একেই বলা হয় 'ডামার উপরে নিশ্চয়বুদ্ধি' । সর্বশক্তিমানের সাথী তোমরা, সেইজন্য তোমরা হলে নিশ্চিত বাদশাহ (বেফিকর) । সব চিন্তা বাবাকে দিয়ে দিয়ে তুমি হয়ে গেলে সদা নিশ্চিত বাদশাহ। সদা আত্মিক সৌরভ ছড়াতে থাকো, তবে সব বিঘ্ন সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

বরদান:- প্রত্যক্ষতার সময়কে সমীপে নিয়ে আসা সদা শুভ চিন্তক এবং স্ব চিন্তক ভব সেবায় সফলতার আধার হল শুভ চিন্তক বৃত্তি, কেননা তোমাদের এই বৃত্তি আত্মাদের গ্রহণ শক্তি বা জিজ্ঞাসাকে বৃদ্ধি করে, এর দ্বারা বাণীর সেবা সহজেই সফল হয়ে যায়। আর স্ব এর প্রতি স্ব চিন্তনকারী স্ব চিন্তক আত্মা সদা মায়া প্রফ।কারো কোনো ত্রুটিকে গ্রহণ করার থেকে, ব্যক্তি বা বৈভবের আকর্ষণ থেকে প্রফ হয়ে যায়। তো যখন এই দুটি বরদান প্র্যাকটিক্যালি জীবনে নিয়ে আসবে, তখন প্রত্যক্ষতার সময় সমীপে আসবে।

স্লোগান:- তোমার সংকল্পকেও অর্পণ করে দাও, তবে সকল দুর্বলতা (ত্রুটি) স্বতঃতই দূর হয়ে যায়।

30-11-2020 প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*প্রশ্ন:- ডামানুসারে বাবা যে সার্ভিস করছেন তাতে আরও তীব্রতা নিয়ে আসার বিধি কি ?

*উত্তর:- পরস্পরের মধ্যে মতৈক্য থাকলেও কখনও যেন মনোমালিন্য (খিট-খিট) না হয়। যদি মনোমালিন্য হয়, তবে আর সার্ভিস করবে কিভাবে ! তাই পরস্পর মিলিত হয়ে সংগঠন তৈরী করে পরামর্শ করো, পরস্পরের সহযোগী হও। বাবা তো সহযোগীই কিন্তু "সাহস বাচ্চাদের সহায়তা বাবার...." এর অর্থ যথার্থভাবে বুঝে বড় কার্যে সহযোগী হও।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখানে আধ্যাত্মিক পিতার কাছে আসে রিফ্রেশ হতে। যখন রিফ্রেশ হয়ে ফিরে যায় তখন অবশ্যই ফিরে গিয়ে কিছু করে দেখাতে হবে। প্রতিটি বাচ্চাকে সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। যেমন কোনো কোন বাচ্চা বলে, আমার সেন্টার খোলার ইচ্ছা(মন) রয়েছে। গ্রামে-গ্রামে গিয়েও সার্ভিস করে, তাই না! তাই বাচ্চাদের সদা এই খেয়াল থাকা উচিত যে, আমরা মন-বাণী-কর্মে, তন-মন-ধন দ্বারা যেন এমন সেবা করি যাতে ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের প্রালব্ধ বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। এটা হলো উৎসাহ। আমরা কি কিছু করি ? কাউকে কি জ্ঞান দান করি ? সারাদিন এই খেয়ালই আসা উচিত। সেন্টার খুললেও ঘরে নারী-পুরুষের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়া উচিত নয়। কোনো অশান্তি হওয়া উচিত নয়। সন্তোষীরা ঘরের অশান্তির জন্যই বেরিয়ে যায়। ডোন্ট কেয়ার করে চলে যায়। তখন গভর্নমেন্ট কি তাকে আটকায় ? ওখানে কেবল পুরুষেরাই বেরিয়ে পড়ে। এখন কোনো কোনো মাতা'রাও বেরোয়। যাদের কোনো অভিভাবক নেই বা যাদের বৈরাগ্য চলে আসে তাদেরকেও ওই পুরুষ সন্তোষীরা বসে থেকে শেখায়। তাদের দ্বারা নিজেদের ব্যবসা চলায়। পয়সাদি সব ওদের(সন্তোষী) কাছেই থাকে। বাস্তবে ঘর-সংসার পরিত্যাগ করলে, পয়সা রাখার আর প্রয়োজন থাকে না। বাচ্চারা, তাহলে বাবা এখন তোমাদের বোঝাচ্ছেন। প্রত্যেকের বুদ্ধিতে আসা উচিত যে --- আমাদের বাবার পরিচয় দিতে হবে। মানুষ তো কিছুই জানে না, অবুঝ। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য বাবা আদেশ হলো -- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো, শুধু পন্ডিত হলেই হবে না। নিজেদের কল্যাণও করতে হবে। স্মরণের মাধ্যমেই সতোপ্রধান হতে হবে। অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। তা নাহলে অনেক অনুতাপ করতে হবে। বাচ্চারা বলেও যে, আমরা প্রতিমুহূর্তে ভুলে যাই। সঞ্চল চলে আসে। বাবা বলেন, সে তো আসবেই। তোমাদের বাবার স্মরণে থেকেই সতোপ্রধান হতে হবে। যে আত্মা অপবিত্র হয়েছে তাকে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করেই পবিত্র হতে হবে। বাবা-ই বাচ্চাদের ডায়রেকশন দেন -- হে আঞ্জাকারী বাচ্চারা, তোমাদের আদেশ করছি যে আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের পাপ খন্ডন হবে। এই কথাই সর্বপ্রথমে শোনাও যে নিরাকার শিববাবা বলেন, আমায় স্মরণ করো -- আমিই পতিত-পাবন। আমায় স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর না কেউ বলতে পারে। অসংখ্য সন্তোষী ইত্যাদিরা রয়েছে, তাদের নিমন্ত্রণ জানানো হয় -- যোগ কনফারেন্সে এসে शामिल হও। এখন ওনাদের হঠযোগের দ্বারা কারোর কল্যাণ তো হয় না। যোগশ্রম অসংখ্য রয়েছে, যারা এই রাজযোগের বিষয়ে একদম কিছুই জানে না। বাবাকেই জানে না। অসীম জগতের পিতাই এসে সত্যিকারের যোগ শেখান। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নিজ-সম তৈরী করেন। যেমন আমি নিরাকার। এই শরীরে অস্থায়ীভাবে আসি। ভাগ্যশালী রথ তো অবশ্যই মানুষেরই হবে। ষাঁড়কে তো বলা যাবে না। বাকি ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদির কোনও কথা নেই। না লড়াই-এর কোনো কথা রয়েছে। তোমরা জানো যে, আমাদের মায়ার সঙ্গেই লড়তে হবে। গাওয়াও হয় যে, মায়ার কাছে পরাজিত হলে পরাজয়.... তোমরা অত্যন্ত ভালভাবে বোঝাতে পারো -- কিন্তু এখন শিখছো। কেউ আবার শিখতে-শিখতেই একদম মাটিতে পড়ে যায়। কেউ খিটখিটে হয়ে যায়। দুবোনেরও পরস্পরের মধ্যে তালমিল থাকে না, বিরোধিতা করে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও মনোমালিন্য হওয়া উচিত নয়। মনোমালিন্য হলে তখন বাবা বলবেন, এরা কি সার্ভিস করবে ? অনেক ভাল-ভালদেরও (বাচ্চাদের) এমন হাল হয়ে যায়। এখন যদি মালা তৈরী করা হয় তাহলে বলা হবে যে, এই মালা ডিফেক্টেড। এরমধ্যে এই-এই অবগুণ রয়েছে। ডামা প্ল্যান অনুসারে বাবা সার্ভিসও করাতে থাকেন। ডায়রেকশন দিতে থাকেন। দিল্লীর চতুর্দিকে সেবার জন্য সমাবেশ করো(জড়ো হও)। এ কি শুধু একজনই করবে, না তা করবে না, পরস্পর মিলে পরামর্শ করতে হবে। সকলেরই এক মত হওয়া উচিত। বাবা এক কিন্তু সহযোগী বাচ্চারা ছাড়া কাজ কি করবেন ? না করবেন না। তোমরা সেন্টার খোলো, মত নাও। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, সহায়তা করবে তো? তারা বলে -- হ্যাঁ বাবা, যদি সহযোগী না হই তাহলে কিছুই করতে পারবো না। ঘরেও মিত্র-পরিজনাদিরা আসে, তাই না! যদি গালিও দেয়, তারা বিরোধিতাও করে। তোমরা সেসবের পরোয়া করবে

না। বাচ্চারা, তোমাদের পরস্পর বসে পরামর্শ করা উচিত। যেমন সেন্টার খোলার সময়েও সকলে মিলে লেখে -- বাবা, আমি ব্রাহ্মণীর পরামর্শ মতন এই কার্য করছি। সিন্ধি ভাষায় বলা হয় -- ১-এর সঙ্গে ২ মিললে ১২ হয় অর্থাৎ ১২ জন (ব ত বারহা) হলে আরও ভাল রায়(যুক্তি) বেরোবে। কোথাও-কোথাও একে অপরের থেকে পরামর্শ নেয় না। এখন এভাবে কোনো কাজ হতে পারে কী ? বাবা বলবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পরস্পর সংগঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এত বড় কার্য করবে কিভাবে। ছোট দোকান, বড় দোকানও তো হয়, তাই না! পরস্পর মিলিত হয়ে সংগঠন তৈরী করে। এভাবে কেউই বলে না যে, তুমি সাহায্য করো। প্রথমে তো সহযোগী তৈরী করা উচিত, তাই না! তারপর বাবা বলেন -- 'সাহস বাচ্চাদের সহায়তা বাবার'। প্রথমে তো নিজের সহযোগী করো। বাবা, আমরা এতখানি করছি, বাকি তুমি সহায়তা করো। এরকম নয় যে, প্রথমে তুমি(বাবা) সাহায্য করো। যে পুরুষের অর্থাৎ মানুষের সাহস আছে....(ঈশ্বর তাকেই সাহায্য করেন).....এর অর্থও বোঝে না। প্রথমে তো বাচ্চাদের সাহস চাই। কে-কে কি সাহায্য করে ? সমস্ত পোতামেল লিখবে -- অমুকে-অমুকে এই সাহায্য করে। নিয়মানুসারে লিখে দেবে। এছাড়া এভাবে এক-এক করে কি বলবে যে, আমরা সেন্টার খুলছি সাহায্য করো, না তা বলবে না। এরকমভাবে কি বাবা খুলতে পারেন না ? কিন্তু এভাবে তো হতে পারে না। কমিটিতে পরস্পরকে মিলতে হয়। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুক্রমে রয়েছে, তাই না! কেউ-কেউ তো একদমই কিছু বোঝে না। কেউ আবার সদা প্রফুল্লিত থাকে। বাবা মনে করেন, এই জ্ঞানে অত্যন্ত খুশীতে থাকা উচিত। একজনকেই পিতা, শিক্ষক, গুরু-রূপে পাওয়া যায়, তবে তো খুশী হওয়া উচিত, তাই না! দুনিয়ায় এ'কথা কেউ-ই জানে না। শিববাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতিদাতা। সকলের বাবাও এক। এ'সব আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে তিনিই হলেন নলেজফুল, লিবারেটর, গাইড। তাই বাবার মতানুসারে চলতে হবে। পরস্পর মিলিত হয়ে পরামর্শ করতে হবে। খরচা করতে হবে। একের মত তো চলতে পারে না। সহযোগী হিসেবে সকলকেই চাই। এও তো বুদ্ধিতে থাকা উচিত, তাই না! বাচ্চারা, তোমাদের ঘরে-ঘরে ম্যাসেজ পৌঁছে দিতে হবে। কেউ জিজ্ঞাসাও করে -- বিয়ের নিমন্ত্রণ পাই, যাব কি ? বাবা বলেন -- কেন যাবে না, যাও, গিয়ে নিজের সার্ভিস করো। অনেকের কল্যাণ করো। ভাষণও দিতে পারো। মৃত্যু সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাবা বলেন -- মামেকম্ স্মরণ করো। এখানে সব পাপাত্মারা রয়েছে। বাবাকেই গালি দিতে থাকে। বাবার থেকে তোমাদের বিমুখ করে দেয়। গায়নও রয়েছে যে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। কে বলেছেন ? স্বয়ং বাবা বলেছেন -- আমার সঙ্গে প্রীত-বুদ্ধি নেই। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। আমায় জানেই না। যাদের প্রীত-বুদ্ধি, যারা আমায় স্মরণ করে, তারা বিজয়প্রাপ্ত করবে। যদিও প্রীত-বুদ্ধি রয়েছে কিন্তু স্মরণ করে না তাই পদও কম প্রাপ্ত করবে। বাবা বাচ্চাদের ডায়রেকশন দেন। মূলকথা হলো সকলকে ম্যাসেজ দেওয়া। বাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হয়ে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। ড্রামানুসারে বাবাকেও বৃদ্ধ শরীর ধার নিতে হয়। বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। মানুষ বাণপ্রস্থ অবস্থাতেই ঈশ্বর-মিলনের জন্য পরিশ্রম করে। ভক্তিতে মনে করা হয় -- জপ, তপাদি করা, এ'সব হলো ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথ। কবে প্রাপ্ত হবে তা কিছু জানা নেই। জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভক্তি করে এসেছে। ভগবানকে তো কেউই পায় নি। এ'কথা বোঝেই না যে, বাবা তখনই আসবেন, যখন পুরোনো দুনিয়াকে নতুন করতে হবে। রচয়িতা হলেন বাবা-ই, চিত্রও রয়েছে, কিন্তু ত্রিমূর্তিতে শিবকে দেখানো হয় না। শিববাবা ব্যতীত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে দেখায়, যেন গলা কাটা হয়েছে। বাবাকে ছাড়া অনাথ হয়ে গেছে। বাবা বলেন -- আমি এসে তোমাদের ধনী(সনাথ) করি। ২১ জন্মের জন্য তোমরা সনাথ(ধনী) হয়ে যাও। কোনও কষ্ট থাকে না। তোমরাও বলবে যে -- যতদিন পর্যন্ত না বাবাকে পেয়েছি ততদিন পর্যন্ত আমরাও সম্পূর্ণ অনাথ, তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম। পতিত-পাবন বলে কিন্তু তিনি কখন আসবেন, তা জানে না। পবিত্র দুনিয়াই হলো নতুন দুনিয়া। বাবা কত সহজভাবে বোঝান। তোমরাও বুঝতে পারো যে, আমরা বাবার হয়ে গেছি, স্বর্গের মালিক অবশ্যই হবে। শিববাবা হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা-ই এসে সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেছিলেন। সত্যযুগে সুখ ছিল, বাকি সব আত্মারা শান্তিধামে ছিল। এখন এ'কথা শুধু তোমরাই বোঝ। শিববাবা কেন এসেছেন ? অবশ্যই নতুন দুনিয়া রচনা করতে। পতিতকে পবিত্র করতে এসেছেন। অবশ্যই উচ্চ কার্য করেছেন, মানুষ সম্পূর্ণরূপে গভীর অন্ধকারে রয়েছে। বাবা বলেন -- এও ড্রামায় নির্ধারিত। বাচ্চারা, বাবা বসে থেকে তোমাদের জাগিয়ে তোলেন। তোমরা এখন সমগ্র এই ড্রামাকে জানো -- কিভাবে এই নতুন দুনিয়া পুনরায় পুরোনো হয়। বাবা বলেন -- আর সবকিছু পরিত্যাগ করে অদ্বিতীয় পিতাকে স্মরণ করো। আমার কারোর প্রতি ঘৃণা আসে না। এসব বোঝাতে হয়। ড্রামানুসারে মায়ার রাজ্যও হবে। পুনরায় এখন বাবা বলছেন -- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, এখন এই চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মত পাও, সে অনুসারেই চলতে হবে। এখন ৫ বিকারের মতে আর চলো না। অধেককল্প তোমরা মায়ার মতানুসারে চলে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন আমি তোমাদেরকে সতোপ্রধান বানাতে এসেছি। এই খেলা হলো সতোপ্রধান আর তমোপ্রধানের। গ্লানির কোনো কথা নেই। বলা হয়, ভগবান এই যাতায়াতের খেলা কেন রচনা করেছেন ? কেন-র প্রশ্নই উঠবে না। এ হলো ড্রামার চক্র, যা পুনরাবৃত্ত হতেই থাকে। ড্রামা অনাদি। এখন কলিযুগ। সত্যযুগ গত হয়ে গেছে। পুনরায় এখন বাবা এসেছেন। বাবা-বাবা বলতে থাকো তবেই কল্যাণ হতে

থাকবে। বাবা বলেন -- এ হলো অতি গুপ্ত রমণীয় কথা। কথিত আছে যে, বাঘিনীর দুধের জন্য সোনার পাত্র চাই। সোনার মতন বুদ্ধি হবে কিভাবে? আত্মাতেই তো বুদ্ধি রয়েছে, তাই না! আত্মা বলে -- আমার বুদ্ধি এখন বাবার দিকে রয়েছে। আমি বাবাকে খুব স্মরণ করি। কিন্তু বসে-বসে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়, তাই না! অন্যান্য কাজ-কর্ম(ধান্দা) বুদ্ধিতে আসতে থাকে। তাহলে তারা তোমাদের কথা শুনবেই না। তাই পরিশ্রম আছে। মৃত্যু যত নিকটে আসতে থাকবে -- তোমরাও তত বেশী করে স্মরণে থাকবে। মৃত্যুর সময় সকলেই বলে, ভগবানকে স্মরণ করো। বাবা এখন নিজেই বলেন -- আমায় স্মরণ করো। তোমাদের সকলের এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। ফিরে যেতে হবে তাই এখন আমায় স্মরণ করো। অন্য কোনও কথা শুনো না। জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা তোমাদের মাথায় রয়েছে। শিববাবা বলেন -- এইসময় সকলেই অজামিল। মূলকথাই হলো স্মরণের যাত্রা যার দ্বারা তোমরা পবিত্র হবে আবার পরস্পরের মধ্যে প্রেমও থাকা উচিত। পরস্পরের পরামর্শ নেওয়া উচিত। বাবা তো প্রেমের সাগর, তাই না! তাই তোমাদেরও পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালবাসা থাকা চাই। দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভাই-বোনের সম্পর্কও ভেঙে ফেলতে হয়। ভাই-বোনের সঙ্গেও যোগ রেখো না। একমাত্র বাবার সঙ্গেই যোগ রাখো। বাবা আত্মাদের বলেন -- আমায় স্মরণ করো তবেই তোমাদের বিকারী দৃষ্টি সমাপ্ত হয়ে যাবে। কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। মম্বায়(মনে) ঝড় অবশ্যই আসবে। এ অতি বড় মঞ্জিল(গন্তব্য)। বাবা বলেন -- দেখো, কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয়, তাই সতর্ক হয়ে যাও। যদি উল্টোপাল্টা কার্য করে ফেলো তাহলেই শেষ। 'চড়লে তবেই চাখবে ...বৈকুণ্ঠের মালিক..... পরিশ্রম ব্যতীত কিছু হয় নাকি, না হয় না। অনেক পরিশ্রম আছে। দেহ-সহ দেহের..... কারো-কারোর কোনও বন্ধন নেই তবুও আটকে থাকে। বাবার শ্রীমতে চলে না। লাখ দুই(অর্থ) হোক, বা যদি বড় কোনো কুটুম্বও হয় তথাপি বাবা বলবে, কাজকর্মে (ব্যবসাদিতে) বেশী আটকে পড়ো না। বাণপ্রস্থী হয়ে যাও। খরচপত্রাদি সংকোচিত করে ফেলো। দরিদ্ররা কত সাধারণভাবে চলে। এখন কি-কি সব জিনিস বেরিয়েছে, তা আর জিজ্ঞাসা করো না। ধনবানদের খরচার উপর খরচা হতেই থাকে। তা নাহলে পেটের জন্য বিশেষ আর কি চাই? আড়াইশো গ্রাম আটা ব্যস। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) পরস্পরের মধ্যে অনেক অনেক প্রেমময় হতে হবে কিন্তু ভাই-বোনের দৃষ্টিতে যোগ রাখবে না (আত্মা ভাই রূপে) । কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়।

২) এক ঈশ্বরের মতানুসারে চলে সতোপ্রধান হতে হবে। মায়ার মতকে পরিত্যাগ করতে হবে। পরস্পর মিলিত হয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে, পরস্পরের সহযোগী হতে হবে।

বরদান:- অমৃতবেলায় মাহাত্ম্য জেনে উন্মুক্ত ভান্ডার থেকে নিজের ঝুলি পরিপূর্ণ করে নেওয়া সৌভাগ্যশালী ভব অমৃতবেলায় বরদাতা, ভাগ্যবিধাতার থেকে সৌভাগ্যের যে রেখা আঁকতে চাও ঐকে নাও । কারণ সেইসময় তিনি ভোলা ভগবান-রূপে প্রেমময় (লাভফুল), তাই মালিক হয়ে যাও আর অধিকার নিয়ে নাও। এই ভান্ডারে কোনো তালা-চাবি নেই। সেইসময় কেবল মায়ার বাহানা ছেড়ে এক সঙ্কল্পে স্থিত হও যে, আমি যাই হই, যেমনই হই, আমি তোমার। মন-বুদ্ধিকে বাবার কাছে অর্পণ করে সিংহাসনের অধিকারী হয়ে যাও। তবেই বাবার সর্ব ধনভান্ডারকে নিজের ভান্ডার-রূপে অনুভব করবে।

স্লোগান:- সেবায় যদি স্বার্থ মিশ্রিত থাকে তবে সফলতাও মিশ্র প্রকারের হবে, তাই নিঃস্বার্থ সেবাধারী হও।